পতিঘাতিনী সতী!!

বিষ্ণুপুরের

পঞ্চাঙ্ক

ঐতিহাসিক নাটক।

বিষ্ণুপুর কালীতলা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।
অভিনয় রজনী ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ সাল।

শ্রীফকির নারায়ণ কর্ম্মকার

প্রণীত।

বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া।

প্রথম সংস্করণ,
১৩৫৭ সাল।

মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র
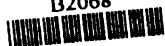
উৎসর্গ

আমার স্বর্গাদপী গরীয়সী জননীর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—
আমার এই "পতিঘাতিণী সতী"
উৎসর্গ করিলাম।

মা!

জানিনা—তোমার অমর আত্মা
শান্তিধামের কোন্ পবিত্র স্থানে
বিরাজ ক'রছে।

যেখানেই থাক,
তোমার হতভাগ্য সন্তানের
এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য
গ্রহণ কোরো!

নিবেদন !

আমি একজন অখ্যাত, অজ্ঞাত, অতি নগণ্য ব্যক্তি। তাই আমার এই মানস প্রতিমাও এতদিন ছিল আমারই মত অবস্থায়। কিন্তু এতে ছিল আমার প্রচুর শ্রম এবং ঐকান্তিকতা। তাই তার পুরস্কার স্বরূপ ভগবান দিলেন আমায় এক মহানুভবের সংস্পর্শ। যাঁর গুণগ্রাহিতা, উদারতা, শ্রম এবং স্বদেশ প্রেম, আজ এই "পতিঘাতিনী সতীকে" লোকচক্ষে প্রকাশ ক'রেছে। আমার সেই পিতৃতুল্য সুহৃদ, অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চরণে কৃতজ্ঞতা জানাবার সত্যই আমার ভাষা নেই! তিনি আমার বহুদিনের আশা এবং উদ্যমকে সার্থক ক'রেছেন। কিন্তু তিনি শুধু আমারই কৃতজ্ঞতাভাজন নন্! তিনি সারা বিষ্ণুপুর, তথা সমগ্র হিন্দুজাতির ধন্যবাদের পাত্র! তিনি বিষ্ণুপুর—তথা সমগ্র হিন্দুজাতির ইতিহাসের এক অতুলনীয় আদর্শে সমুজ্জল সত্যকে লোকচক্ষে প্রকাশ ক'রতে ব্রতী হ'য়েছেন। এরপর আমি নাট্যকার হিসাবে আমার শ্রদ্ধানত অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই—আমার এই "পতিঘাতিনী সতীকে" নাটক হিসাবে ত্রুটি শূন্য ক'রবার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছেন—সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ফণী ভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু নির্ম্মল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, তথা কালীতলা বান্ধব নাট্য সমাজের সমস্ত সভ্যবৃন্দকে! ইতি—

১২ই অগ্রহায়ণ।
১৩৫৬ সাল।

বিনীত—
নাট্যকার।

— মল্লভূম —

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভ এই রাজ্যের
প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে ইং ্যাত। ৬৯৪
খৃষ্টাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ে প্রতিষ্ঠা ক'রে
যান,—তার নাম 'মল্লাব্দ'। বর্ত ২৫৬ 'মল্লাব্দ'
চ'লছে। পূর্ব্বে কোতুলপুর, হ'য়ে হাওড়া;
পশ্চিমে আদরা; দক্ষিণে খড়গপ াদর নদ পর্য্যন্ত
এর বিস্তৃতি। এই বিস্তীর্ণ রা বিষ্ণুপুর'
এবং এখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃ র অধিবাসীগণ
বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীর তো অগ্নিশিখা দেখে
শারদীয়া মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ এখানের দুর্গ,
বিখ্যাত দল মর্দ্দন কামান এ ক চক্ষে আজও
বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে আছে।

মল্লভূমের নরপতিগণ দুর্দ্ধর্ষ দের রাজত্বকালে
'বিষ্ণুপুর সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিতে মোগল, পাঠান,
মারাঠা ইত্যাদি ইতিহাস প্রসি ার এর সম্পদশ্রী
হরণ ক'রতে এসে মল্লরাজগণের ফিরে যেতে বাধ্য
হ'য়েছে।

এই 'পতিঘাতিনী সতী' দ্বিতীয় রঘুনাথ
সিংহও মল্লভূমের একজন দুর্দ্ধর্ষ ন। এঁর জীবন
বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ, ইনি দিল্লী সমসাময়িক এবং
মল্লভূমের চতুর্পঞ্চাশৎ নরপা ত ১৭১২ এবং
মল্লাব্দ ১০০৮ হইতে ১০১৮ বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ
পূর্ব্ব সীমান্তের বিশাল জলাশ র কীর্ত্তি ঘোষণা
ক'রছে। ইতি—১৩৫৭ সাল

বিনীত—

ট্যকার।

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারীগণ।

অধ্যক্ষ —	শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
প্রযোজক রূপদাতা } —	শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
মঞ্চশিল্পী —	শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
পরিচালক —	শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়।
সুর ও নৃত্যশিল্পী —	শ্রীবিভূতি ভূষণ গোস্বামী। (মাষ্টার হাবু)।
বংশীবাদক —	শ্রীনিমাই চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
অন্যান্য যন্ত্রীগণ —	শ্রীবিভূতি ভূষণ গোস্বামী। শ্রীঅনাথ বন্ধু কীত। শ্রীতুলসী রুদ্র। শ্রীঅধীর মোহান্ত। শ্রীহেমচন্দ্র দাস। শ্রীসুধাকর দাস।

শিল্পীসংজ্ঞা

মদনমোহন ও কিষণ্	—	কুমারী মুকুলরাণী বিশ্বাস।
রঘুনাথ সিংহ	—	শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় (চিত্রাভিনেতা)।
গোপালসিংহ	—	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়।
শ্যামসিংহ	—	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
কমলসিংহ	—	শ্রীমদন চন্দ্র খাঁ।
দেবলসিংহ	—	শ্রীনিমাই চন্দ্র খাঁ।
সদানন্দদেব	—	শ্রীরামশরণ মুখোপাধ্যায়।
শোভাসিংহ	—	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
রহিম খাঁ	—	শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
জঙ্গী খাঁ	—	শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
ইব্রাহিম্	—	শ্রীসুধীর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মামুদ খাঁ	—	শ্রীবঙ্কুবিহারী পাত্র।
মহম্মদ খাঁ	—	শ্রীহীরালাল সিংহ।
১ম সামন্ত	—	শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
২য় সামন্ত	—	শ্রীবিশ্বরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
হিন্দু সৈন্য ও সাংবাদিক	—	শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য্য।
চারণ ও পথিক	—	শ্রীগুইরাম সেন।

বিষ্ণুপুরের প্রজাগণ		শ্রীঅবিনাশ মুখোপাধ্যায়।
		শ্রীমানিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
		শ্রীকেদার নাথ বীট্।
		শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বীট্।
		কুমারী সুধারাণী দেবী।
মৃন্ময়ী	—	শ্রীবৈদ্যনাথ বীট্।
চন্দ্রপ্রভা	—	শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
শান্তিপ্রভা	—	শ্রীগৌর গোপাল দে।
লালবাঈ	—	শ্রীরামেশ্বর দে।
দরিয়া	—	শ্রীনিতাই চন্দ্র খাঁ।
পরিচারিকা	—	শ্রীবৈদ্যনাথ বীট্।
সখীগণ	—	শ্রীসুধীর কুমার দে।
		শ্রীনিতাই রজক।
		শ্রীমথুর দত্ত।
		শ্রীদুর্গাদাস সেন।
		শ্রীঅশ্বিনী দাস।
		শ্রীশিব দাস।
		শ্রীকুচিল ধীবর।

চরিত্র ও পরিচয়।

পুরুষ ঃ

মদনমোহন	...	দেবতা।
কিষণ	...	ঐ (ছদ্মবেশী মদনমোহন)
রঘুনাথসিংহ	...	বিষ্ণুপুরের মহারাজা।
গোপালসিংহ	...	ঐ কনিষ্ঠ সহোদর।
শ্যামসিংহ	...	ঐ সেনাপতি।
কমলসিংহ, দেবলসিংহ	...	ঐ সামন্তদ্বয়।
সদানন্দদেব	...	সন্ন্যাসী।
শোভাসিংহ	...	চেৎবরদার অধীশ্বর।
রহিম খাঁ	...	পাঠান দলপতি।
জঙ্গী খাঁ	...	ঐ শ্যালক।
ইব্রাহিম্	...	লালবাঈয়ের ভৃত্য।

মহম্মদ খাঁ, মামুদ খাঁ, (পাঠান সৈন্যদ্বয়) হিন্দু সৈন্য, সাংবাদিক, চেৎবরদার সামন্তগণ, বিষ্ণুপুরের অন্যান্য সামন্তগণ, রক্ষীগণ, চারণগণ, পথিক ইত্যাদি।

স্ত্রী ঃ

মৃন্ময়ী	...	বিষ্ণুপুরের অধীষ্ঠাত্রী দেবী
চন্দ্রপ্রভা	...	শোভাসিংহের কন্যা। (বিষ্ণুপুরের মহারাণী)
শান্তিপ্রভা	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রী।
লালবাঈ	...	রহিম খাঁর বেগম।
মরিয়া বিবি	...	ঐ বাঁদী।

বনদেবী, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চেৎবরদা রঘুনাথ সিংহের শিবির।

মঞ্চে যবনিকা প'ড়ে থাকবে, নেপথ্যে সামরিক বাদ্যধ্বনি, কামানগর্জ্জন,
কোলাহল ও বিজয়ী সৈন্যদের জয়োল্লাস হবে।

জয়োল্লাস। জয় মহারাজ রঘুনাথ সিংহের জয়! জয় মহারাজ রঘুনাথ
সিংহের জয়! জয় মহারাজ রঘুনাথ সিংহের জয়!

পরে মঞ্চের যবনিকা উঠবে। দেখা যাবে রঘুনাথ সিংহের শিবির।
রাজাসন শূন্য, উভয় পার্শ্বে শ্যামসিংহ ও বিষ্ণুপুরের অন্যান্য
সামন্তগণ এবং তার সম্মুখভাগে একপার্শ্বে চেৎবরদার
সামন্ত নৃপতিগণ বন্দী অবস্থায় নতমস্তকে দণ্ডায়মান।
অপর পার্শ্বে বিষ্ণুপুরের চারণগণ ও সবার
পুরোভাগে সশস্ত্র রক্ষীগণ দণ্ডায়মান।
যবনিকা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হবে
চারণদের গান।

গীত।

চারণগণ।

বিষ্ণুপুরের পুরুষসিংহ
মল্লভূমির মল্লবীর!
চেৎবরদার ভয়াল শৌর্য্যে,
করিয়াছ (আজি) অবনত শির॥
ঘোষিছে বিজয় ঐ
বাজিয়া রণ দুন্দুভি,
গাহি মোরা জয়গান
মুগ্ধ চারণ কবি!

জয়তু মোদের হে গৌরব রবি,
আশীষ লহ সারা মল্লভূমির॥

গীতান্তে চারণগণের প্রস্থান। নেপথ্যে সামরিক বাদ্যধ্বনি, তোপধ্বনি ও বিজয়ী সৈন্যদের জয়োল্লাস।

জয়োল্লাস। জয় মহারাজ রঘুনাথ সিংহের জয়! জয় মহারাজ রঘুনাথ সিংহের জয়!

(সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথসিংহ ও গোপালসিংহ প্রবেশ ক'রলেন। বন্দী সামন্তগণ ব্যতীত সকলেই ক'রলে তাদের অভিবাদন)

রঘু। (উপবেশনান্তে) শ্যামসিংহ, এঁরাই কি এই চেৎবরদার সামন্ত নৃপতি?

শ্যাম। হ্যাঁ মহারাজ।

রঘু। ওঁদের মুক্ত ক'রে দাও।

(শ্যামসিংহ বন্দী সামন্তদের মুক্ত করে দিলেন)

যান্—মুক্ত আপনারা, স্বাধীন আপনারা! আমি স্বাধীনতার উপাসক; তাই কারও স্বাধীনতা হরণ ক'রতে আমি চাই না। আমার অধীনে যে সামন্তেরা আছেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় আমার অধীনতা স্বীকার ক'রেছেন। শাসনে নয়, সৎব্যবহারে আমি তাঁদের অন্তর জয় ক'রেছি। কিন্তু এই চেৎবরদা আক্রমণ ক'রতে আমি বাধ্য হ'য়েছি, চেৎবরদাপতির কুটিল চক্রান্তের জন্য। আপনারাও বোধ হয় জানেন যে চেৎবরদাপতি শোভাসিংহ, রহিম খাঁ নামে এক ধূর্ত্ত পাঠান দলপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে অতর্কিতে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করবার আয়োজন ক'রছিলেন।

১ম সামন্ত। শুধু জানি নয় মহারাজ; অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তারই আয়োজনের জন্য আমাদেরও এই চেৎবরদায় আসতে হ'য়েছে।

২য় সামন্ত। কিন্তু ভগবানের অসীম করুণা! তার সেই শয়তানী

সংকল্প পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই, আপনাদের অতর্কিত আক্রমণে তার সেই পাপের উচিত শাস্তি হ'য়েছে! এরজন্য আমরা দুঃখিত নই মহারাজ; অত্যন্ত আনন্দিত! মহানুভব মহারাজ, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমারাও আপনার মহানুভবতার কাছে পরাজিত হ'য়ে আপনার অধীনতা স্বীকার ক'রলুম।

রঘু। আপনাদের এই ব্যবহারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত! যান্ আপনারা এবার বিশ্রাম করুন গে।

সামন্তদ্বয়। জয় মহারাজ রঘুনাথসিংহের জয়! জয় মহারাজ রঘুনাথ সিংহের জয়! (প্রস্থান)

রঘু। শ্যামসিংহ! শোভাসিংহ আর সেই ধূর্ত্ত পাঠান রহিম খাঁ বন্দী হয়নি?

শ্যাম। না মহারাজ। জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই তাদের সাক্ষাৎলাভের সুযোগ আমাদের হয়নি।

রঘু। আশ্চর্য্য! কোথায় সেই শয়তানেরা আত্মগোপন ক'রলে!

শ্যাম। কিছুই বুঝতে পারছি না মহারাজ। আমাদের অতর্কিত আক্রমণে সমস্ত চেৎবরদা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত! শেষ আশা— শোভাসিংহের দুর্গ মধ্যে যদি তারা আশ্রয় নিয়ে থাকে।

রঘু। অসম্ভব নয়। কিন্তু সে সংবাদও এখন সময় সাপেক্ষ। দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ না করা পর্য্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না।

শ্যাম। কিন্তু আত্মসমর্পণ তাদের ক'রতেই হবে মহারাজ! সামন্ত কমলসিংহের গোলন্দাজবাহিনীর মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ, শীঘ্রই তাদের আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য ক'রবে!

(এমন সময় নেপথ্যে পুনরায় তোপধ্বনি, সামরিক বাদ্য ও সৈন্যদের জয়োল্লাস শ্রুত হইল। এবং পরক্ষণেই কমলসিংহ প্রবেশ করিয়া রঘুনাথসিংহকে অভিবাদন করিলেন)

রঘু। এই যে কমলসিংহ! সংবাদ কি?

কমল। সংবাদ সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয় মহারাজ। শেষ রাত্রে দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ ক'রেছে; চেৎবরদার সৈন্য, সেনাপতি সকলেই আমাদের বন্দী, কোষাগার অস্ত্রাগার সব আমাদের করায়ত্ত! কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন! সেই শয়তান শোভাসিংহ আর ধূর্ত্ত পাঠান রহিম খাঁয়ের কোন সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।

(দেবলসিংহের প্রবেশ)

দেবল। সংবাদ পাওয়া গেছে কমলসিংহ।

গোপাল। কোথায় দেবলসিংহ?

রঘু। সেই শয়তানদের বন্দী করা হ'য়েছে?

দেবল। না মহারাজ—ততদূর কৃতকার্য্য হ'তে পারিনি। সংবাদ পেলেও, তাদের সাক্ষাৎলাভের সুযোগ এখনও হয়নি। বহু অনুসন্ধানের পর দূরবর্ত্তী এক গ্রামের কয়েকজন অধিবাসীর কাছে শুনলুম, কোথাকার এক নবাব তাদের গ্রামে সসৈন্যে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে গিয়ে দেখলুম, তার পূর্ব্বেই সেখান থেকে তারা চ'লে গেছে।

শ্যাম। কিন্তু রহিম খাঁ বা শোভাসিংহ না হ'য়ে, তারাত পলায়নপর পাঠান সৈনিকও হ'তে পারে দেবলসিংহ?

দেবল। না, গ্রামবাসীদের কাছে যতদূর বুঝলুম; শুধু সৈনিক নয়। তাদের মধ্যে ছিল শোভাসিংহ, রহিম খাঁ এবং শিবিকা মধ্যে তার বেগমসাহেবা লালবাঈ। আর তাদের রক্ষক, অনুমান দুই সহস্র পাঠান সৈনিক।

(সদানন্দদেবের প্রবেশ)

সদা। কোন দিক্ লক্ষ্য ক'রে তারা গেছে দেবল?

দেবল। মনে হয় দক্ষিণ দিকে দেব। তাম্রলিপ্তের সমুদ্রতীর অভিমুখে।

সদা। না, মাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। (রঘুনাথসিংহের প্রতি) বৎস, গৃহ আমাদের অরক্ষিত, শত্রু নিরুদ্দিষ্ট। বিপদ আসতে বেশী দেরী হয়না। এখানের অসমাপ্ত কাজ শেষ ক'রবার জন্য উপযুক্ত নায়কের হাতে উপযুক্ত শক্তি দিয়ে, আজই আমাদের বিষ্ণুপুর রওনা হ'তে হবে।

রঘু। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু এখানে কে থাকবে গুরুদেব? যেরূপে হোক, সেই শয়তানদের বন্দী করা চাই-ই।

কমল। যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহ'লে আমিই প্রার্থনা করি মহারাজ ঐ গুরুভার।

রঘু। উত্তম! তোমার প্রার্থনা আমরা পূর্ণ ক'রলুম। কত সৈন্য, আর সহকারী কাকে চাও কমলসিংহ?

কমল। দাতা দান ক'রবেন—সে বিচার তাঁর। আমি শুধু জানি, জীবনের শেষ স্পন্দনটুকুও বর্ত্তমান থাকতে—আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা হবেনা।

সদা। উত্তম! সেনাপতি শ্যামসিংহ, কুমার গোপালসিংহ, আমি, আর মহারাজ, কতকাংশ বাহিনী নিয়ে আজই আমরা বিষ্ণুপুর যাত্রা ক'রব। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তোমরা থাকবে এখানে। এখন চল বৎস, চেৎবরদা রাজভাণ্ডারের অমূল্য সামগ্রী তার দেব বিগ্রহ, বিখ্যাত দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ইত্যাদি সংগ্রহ করিগে।

রঘু। চলুন। (সদানন্দদেব সহ প্রস্থান)

গোপাল। কিন্তু সাবধান কমলসিংহ! অলসতা বা ভীরুতা বশতঃ, আমাদের সব আশা যেন নির্ম্মূল ক'রনা।

কমল। যে গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রেছি, তা যদি সুসম্পন্ন ক'রতে পারি, তবেই সগৌরবে বিষ্ণুপুরের বুকে ফিরে যাব! নয় এই চেৎবরদাতেই রচিত হবে আমাদের সমাধিক্ষেত্র! (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দিরাভ্যন্তর।

বিগ্রহ সম্মুখে চন্দ্রপ্রভা শায়িতা। শান্তিপ্রভার প্রবেশ।

শান্তি। দিদি!

চন্দ্র। কে? শান্তি? (উপবেশনান্তে) কি বলছিস্ বোন্?

শান্তি। এমনভাবে আর কতদিন এখানে প'ড়ে থাকবে দিদি?

চন্দ্র। যতদিন ঐ দেবতার প্রত্যাদেশ না পাব।

শান্তি। ও আশা তুমি ত্যাগ কর দিদি। ও দেবতা আমাদের নির্ম্মম, মূক্, পাষাণ!

চন্দ্র। হোন মূক্, হোন নির্ম্মম-পাষাণ। এতদিনের এত সেবা, এত ভক্তি, বিশ্বাস, সবই ব্যর্থ হবার নয় শান্তি। ঐ পাষাণকে আমি গলাব, ঐ মূকের মুখে আমি ভাষা ফোটাব। আর তা যদি না পারি, তাহ'লে এইখানেই এই দেহ, ঐ পাষানের মত হবে প্রাণহীণ! লক্ষ্মী বোনটী আমার, যা, ঘরে যা!

শান্তি। ঘরে গিয়ে যে আমি থাকতে পাচ্ছিনা দিদি। তোমার এই অবস্থা যে আমায় আকুল ক'রে এখানে টেনে নিয়ে আসছে।

(কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল)

চন্দ্র। হোক্! তবুও তুই যা, আমায় একাগ্রতা আনতে দে। (সাশ্রুনেত্রে শান্তির প্রস্থান)। ঠাকুর, ঠাকুর, অনাহারে অনিদ্রায় তোমার দ্বারে প'ড়ে আছি! পিতা নিরুদ্দিষ্ট, চেৎবরদা শত্রু হস্তগত। ওগো দেবতা, সত্যই কি মূক্, প্রাণহীণ তুমি? সত্যই কি কহিবে না কথা? দেবে না শান্তনা অসহায়া সেবিকারে তব? বুঝেছি; পাষাণ—সত্যই তুমি নির্ম্মম পাষাণ। ভক্তের নির্য্যাতনই বাসনা তোমার। বেশ—তাই হোক। তোমার প্রত্যাদেশ আশায় আর কিছুক্ষণ করিব অপেক্ষা। তারপর নিজ

রক্তে সিক্ত করি তোমার ঐ তব পূজাবেদী মূল, নিভাইব এ তাপ দগ্ধ অন্তরের জ্বালা! (পুনরায় শয়ন করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন। ইত্যবসরে শান্তিপ্রভার পুনঃ প্রবেশ)

শান্তি। দিদি, দিদি, আর একটি বার তোমায় বিরক্ত ক'রতে এলুম। দিদি! (চন্দ্রপ্রভার নিকট উপবেশন) ঘুমিয়েছ? আচ্ছা থাক্ এখন আমি চললুম। (প্রস্থান)।

(চন্দ্রপ্রভা তন্দ্রাঘোরে আবছায়া দেখতে পাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছধারী জ্যোতির্ম্ময় কিশোর মূর্ত্তি)

চন্দ্র। (তন্দ্রাজড়িত স্বরে) কে—কে—তুমি শিখিপুচ্ছধারী।

জ্যোতির্ম্ময় সুঠাম কিশোর?
ও—তুমি! ইষ্টদেব? আরাধ্য
মোদের! কি কহিছ প্রভু?
পিতৃবৈরী সাথে মোর, যাবে
বিষ্ণুপুরে? কেন প্রভু? পিতৃ
কর্ম্মদোষে? কিন্তু কর্ম্মের
কর্ত্তাত তুমি নারায়ণ! কেন
পিতারে মোর দুষ্কর্ম্মেতে—
করাইলে রত? কেন তাঁরে
দুষ্টমতি করিলে প্রদান?
কি কহিছ? বিবেক রূপে—
বারে বারে নিষেধ ক'রেছ
তাঁরে, তবু—তাঁর হয়নি
প্রত্যয়? হ'তে পারে। কিন্তু
তার তরে শাস্তি তার দেবে
আমাদেরে? না না ও ইচ্ছা
পরিত্যাগ কর ইচ্ছাময়!

সর্ব্বহারা ক'রনা মোদের।
কি কহিছ? তব সাথে
যাইতে সেথায়? আজিও
শূন্য আছে বিষ্ণুপুর
রাজ অন্তপুর!
(উপবেশনান্তে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া)
একি? কোথা তুমি? কেন
প্রভু হইলে নীরব? এইত
কহিলে কথা। কি কহিলে
মোরে? যেতে হবে বিষ্ণুপুর
রাজ অন্তপুরে? কিসের
ইঙ্গিত এ? ঠাকুর, ঠাকুর,
এই স্বপ্নাদেশই কি হবে
সত্যে পরিণত?

(এমন সময় সদানন্দদেব ও রঘুনাথ সিংহ প্রবেশ করিয়া বিগ্রহকে প্রণামান্তে সশ্রদ্ধচিত্তে বিগ্রহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন)

চন্দ্র। (স্বগত) সৌম্য, শান্ত, কান্তিময় যুবা; নিবদ্ধ দৃষ্টি বিগ্রহের পানে। কে এ সুন্দর পুরুষ?

সদা। কে তুমি মা? এই মন্দিরের পুরোহিত কোথায়?

চন্দ্র। আপনাদের পরিচয় না পেলে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারব না।

সদা। হ্যাঁ সেত কর্ত্তব্যই মা। ইনি বিষ্ণুপুরের মহারাজা বিজয়ী রঘুনাথ সিংহ; আর আমি একজন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। এবার বল মা।

চন্দ্র। বলব। কিন্তু তার পূর্ব্বে আরও একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এই দেব মন্দিরে আপনারা কি জন্য এসেছেন?

সদা। বিজয়ী রাজা, বিজেতার ভাণ্ডারে যে জন্য আসেন। লুণ্ঠন ক'রতে।

চন্দ্র। লুণ্ঠন ক'রতে! এই দেবমন্দিরে আপনারা কি লুণ্ঠন ক'রবেন?

সদা। কেন? ঐ দেবতা। (সদর্পে শান্তিপ্রভার প্রবেশ)

শান্তি। সাবধান! আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমরা তা হ'তে দোবনা!

সদা। কেন বাধা দিচ্ছ মা? এত এখন আর তোমাদের সামগ্রী নয়; এযে এখন বিজয়ীর সম্পদ।

শান্তি। হোক্ বিজয়ীর সম্পদ। তবুও আমরা জীবিত থাকতে, আমাদের ইষ্টদেবতাকে, দস্যুর লুণ্ঠন সামগ্রীর মত নিয়ে যেতে দোবনা! যে শক্তির বলে আপনারা বিজয়ী; যান্—সেই শক্তি নিয়ে আসুন। নিরস্ত্র অবস্থায় কখনও লুণ্ঠন হয়না! হয় ভিক্ষা।

রঘু। উত্তম! ভিক্ষাই চাইছি দেবী।

শান্তি। সে দেওয়াও দাতার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। এ ভিক্ষা আমরা দোবনা। এই আমি বিগ্রহ আটকে রইলুম; শক্তি থাকে এগিয়ে আসুন।

রঘু। তাহ'লে বাধ্য হ'য়েই আমাদের বল প্রয়োগ ক'রতে হবে।

শান্তি। হ্যাঁ আমরাও তাই চাই। অস্ত্র হানুন, আমাদের হত্যা করুন; তারপর বিগ্রহে হাত দেবেন।

সদা। যে অস্ত্রে হত্যা হয়, সে অস্ত্রত আমারা আনিনি মা। ওঁকে বন্দী করবার অস্ত্র—ভক্তি, প্রেম, নিষ্ঠা; আমরা তাই নিয়েই এসেছি। এতেত হত্যা করা যাবেনা মা।

চন্দ্র। বাধা দিস্‌নে শান্তি, বিগ্রহ ছেড়ে দে। ও বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবার বস্তু নয় বোন। যে বাঁধনে ও বাঁধা ছিল; সে বস্তু আজ চেৎবরদা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ওঁর চিরচঞ্চল মন, আজ বাঁধনহারা।

শান্তি। এ তুমি কি বলছ দিদি! ওকে ছেড়ে দিয়ে আমরা থাকব কেমন ক'রে?

চন্দ্র। না পারিস্, ওঁর সঙ্গে চল্।

শান্তি। তুমি কি পাগল হ'লে দিদি? মহারাজ শোভাসিংহের—

চন্দ্র। চুপ্! পাগল আমি হইনি, পাগল হ'য়েছিস্ তুই! আর আমাদের আভিজাত্যের গর্ব্ব ক'রবার আছে কি? চেৎবরদার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সব চ'লে গেছে। শৈশবে মাতৃহীন হ'য়েছি; সংসারের মধ্যে, একমাত্র অবলম্বন ছিলেন বাবা। তিনিও এখন নিরুদ্দিষ্ট। আর আমাদের কিসের সম্মান, কিসের বন্ধন? এখন আর আমি রাজকন্যা নই, তুই রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রী ন'স্। এখন আমরা শুধু ওঁর সেবিকা। এখন উনিই আমাদের সম্মান, গৌরব, উনিই আমাদের সব।

সদা। তাহ'লে তুমি মহারাজ শোভাসিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভা? আর ঐ কিশোরী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী?

চন্দ্র। হ্যাঁ বাবা। আপনারা যদি বিগ্রহ নিয়ে যেতে চান্, তাহ'লে ওঁর সঙ্গে আমাদেরও নিয়ে যেতে হবে। ঐ দেবতা আমাদের প্রাণ। ওঁকে ছেড়ে, এক মুহূর্ত্তও আমরা থাকতে পারব না।

সদা। বেশত মা, এত অতি আনন্দের কথা! তাহ'লে তোমরা প্রস্তুত হও। বিগ্রহাদি নিয়ে যাবার জন্য আমরা পুরোহিতকে আদেশ দিইগে। এস বৎস, এবার আমাদের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে যেতে হবে। (রঘুনাথ সহ প্রস্থান)।

শান্তি। এ তুমি কি ক'রলে দিদি?

চন্দ্র। ঠিকই ক'রেছি বোন্। এ বিজেতার সম্পদ, বিজয়ী নিয়ে যাবেই! মাঝখান হ'তে আমরা কেন আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে হারাই। আর দ্বিরুক্তি করিসনে শান্তি, যা—আমাদের যাবার আয়োজন ক'রগে। (নীরবে শান্তির প্রস্থান)। ঠাকুর ঠাকুর, এই সংসার সমুদ্রে এখন তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা! দেখো প্রভু

আমাদের অকূলে ভাসিয়ে দিওনা! বাবা, বাবা, জানি না আজ তুমি কোথায়; জানিনা, আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা! যেখানেই থাক, তোমার অভাগিণী কন্যার অপরাধ নিওনা বাবা! চেংবরদা, সুখ, দুঃখের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত আমার সোনার জন্মভূমি! হয়ত আর কোনোদিন তোমার কোলে ফিরে আসব না। গ্রহণ কর মা, তোমার অভাগিণী কন্যার বিদায় প্রণাম। (জন্মভূমির উদ্দেশ্যে প্রণাম)।

তৃতীয় দৃশ্য।

রহিম খাঁর শিবির।

দৃশ্য :—রহিম খাঁ, শোভাসিংহ, ও জঙ্গী খাঁ উপবিষ্ট।

রহিম। গতবার বহু চেষ্টার পর আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তাদের একাংশ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে চ'লে এসেছি। কিন্তু তাই ভেবেত তারা নিশ্চেষ্ট থাকবে না মহারাজ। তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ করবার জন্য, হয়ত তারা আমাদের খোঁজ ক'রছে।

শোভা। তার জন্যেইত আপনার প্রতি আমার অনুরোধ; নিত্য এই হীনতা স্বীকার ক'রে, স্থান হ'তে স্থানান্তরে পলায়ণ করা আর চ'লবেনা। ভেবে দেখুন, আপনি পাঠান। যে জাতি, কোন্ সুদূর হ'তে এসে, নিজের বাহুবলে এখানে একদিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছে, যে বীর জাতির পায়ে, একদিন সমগ্র ভারত অবনত হ'য়েছে—সেই জাতির বংশধর আপনি, সেই বীর শোণিত আপনার ধমনীতে প্রবাহিত!

রহিম। কি ব'লতে চান্ আপমি মহারাজ?

শোভা। কি ব'লতে চাই, এখনও জিজ্ঞাসা ক'রছেন! যুদ্ধ—যুদ্ধ ক'রব!

ভীরু ফেরুর মত স্থান হ'তে স্থানান্তরে পলায়ন না ক'রে এই দ্বাদশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আমি বিপক্ষবাহিনী আক্রমণ ক'রতে চাই।

রহিম। এযে দুঃসাহসিকতা মহারাজ। এ অপরিনামদর্শিতা আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তির শোভা পায়না। এই মুষ্টিমেয় শক্তি নিয়ে বিশাল বিপক্ষ বাহিনীকে পরাজিত করা কি সম্ভব হবে? শত্রু এখন দ্বিগুণ বলে বলীয়ান! একদিকে জয়োল্লাস, অন্যদিকে আপনার কোষাগার-অস্ত্রাগার সব তাদের করায়ত্ত। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। প্রয়োজন মত শক্তি সঞ্চিত হ'লেই, বিপুল বিক্রমে শত্রু বাহিনী আক্রমন ক'রে, এর সুদ্ সমেত শোধ ক'রে নোব!

(উর্দ্ধশ্বাসে মহম্মদ খাঁর প্রবেশ)

মহম্মদ। জনাব জনাব সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! অসংখ্য শত্রু সৈন্য আমাদের দিকে এগিয়ে আস্ছে।

রহিম। শত্রু সৈন্য এগিয়ে আস্ছে?

মহম্মদ। হ্যাঁ জনাব। শীঘ্র প্রতীকারের উপায় করুন।

রহিম। প্রতীকার—প্রতীকার! (চিন্তিতচিত্তে পদচারণ) উত্তম! সৈন্যদের আদেশ দাও, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে, তারা তার বিপরীত দিকে হটতে আরম্ভ করুক।

মহম্মদ। কোন দিকে হটবে জনাব? পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর তিন দিক হ'তেই তারা অভিযান আরম্ভ ক'রেছে।

রহিম। তিনদিক হ'তেই? সর্ব্বনাশ! দক্ষিণে দরিয়ার দিগন্তব্যাপী পানি। না আর উপায় নেই! পলায়নের পথ চারিদিক হ'তেই অবরুদ্ধ। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল মহারাজ; চলুন সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিগে। নসীবে যা আছে, তাই হ'য়ে যাক্।

(জঙ্গী খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

জঙ্গী। (সত্রাসে) ওরে বাবা, আবার যুদ্ধ! না—বোনাই সাহেবের সঙ্গে বাংলা মুলুকে এসে ভাল করিনি! যাক্—ভাগ্যিস্ সেদিন তবু সেই হিন্দু ফকিরের মেটে রংয়ের আলখাল্লাটা যোগাড় ক'রে রেখেছি, তাই রক্ষে! এখন সেইটে প'রে হিন্দু সেজে স'রে পড়ি। নৈলে আজ আর কারও রক্ষা নেই বাবা! সব যাবে! (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থলের একাংশ।

দৃশ্য:—চারিদিকে মৃতদেহ ও ভগ্ন অস্ত্রাদি পতিত। নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও কোলাহল। এমন সময় পূর্ব্ব দৃশ্যের পরিচ্ছদের ওপর গৈরিক রংয়ের আলখাল্লা পরিহিত জঙ্গী খাঁর প্রবেশ।

জঙ্গী। যাক্—আর আমায় পায় কে? একেবারে সাজ বদ্‌লে ফেলেছি। এখন নিজেই নিজেকে চেনা যাচ্ছে না। (নিজেকে দেখিয়া) বাঃ—কি চমৎকার মানিয়েছে! ভাগ্যিস্ নিজে মুসলমান; নৈলে হিন্দু হ'লে, সেলাম ক'রে এতক্ষণ নিজেই নিজের পায়ের ধুলো নিতুম। কিন্তু এখন যাই কোন্ দিকে? চারিদিকেই যে বেজায় যুদ্ধ চ'লছে। তবে এ দিকটায় কিছু কম মনে হ'চ্ছে যেন; এদিকেই যাওয়া যাক্।

(কিয়দ্দুর অগ্রসর ও সেইদিক্ হ'তে অসংখ্য কামান গর্জ্জন; ও তৎশ্রবণে সভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া) ওরে বাবা—মরেছি! (কম্পন) উঃ— ব্যাটারা যেন তাগ্ ক'রে ব'সেছিল; দুপা এগুতে না এগুতেই গুড়ুম! না আর ওদিকে যাচ্ছি না! কিন্তু এদিকেও যে তাই। হায় হায় হায় হায় এসময় যদি দুটো ডানা থাক্‌ত; তাহ'লে আর ভয় করতে হ'তনা; দিব্যি উড়ে চ'লে যেতুম। ওঃ—

খোদা, মানুষের ডানা না ক'রে কি ভুলইনা তুমি ক'রেছ; আমি উড়তে পাচ্ছিনা! (জনৈক হিন্দু সৈন্যের প্রবেশ)।

সৈন্য। এই যে ওড়াচ্ছি।

জঙ্গী। (স্বগত) এঁ্যা—ওরে বাবা! না না ভয় ক'রলে চলবে না (প্রকাশ্যে) তা—কে বাবা তুমি? কিছু বলছ কি?

সৈন্য। বলছি তুই কে?

জঙ্গী। এ্যা—একেবারে তুই? ছে ছে ছে ছে দেখতে পাচ্ছিস্ না আমি একজন হিন্দু ফকির? নে নে সেলাম কর, সেলাম কর, পায়ের ধুলো নে। (সৈন্যের দিকে পা আগাইয়া দেওয়া)

সৈন্য। তবে রে শয়তান! বদ্মায়েসী! সংসাজা হ'য়েছে।

(জঙ্গী খাঁকে তরবারী দিয়া আঘাত করিতে উদ্যত, ও নেপথ্য হইতে গুলিবিদ্ধ হইয়া পতন। উঃ—!! (মৃত্যু))।

জঙ্গী। উঃ—বড় বেঁচে গিয়েছি, না বাবা আর সংসাজায় দরকার নেই। এখন সাজ বদ্‌লে মরার সঙ্গে মরা হ'য়ে পড়ে থাকি। তারপর যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে এখান থেকে সরে পড়া যাবে।

(আলখাল্লা খুলিয়া মৃত সৈনিকদের মধ্যে মৃতের মত বিকৃত মুখে শয়ন। ও নেপথ্যে পুনরায় কামান গর্জ্জন)।

বহুকণ্ঠে। (নেপথ্যে) জয় মহারাজ রঘুনাথসিংহের জয়। জয় মহারাজ রঘুনাথসিংহের জয়!

(রক্তাক্ত কলেবর শোভাসিংহের প্রবেশ)

শোভা। না—জয়ের আশা আর নেই! এখন পলায়নই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। তারপর ভগবান যদি কখনও সুদিন দেন; তাহ'লে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নোব! (প্রস্থান)

কমলসিংহ। (নেপথ্যে) শোভাসিংহ পলায়িত! পশ্চাদ্ধাবন কর; যেমন ক'রে হোক তাকে বন্দী করা চাই-ই।

(রক্তাক্ত কলেবর রহিম খাঁর প্রবেশ)

রহিম। শোভাসিংহ পলায়িত! বেইমান, ভীরু, কাফের! এই পক্তি আর সাহস নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আমায় উত্তেজিত ক'রছিলে! ধিক্ ধিক্ জীবনে আমার! তোমার মত মনুষ্যত্ব হীন ভীরুর পাপ সাহায্য গ্রহণ ক'রেছিলুম! কিন্তু দেখুক দুনিয়া; পাঠান প্রাণ দেয়, তবু পলায়ন করেনা! স্বার্থপর, বিলাসী, অকর্ম্মন্য বাঙ্গালীর মত ভীরু নয় তারা! হে আমার পাঠান বন্ধুগণ, এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে যেখানে আছ, ইরম্মদ তেজে কাফের বাহিনীকে আক্রমণ কর! শয়তানদের ধ্বংস কর!! ধ্বংস কর!

(প্রস্থানোদ্যত ও সম্মুখভাগে কমলসিংহের প্রবেশ)

কমল। কোথায় যাও রহিম খাঁ? যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে। এখন তুমি আমাদের বন্দী।

রহিম। কারসাধ্য রহিম খাঁকে জীবিত অবস্থায় বন্দী ক'রে!

কমল। বৃথা এ আস্ফালন তোমার খাঁসাহেব! এখন তোমায় বন্দী ক'রলে—কে রক্ষা ক'রবে? এখন তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় রক্ষাকারী তোমার কেউ নেই। অস্ত্র ধরে কেন মিছে আহত হবে! তার চেয়ে চল, মহারাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে—অক্ষত দেহে মুক্তিলাভ ক'রবে।

রহিম। হঁ্যা—এই যে যাচ্ছি! কাফের, শয়তান!

(অসি নিষ্কাষিত করিয়া কমলসিংহকে আক্রমনোদ্যম, ও নেপথ্য হইতে গুলিবিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া পতন)।

উঃ—!! (পিস্তল হস্তে দেবলসিংহের প্রবেশ)

দেবল। লুণ্ঠন পরায়ন দস্যু! ভেবেছিলে বিষ্ণুপুরের বুকেও তোমার তাণ্ডবলীলা সুরু ক'রবে! কিন্তু তা হলনা, বড় সাধে বাজ পড়ল! বহু স্থান লুণ্ঠন ক'রেছ, বহু নরনারীর সর্ব্বনাশ ক'রেছ! আজ

আজ তোমার অত্যাচারের শেষদিন! যাও দস্যু—মরণের পর-নরকের মাঝে গিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করগে!

রহিম। চোপরাও শয়তান! খুব বীরত্ব দেখিয়েছিস্, খুব ন্যায় যুদ্ধ ক'রেছিস্! জানতুম হিন্দু আর যাই করুক, অন্যায় যুদ্ধ করেনা।

দেবল। আর সেই সাহসেই তোমার অত্যাচারের বিজয় রথ, তাদের বুকের ওপর দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে চালিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প ক'রেছিল!

রহিম। কে তুই?

দেবল। যেই হইনা কেন। ও কথা উচ্চারন ক'রতে তোমার লজ্জা হ'লনা শয়তান? স্মরণ কর চেৎবরদার গুপ্ত মন্ত্রনাকক্ষে কি সাধুবাদ প্রচার ক'রেছিলে! কি মহান প্রবৃত্তি নিয়ে বিষ্ণুপুর ধ্বংসের মহা আয়োজন সুরু ক'রেছিলে! মনে পড়ে শারদীয়া দুর্গোৎসবের সময় আনন্দ কোলাহল মুখরিত উৎসব মত্ত বিষ্ণুপুরের বুকে অতর্কিতে বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার সর্ব্বনাশ ক'রবার হীন সঙ্কল্প?

রহিম। চেৎবরদার মন্ত্রনা কক্ষের গুপ্ত কথা তুমি কেমন ক'রে জানলে?

দেবল। হা হা হা হা—যদি দৃষ্টিশক্তি থাকে, তাহ'লে অবশ্য চিনতে পারবেন জনাব!

রহিম। (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ দেবলসিংহের পানে তাকাইয়া) ও—চিনেছি—চিনেছি! ছদ্মবেশী শয়তান, তুইই তাহ'লে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্! (উত্তেজিত অবস্থায় উঠিতে গিয়া পুনরায় পতন) আঃ—!! জ—ল—এ—ক—ফোঁ—টা—জ—ল!

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল)।

দেবল। এবার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ কর, মৃত্যুদূত তোমার শিয়রে! আর মরনের পূর্ব্বে জেনে যাও শয়তান! হিন্দু এবার নিজের ভ্রম্ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে! পৃথিরাজের জাতির এবার ভুল ভেঙেছে!!

তৃ পা্!!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর দরবার মণ্ডপ।

দৃশ্য :—রঘুনাথসিংহ, গোপালসিংহ, সদানন্দের উপবিষ্ট, শ্যামসিংহ দণ্ডায়মান। নেপথ্য হ'ইতে সামরিক বাদ্য, তোপধ্বনি ও বিজয়ী সৈন্যগণের জয়োল্লাস শোনা গেল।

সৈন্যগণ। (নেপথ্যে) জয় মহারাজ রঘুনাথসিংহের জয়! জয় মহারাজ রঘুনাথসিংহের জয়!

গোপাল। (তোপধ্বনির সঙ্গে বিজয়ী সৈন্যদের জয়োল্লাস! আপনার ধারনাই অভ্রান্ত গুরুদেব! যুদ্ধের ফল সত্যই আশার অতিরিক্ত হ'য়েছে।

শ্যাম। কিন্তু এ অত্যন্ত অন্যায়। এর প্রতিবিধান আবশ্যক। জয়ের আনন্দে তারা এতই মত্ত! যে এখানে একটা সংবাদ দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেনি!

(কমলসিংহের প্রবেশ)।

কমল। জয়ের আনন্দে তারা মত্ত নয় সেনাপতি; নিজের অক্ষমতার জন্য তারা মর্ম্মাহত, ম্রিয়মান!

রঘু। অক্ষমতার জন্য! কমলসিংহ, তাহ'লে কি তোমরা পরাজিত?

কমল। এ আপনার অন্যায় ধারণা! মহারাজ রঘুনাথসিংহের বাহিনী কখনও পরাজিত হ'য়ে ফিরে আসে না। আমরা মর্ম্মাহত অন্য কারণ বশত।

রঘু। অন্য কারণ বশত! সমস্ত অবস্থা যে ক্রমশ গম্ভীর রহস্যময় ক'রে তুলছ! রহিম খাঁ বন্দী?

কমল। না মহারাজ। জীবিত অবস্থায় তাকে নত ক'রতে পারিনি।

রঘু। শত্রু সৈন্য?

কমল। অধিকাংশই নিহত।

রঘু। উত্তম! শোভাসিংহ? তার সংবাদ বললে না কমল?

কমল। ওরই জন্য আমরা মর্ম্মাহত মহারাজ! সে নিরুদ্দিষ্ট। বহু অনুসন্ধানেও তার কোন সংবাদ পাইনি। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবার পরও চেৎবরদার চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ ক'রেছি, সেই ধূর্ত্তকে বন্দী ক'রে, মহারাজ রঘুনাথসিংহের জয়কে সাফল্যমণ্ডিত ক'রবার জন্য। কিন্তু বড় দুঃখ মহারাজ! মৃন্ময়ীমাতা অনুগ্রহ ক'রেও ক'রলেন না! ওরজন্য মহা অপূর্ণতা রয়ে গেল।

রঘু। দুঃখিত হ'য়োনা কমলসিংহ! তাঁর কাজ তিনিই ক'রবেন। আর কোন সংবাদ আছে কমল?

রহিম। আছে মহারাজ। রহিম খাঁর শিবির লুণ্ঠন ক'রে, পেয়েছি আমরা এক অপূর্ব্ব সম্পদ!

সদা। অপূর্ব্ব সম্পদ! কি সে বস্তু কমলসিংহ? যা মহারাজ রঘুনাথ সিংহের কাছে অপূর্ব্ব সম্পদরূপে গণ্য হ'তে পারে?

কমল। মহারাজ অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়। সেইজন্য সেখান হ'তে আমরা নিয়ে এসেছি, রহিম খাঁর বেগমসাহেবা সঙ্গীত নিপুনা রূপসী লালবাঈকে।

সদা। লালবাঈকে!! আশ্চর্য্য! কুলললনাকে বন্দী ক'রে প্রকাশ্য রাজসভায় নিয়ে এসেছ কমলসিংহ?

কমল। এতে আশ্চর্য্যের কি আছে দেব? বিজেতার সমস্ত সম্পদইত বিজয়ীর অধিকার ভুক্ত।

সদা। সত্য। কিন্তু তবুও এযে আমি বিশ্বাস ক'রতে পাচ্ছিনা। কমল, তোমার চরিত্রত আমি অবিদিত নই।

কমল। (স্বগত) বুঝেছি, ন্যায়ের চক্ষে এ আমার অপরাধ! কিন্তু তবুও সে অপরাধ হ'তে অব্যাহতি লাভের জন্য সত্যাশ্রয়ী কমল

সিংহ, মিথ্যার আশ্রয় নেবেনা। (প্রকাশ্যে) বেগমসাহেবা!

(দরিয়ার প্রবেশ)।

দরিয়া। প্রকাশ্য রাজসভায় বেগমসাহেবার অপমান ক'রবেন না মহারাজ। শুনেছি মহারাজ রঘুনাথসিংহ গুনের আকর! সে বিশ্বাস আমাদের নষ্ট ক'রবেন না বিজয়ীবীর।

রঘু। আপনিই বেগমসাহেবা?

দরিয়া। না মহারাজ। আমি তাঁর বাঁদী, দরিয়াবিবি।

রঘু। উত্তম! তোমাদের বেগমসাহেবাকে বল বিবিসাহেব; শত্রু পত্নী তিনি, আমাদের বন্দিনী। নির্ব্বিবাদে মুক্তিলাভের আশা করা তাঁর অত্যন্ত অন্যায়! শত্রুর অত্যাচার যে নাষ্য প্রাপ্য তাঁর।

দরিয়া। অত্যাচার!

রঘু। হ্যাঁ সেইরূপই ইচ্ছা আমার, যদিও তিনি উৎপীড়িতা, বন্দীনি! কিন্তু তবুও তাতেই আমার তৃপ্তি হয়নি। আমি স্বয়ং তাঁর ওপর আরও উৎপীড়ন ক'রতে চাই, আরও নিগূঢ় বাঁধনে বন্দী ক'রতে চাই। এমন উৎপীড়ন ক'রব, এমন বাঁধনে বাঁধব! যে একমাত্র মৃত্যুই হবে তার মুক্তিদাতা।

দরিয়া। কিন্তু হিন্দু না তুমি মহারাজ? অসহায়কে অভয় দেওয়াই রীতি না তোমার? তবে আজ একি বিপরীত আচরণ তার? অসহায়া অবলার প্রতি অত্যাচারই বাসনা তোমার?

রঘু। হ্যাঁ হ্যাঁ সেইরূপই বাসনা আমার! আর এ অত্যাচার, এ উৎপীড়ন ক'রতে পারে একমাত্র হিন্দু। তোমাদের বেগমসাহেবাকে বল বিবিসাহেব; আজ হ'তে তিনি আর আমার শত্রু পত্নী নন্। এখন থেকে তিনি রাজা রঘুনাথসিংহের ভগিনীস্থানীয়া।

সকলে। ধন্য ধন্য মহারাজ! (ঘোরখা পরিহিত লালবাঈয়ের প্রবেশ)।

লাল। এত মহানুভব তুমি মহারাজ। এত উচ্চ হৃদয় তোমার! এযে কল্পনার অতীত! ধন্য ধন্য মহারাজ! খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

রঘু। এর মধ্যে মহানুভবতা কিছু নেই বেগমসাহেব। আমার ভগিনীর স্থান শূন্য ছিল, তোমার আগমনে তা পূর্ণ হ'ল। এবার মুক্ত তুমি ভগিনী।

লাল। মুক্তি আমি চাইনি। স্বামী হীনা অনাথা ভগিনী ভাইয়ের দ্বারে আশ্রয় চায় মহারাজ।

রঘু। উত্তম! এত অতি আনন্দের কথা! শ্যামসিংহ, নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্তে আমাদের যে দুর্ভেদ্য গড় রয়েছে; বর্ত্তমানে সেইখানে এদের বাসের ব্যবস্থা ক'রে দাও। আর ভগিনীর নাম অনুসারে আজ থেকে সেই গড়ের নাম হবে লালগড়।

শ্যাম। যথাদেশ মহারাজ! (প্রস্থান)

রঘু। আর দেবলসিংহ, দেওয়ানজীকে আমার আদেশ জানিয়ে বল; আজ থেকেই তিনি এই কেল্লার উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী পরিখার পরপারে-রাজ ভগিনীর উপযুক্ত নূতন মহল তৈরীর ব্যবস্থা করুন।

দেবল। যথাদেশ মহারাজ। (প্রস্থান)

রঘু। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'রলুম ভগিনী।

লাল। মহারাজের জয় হোক! আয় দরিয়া। (দরিয়া সহ প্রস্থান)

রঘু। কমলসিংহ, যে ভাবেই হোক তুমি আমায় ভগিনী লাভের সুযোগ দিয়েছ; আর বিষ্ণুপুরের দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর উচ্ছেদ ক'রতে অগ্রগামী হ'য়েছ। আজ হ'তে এরাজ্যের সহকারী সেনাপতি তুমি।

কমল। যথাদেশ মহারাজ। এই দীন সেবকের ওপর মহারাজের অসীম অনুগ্রহ।

সকলে। জয় মহারাজ রঘুনাথসিংহের জয়!

রঘু। গুরুদেব, আমাদের আরব্ধ কাজের আজ শেষ হ'ল। অনুমতি করুন, এবার উৎসবের আদেশ দিই। বিজয়ী সেনা, বিজয়ী সেনাপতি রণক্লান্তি দূর ক'রবার জন্য বিজয়োৎসবে মত্ত হোক।

সদা। হবে বৎস। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার একটি প্রার্থনা তোমায় পূর্ণ ক'রতে হবে।

রঘু। প্রার্থনা নয় দেব, আদেশ করুন।

সদা। প্রায় মাসাধিক কাল চেৎবরদার রাজকন্যা এই বিষ্ণুপুর রাজ অন্তপুরে এসেছেন। কুমারী বিবাহ যোগ্যা। এই সঙ্গে আগামী শুভলগ্নে তাঁর বিবাহও সুসম্পন্ন ক'রতে চাই।

রঘু। (স্বগত) হৃদয় স্থির হও! হোক সে আকাঙ্ক্ষিতা তব। তবুও আশ্রিতা সে। এই হীন লোলুপতা সাজেনা তোমার।

সদা। বৎস।

রঘু। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ—এত অতি উত্তম প্রস্তাব! পাত্র স্থির করুন, অথবা আমায় আদেশ করুন; উপযুক্ত পাত্রের জন্য প্রতি রাজ্যে দূত পাঠাই।

সদা। চেৎবরদার রাজলক্ষ্মী স্বেচ্ছায় তোমার অন্তপুরে এসেছেন। তাকে এমনি ক'রে অপরের দোরে বিদায় ক'রবে বৎস? আমি তাকে এরাজ্যের মহারাণীর আসনে অধিষ্ঠিতা দেখতে চাই।

রঘু। গুরু আদেশ অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু আমি যে তার পিতৃবৈরী।

সদা। তারজন্য এতে কোন বাধা আসবেনা বৎস। আমি জানি সে তোমায় প্রাণের অধিক ভালবাসে। শুধু তোমার সম্মতির প্রয়োজন।

রঘু। আপনার আদেশ কি কখনও লঙ্ঘন ক'রেছি দেব? যান্ শুভদিন নির্দ্ধারণ ক'রে আপনারা বিজয়োৎসবও বিবাহোৎসবের একসঙ্গেই আয়োজন করুনগে।

সদা। ভগবান তোমার কল্যাণ করবেন বৎস। তোমার এই মহৎ দান আমার কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এস কুমার এস কমলসিংহ। (গোপাল ও কমল সহ প্রস্থান)

রঘু। (স্বগত) চন্দ্রপ্রভা, চেৎবরদায় যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলুম; সেদিন তোমার সেই ভুবন ভোলান রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য তার স্পন্দন ভুলেগিয়েছিল! তোমায় না পেলে হয়ত আমি পাগল হ'য়ে যেতুম। কিন্তু আজ আমার সে আশা পূর্ণ হ'তে চলেছে। হে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার জীবনের ধ্রুবতারা! জানিনা তোমাকে আমি সুখী ক'রতে পারব কি না। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

দৃশ্য :—জঙ্গী খাঁয়ের প্রবেশ।

জঙ্গী। না—আরত পারা যায়না! প্রায় মাসাধিক কাল ধরে আজ এগ্রাম, কাল সে গ্রাম ক'রে বেড়াচ্ছি। ধরা পড়বার ভয়ে কোথাও দুদিন থাকতে পারি নি। যেখানে যাই, সেখানেই শুনতে পাই রঘুনাথসিংহের অশ্বারোহী এসেছিল। কিন্তু এরপর কোথাও কিছুদিন বিশ্রাম ক'রতে না পারলে; শিগ্‌গিরই কবর নিতে হবে! ওঃ—এই কিছুদিনের মধ্যে চেহারাখানা কি বিশ্রীই হ'য়েছে! মানুষ নয়, যেন মামদো। যাক্ এখন এই নদীটে পার হ'তে পারলে হয় যে। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও বাবা ওজুটো আবার কে

আসে? পোষাক দেখেত মনে হ'চ্ছে আমাদেরই স্বজাতি, পাঠান সৈনিক। কিন্তু রঘুনাথসিংহের লোক নয়ত? না বাবা বিশ্বাস নেই, যদি সাজ বদ্‌লে এসেছে। (সন্ত্রস্তভাবে ইতস্তত পরিভ্রমণ) তাইত! কি ক'রি? ব্যাটারা এসে পড়ল যে! কোনদিকে যাই? এই গাছটার আড়ালেই লুকাই।

(নিকটস্থ এক বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন। এমন সময় মহম্মদ ও মামুদের প্রবেশ)

মহম্মদ। কৈরে এখানে কোথায়? ভুল দেখিস্‌নিত? সে জঙ্গীখাঁ বটে?

মামুদ। আলবাত বটে! এই একটুখানি আগে সে নদীর চরে পড়ে ঘুমুচ্ছিল; আমি স্বচক্ষে দেখে গিয়েছি।

মহম্মদ। তাহ'লে কি এই কিছুক্ষণের মধ্যে সে কর্পূরের মত উড়ে গেল নাকি?

মামুদ। ঐত, তোর সবেতেই তামাসা। যাক্—বেশ হ'য়েছে চল্। সেত খুব সর্দ্দারী ক'রবে! একটা টিক্‌টিকি দেখলে যে ভয়ে মূর্চ্ছা যায়; তাকে সর্দ্দার ক'রে লুটপাট্ ক'রবি। চল্ চল্, জনাব রহিমখাঁ যেদিন মরেছে; তার সঙ্গে আমাদেরও সব শেষ হ'য়ে গেছে।

মহম্মদ। আরে সে ভীতু বটে! কিন্তু তবুও ওপর ওয়ালা বলতে একজন হবেত? নৈলে নিজেদের মধ্যে মারা মারি ক'রে সব মরবি কি?

(এমন সময় বৃক্ষ হ'তে এক শুষ্ক প্রশাখা পতন। ও ভীতি জনক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বৃক্ষান্তরাল হইতে জঙ্গীখাঁয়ের আগমন)।

জঙ্গী। ওরে বাবারে—খেয়ে ফেল্লেরে! (কম্পন)

সৈন্যদ্বয়। এই যে খাঁসাহেব।

মামুদ। ব্যাপার কি?

জঙ্গী। গাছের ওপর থেকে একটা বিভীষণ জানোয়ার তাড়া ক'রেছে চীৎকার ক'রে পালিয়ে না এলে, এতক্ষণ আমায় আস্ত গিলে ফেলত।

মহম্মদ। জানোয়ার কোথায়?

জঙ্গী। দেখনি বুঝি? ঐ ওধারে গাছ থেকে পড়ল হে।

মামুদ। ওখানেত গাছের একখণ্ড শুক্‌নো ডাল পড়ল!

জঙ্গী। এ্যা—ডাল পড়ল? (প্রশাখাখণ্ডের নিকট গিয়া) তাইত! তাহ'লে জানোয়ার নয়? আমি মনে ক'রলুম গাছের ওপর থেকে কোন কুমীর টুমীরেই তাড়া ক'রলে বুঝি।

মামুদ। গাছে কুমীর?

সৈন্যদ্বয়। হা হা হা হা!

জঙ্গী। নিকটেই নদী বলা যায়না ত।

মামুদ। যাক্—খাঁসাহেব!

জঙ্গী। এ্যা—খাঁ—খাঁসাহেব। (ঢোক গিলিয়া) খাঁসাহেব আবার কে? আমায় কিন্তু তোমাদের খাঁসাহেব মনে ক'রনা।

মহম্মদ। আপনিত জঙ্গীখাঁ বাহাদুর?

জঙ্গী। না না না না সে আমি কেন হব! আমার নামত—ইয়ে!—এ্যা—জংবাহাদুর।

মহম্মদ। হা হা হা হা—এত লুকোবার চেষ্টা কেন হুজুর? ভয় নেই! আমরা আপনার বোনাইসাহেব রহিমখাঁর সেপাই। আমরা প্রায় পাঁচ শত পাঠান সমবেত হ'য়ে আপনায় নিতে এসেছি। আপনাকে সর্দ্দার ক'রে আমরা পূর্ব্বের মত লুটপাট্ ক'রব; আপনি হবেন আমাদের জনাব।

জঙ্গী। লুট্‌পাট্? ওরে বাবা! না না আমি ও লুট্‌পাটের মধ্যে নেই! বিশেষত ঐ রঘুনাথসিংহের রাজত্ব থাকতেত নয়ই।

মামুদ। ভয় কি হুজুর! এখন তারা সব উৎসবে মত্ত; আমাদের সিংহ মহারাজের মেয়ের সঙ্গে রঘুনাথসিংহের সাদী। এদিকের কোন সংবাদই রাখবেনা।

মহম্মদ। আরে তাইবা কেন; আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবেনা।

আপনি শুধু শিবিরে বসে আমাদের হুকুম ক'রবেন ; আমরা তা তামিল ক'রব।

জদী। এঁ্যা—সঙ্গে যেতে হবে না ? সত্য ব'লছিস্ ? আচ্ছা আমায় সরাব দিবিত ?

মহম্মদ। আপনাকে সরাবের মধ্যে হরদম্ ডুবিয়ে রাখব ! আর তার সঙ্গে হরদম্ বিবিদের নাচ গান শোনাব।

জদী। সত্য বলছিস্ ? (উল্লাসে) আরে ক্যা তোফা ! বিবিদের নিয়ে খুব আমোদ করা যাবে ! হা হা হা হা—সেই পরীদের ডানায় চড়ে—আমি উড়ব—উড়ব ! (সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর রাজোদ্যান।

দৃশ্য :- -এক লতাকুঞ্জমাঝে বেদীর ওপর উপবিষ্টা চন্দ্রপ্রভা, ও তৎনীয়ে সখীগণ পুষ্পমাল্য প্রস্তুত রত অবস্থায় গাহিতেছিল—

গীত।

সকলে। ফুল পরে মোরা সাজব পরী,
গাইব মোহন গান !
গানের সুরে ফুলের হারে
মজবে প্রিয়ের প্রাণ ॥
বনফুলের এই মদির্ বাসে
আসবে প্রিয় মধুর আসে,
বাঁধব তারে বাহুর পাশে,
হানব নয়ন বান ॥

(গীতান্তে দূরে রঘুনাথসিংহকে দেখিয়া সহাস্যে মৃদু গুঞ্জন করিতে করিতে সখীগণ প্রস্থান করিল। চন্দ্রপ্রভা হাস্যমুখে উঠিয়া রঘুনাথসিংহের আগমন পথে কয়েকপা অগ্রসর হইলেন। এমন সময় রঘুনাথসিংহ প্রবেশ করিলেন)।

রঘু। বাঃ—বাঃ—চমৎকার!! বিশ্ব আজ হ'ল মধুময়!

চন্দ্র। কি চমৎকার? এত উচ্ছাস কিসের জন্য মহারাজ?

রঘু। তাও বলে দিতে হবে? সত্য চন্দ্রপ্রভা, তুমি যে গান গাইতে পার, তা আমি জানতামই না। আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে—তা আমি ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পাচ্ছিনা। বিশাল বিশ্বের মাঝে—জন কোলাহল বর্জ্জিত এই পুষ্পোদ্যানে তুমি গাইবে গান। আর সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত—

চন্দ্র। স্বর্গীয়? (সলজ্জহাস্যে) হ্যাঁ স্বর্গীয় সঙ্গীতই বটে! ওদের সঙ্গে গাইছিলুম, তাই। নৈলে বুঝতে পারতে কত সুন্দর গান! যেমন গানের শ্রী, তেমনি সুমধুর কণ্ঠস্বর!

রঘু। কত সুন্দর তুমি কেমন ক'রে জানবে প্রভা। তুমি যদি রাজা রঘুনাথসিংহ হ'তে, তাহ'লে বুঝতে কত সৌন্দর্য্য তোমার গানে, কত মধু তোমার কণ্ঠস্বরে! সত্য বলছি প্রভা, তোমার কণ্ঠস্বরই আমার কাছে স্বর্গীয় সঙ্গীত। নাও আর দেরী ক'রনা। তুমি কি জাননা প্রভা সঙ্গীত কত ভালবাসী আমি?

চন্দ্র। জানি। কিন্তু আমার সাধ্য থাকতে তোমার সাধ পূর্ণ করতে কার্পন্য করি, এ তুমি বিশ্বাস কর? সত্য বলছি, এবিষয়ে লজ্জাবতী লতার চেয়ে ও আমি অসহায়া! কিছুতেই গাইতে পাচ্ছিনা! সংসারের সব লজ্জা যেন গলা জড়িয়ে ধরছে।

রঘু। (দীর্ঘশ্বাস সহ) তা'হলে আর উপায় কি! সঙ্গীত শোনার সাধ এজীবনে আমার আর মিটল না!

চন্দ্র। ওগো তুমি অমন ক'রে নিশ্বাস ফেলনা! তোমার দুঃখ দেখলে আমি স্থির থাকতে পারিনা। সত্য বলছি, যেমন ক'রে হোক তোমার সঙ্গীত শোনার সাধ আমি মেটাবই! তুমি দুঃখ ক'রনা!

রঘু। না আর আমার কোন দুঃখ নেই! তোমার অপূর্ব্ব প্রেম আমার সব অভাব পূর্ণ ক'রেছে। সত্যই আমি ভাগ্যবান! তোমার মত পত্নী পেয়ে আমি ধন্য! কিন্তু তুমি গান শোনালে যেমন হ'ত; তেমনভাবে কে আমায় শোনাবে প্রভা?

চন্দ্র। (সহাস্যে) আছে। আমারই মত মেয়ে মানুষ; অথচ সঙ্গীত বিদ্যায় সে আমার গুরুর তুল্য।

রঘু। গুরুর তুল্য? আশ্চর্য্য! আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। কে সে?

চন্দ্র। রহিম খাঁর বেগমসাহেবা লালবাঈ। ভগ্নী সম্বোধন ক'রে যাকে আশ্রয় দিয়েছ।

রঘু! হ্যাঁ, শুনেছি সেও সঙ্গীতজ্ঞা বটে। কিন্তু সে যদি সম্মতা না হয়? বিনিময় নোব বলেত আমি তাকে আশ্রয় দিইনি প্রভা।

চন্দ্র। সে ভার আমার। অনুরোধ—অনুনয়—মিনতি. যেরূপে হোক আমি তাকে সম্মত করাবই।

রঘু। এত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাণী হয়ে-নিজের আশ্রিতার কাছে অনুনয়? ছিঃ!

চন্দ্র। এত অতি তুচ্ছ! তোমার সুখের জন্য আমি সব কিছু ক'রতে পারি। এখন আমার এই শ্রমটুকু সার্থক করত। (স্বরচিত পুষ্পমাল্য স্বামীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া তাঁর পদধূলি লইতে উদ্যতা হইলেন)

রঘু। (অর্দ্ধপথে পদধূলি গ্রহনোদ্যতা পত্নীর হস্তদ্বয় ধরিয়া) পদে পদে প্রণাম; পদস্পর্শ, এ কি পাগলামী তোমার বলত?

চন্দ্র। পাগলামী নয় প্রভু, এ আমাদের হিন্দু জাতির অতি পবিত্র নীতি!

গুরুজনের পদধূলি আমাদের জীবন পথের পাথেয়। লক্ষীটি—হাত ছাড়। আমার অসমাপ্ত কাজ আমায় শেষ ক'রতে দাও।

(রঘুনাথসিংহ ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়া দিলেন। চন্দ্রপ্রভা স্বামীর পদধূলি গ্রহনান্তে প্রস্থান করিলেন)।

রঘু। (বিমুগ্ধচিত্তে পত্নীর গমন পথে চাহিয়া থাকিয়া); জানিনা—কোন মহাপুন্য বলে এই স্বর্গচ্যুতা দেবী স্বেচ্ছায় আমার অঙ্কলক্ষী হ'য়েছে। (প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

লাল গড়ের একাংশ।

দৃশ্য :—রাত্রিকাল, মিট্‌মিট্‌ ক'রে একটা প্রদীপ জলছে! একখণ্ড লিপি হস্তে চিন্তাযুক্তা দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। মহারাণীর চিঠি! আমাদের সর্ব্বনাশকারী রাজা রঘুনাথসিংহ বেগমসাহেবার গান শুনতে চান! এই সুন্দর সুযোগ! রহিমখাঁ জনাব, আজ তুমি কোথায়? বেহেস্তের কোন শান্তিময় স্থানে? মেহেরবাণী কর, এই সুযোগে যেন তোমার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারি।

(রহিমখাঁর প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব)।

রহিম। পারবি—পারবি দরিয়া প্রতিশোধ নিতে? ওরে বেহেস্তে যেতে পারিনি; প্রতিশোধ পিপাসাতুর আত্মা আমার এই অশান্তির রাজ্যে আবদ্ধ আছে! আমার হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে, যদি আমার অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ ক'রতে পারিস্; তবেই হবে আমার

মুক্তি! নৈলে—ওঃ—বড় যন্ত্রনা! এমনি ভাবে অনন্তকাল আমায় এই মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে।

দরিয়া। পারব পারব জনাব! তার সুযোগ পেয়েছি। তাকে হত্যা ক'রে শীঘ্রই তোমার অতৃপ্ত আত্মাকে মুক্ত ক'রতে পারব।

রহিম। না না ওতে আমার মুক্তি আসবে না। শুধু তাকে হত্যা নয়। অন্যায় যুদ্ধে সে যেমন আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে; সেই মত ছলে-বলে—কৌশলে, রাজ্য শুদ্ধ তাকে ধ্বংস ক'রতে হবে! তবে আমার অতৃপ্ত আত্মার শান্তি আসবে, মুক্তি হবে। ভয় নেই, আমি তোর সহায়! এখন থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে তার সুযোগ দেখতে পাবি!

দরিয়া। তাই হবে জনাব। তোমার হুকুম আমি মাথা পেতে নিলুম। এখন থেকে প্রতিশোধ নেওয়াই হবে জীবনের একমাত্র কাজ।

(রহিমখাঁর প্রেতমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও নেপথ্যে লালবাঈয়ের গীত)।

গীত।

লাল। (নেপথ্যে)

নিঝুম রাতের ওঘুম আঁখি
কাহার লাগি ওঠেরে জাগি?
কাহার স্মৃতি জাগায় এ রাতি,
বিধুরা হিয়া কাহার লাগি॥
তন্দ্রাঘোরে স্বপন ভরে
কে তুমি এলে মজাতে মোরে?
মরমে পশি—রয়েছ বসি,
আমার লাগি সকল ত্যাগী॥

দরিয়া। (গীতান্তে) রাত দুপুরেও গান। আশ্চর্য্য! বেগমসাহেবার কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি?

(আপন মনে বকিতে বকিতে লালবাঈয়ের প্রবেশ)।

লাল। ওগো—কে তুমি উতলা করিছ মোরে—ছবি তব জাগায়ে অন্তরে? ও—চিনেছি চিনেছি এবার; তুমি, মহারাজ। না না ওরে মন একি দুরাকাঙ্ক্ষা তোর! সে যে আকাশের চাঁদ, বাতাসের ফাঁদ, সে যে স্বর্গের দেবতা। একি! দরিয়া ঘুমুসনি? এত রাত্রে তুই এখানে?

দরিয়া। আমিও ত তাই বলছি গো! যে এত রাত্রে তুমি এখানে?

লাল। আমি? (দীর্ঘশ্বাস সহ) হ্যাঁ! দরিয়া—

দরিয়া। ব্যাপার কি বলত? রাত দুপুরে এত হা হুতাশ কিসের?

লাল। এ বলবার নয় দরিয়া! কিন্তু তবুও গোপন ক'রব না; বলছি—শোন্। যেদিন আমরা বন্দীনি অবস্থায় এই বিষ্ণুপুরের রাজ দরবারে আনিতা হই। জানিস্ ত মনে তখন অপমানের কিরূপ ভয় ছিল? কিন্তু রাজা রঘুনাথসিংহ নিজের মহানুভবতা দিয়ে আমাদের সে ভয় দূর ক'রে দিলেন। উপরন্তু তাঁর রূপ তাঁর গুন, আমার অন্তরের মধ্যে বিদ্যুতের মত একটা শিহরণ জাগিয়ে দিলে! দরিয়া—আমার অজ্ঞাত সারেই বুঝি, তিল্ তিল্ ক'রে বেড়ে সে বিদ্যুৎ আজ বাজের আকার ধরেছে! আজ আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে স্বপ্নঘোরে দেখেছি, সে আর আমি যেন এক নূতন রাজ্যের রাজা আর রাণী! দরিয়া—আমি হতভাগিণী! দেখছি এ সোনার আশ্রয়ও আমায় ত্যাগ ক'রতে হবে। নৈলে এখানে থাকলে হয়ত আমি পাগল হ'য়ে যাব!

দরিয়া। না গো না—পাগল হ'তে হবে না! তোমার স্বপ্ন সফল হবে।

লাল। এ - তুই কি বলছিস্ দরিয়া!

দরিয়া। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—ঠিকই বলছি। দরিয়া খোয়াবও দেখেনি, আর পাগলও হয়নি। এতক্ষণ সে ঐ কথাই ভাবছিল। এই দেখ

মহারাণীর চিঠি। (লালবাঈকে পত্র দান) মহারাজ অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়! তাই মহারাণী তোমায় অনুরোধ ক'রেছেন তাঁর স্বামীকে তোমার গান শোনাবার জন্য।

লাল। (পত্র দেখিয়া) তাই ত? কিন্তু এতে আরও সর্ব্বনাশ হবে যে দরিয়া! তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনেছিস্ ত? আশাত আমার মিটবেই না! উপরন্তু পিপাসা আরও বাড়বে।

দরিয়া। ছাই চরিত্র! পুরুষ মানুষের আবার চরিত্র! এই বলে "প্রিয়ে তুমি বিনে আর বাঁচিনে"! কিন্তু পরক্ষণেই অপর এক সুন্দরীর পিছনে ছুটে যায়—মাংস লোলুপ কুকুরের মত! ও সম্বন্ধে তোমার কোন আশঙ্কা নেই। তুমি একটু খানি—

লাল। সেত আমায় ইচ্ছা ক'রে ক'রতে হবে না দরিয়া, আপনা হ'তেই হবে যে। আমি যে তাঁকে ভালবাসি।

দরিয়া। তা হ'লেই হ'ল। তারপর আমি বুঝে নোব—সে কত বড় চরিত্রবান! কিন্তু হ্যাঁ—আর এক কথা। যেমন ক'রে হোক তাকে সরাব ধরাতে হবে। নৈলে আমাদের আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব হবে!

লাল। সে তুই যা ভাল মনে হয় করিস্। আমার ভরসা, তিনি যখন সঙ্গীত প্রিয়; তখন আমি তাঁকে গানে মুগ্ধ করবই।

দরিয়া। ব্যস্—এইত চাই। আজ এখন ঘুমোওগে। কাল এই চিঠির জবাবে লিখে দিও, মহারাণীর এই প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে তুমি সম্মত। (লালবাঈয়ের প্রস্থান) এ আরও এক সুযোগ এখন বুঝতে পারছি জনাব, তোমার হুকুম হয়ত আমি তামিল ক'রতে পারব। (প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্য।

দৃশ্য :—বনমধ্যে কিয়দ্দুর পাঠান শিবির দেখা যাচ্ছে। সশস্ত্র জঙ্গী খাঁর প্রবেশ। কটিতে তার তরবারী ও প্রকাণ্ড ছোরা, পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড ঢাল, স্কন্ধে ধনু, একহস্তে বর্শা, অপর হস্তে পিস্তল দেখাইতেছিল)।

জঙ্গী। একেই বলে নসীব! বোনাই সাহেব হ'ল কাবার, আর সুদিন এল আমার। এখন আর আমায় পায় কে! দুর্দ্দান্ত পাঠানের দল এখন আমার ইঙ্গিতের গোলাম। আমার এক কথায় তারা তলোয়ার খুলে দাঁড়াবে। তারপর এখন আমার খাতির কত! এদিকে মামুদ ক'রেছে যদি জনাব, তখন ওদিকে মহম্মদ ক'রে উঠেছে জাঁহাপনা, সেদিকে মোবারক ক'রে উঠেছে জনাবালী। আর আমি নিজেওত এখন কম বীর পুরুষ হই নি; এই সামান্য কখানা মাত্র হেতের নিয়ে শিবির থেকে একাই কতদূর চলে এসেছি। হে হে হে হে—এখন যদি সেই কাফের রঘুনাথসিংটের কানে ধরে বলি ও—ঠ্—ত ওঠ্, ব—স্—ত ব'স্।

(চিন্তামগ্ন শোভাসিংহের প্রবেশ)

শোভা। কতদিন—কতদিন আর ও!—

(অন্যমনস্ক অবস্থায় পশ্চাৎভাগে শোভাসিংহের কণ্ঠস্বর শ্রবণে জঙ্গীখাঁ ভয়ে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। পিস্তল ও বর্শা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল)।

জঙ্গী। (শোভাসিংহকে দেখিয়া স্বগত) ব্যাটা রঘুনাথসিংহের লোক নয়ত? আমায় ধরিয়ে দেবেনা ত? না বাবা বিশ্বাস নেই। একে হিন্দু, তার হাতে হেতের রয়েছে! একা থাকা ভাল নয়।

(প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে ভীতিজনক স্বরে) ওরে মামুদ, ওরে মহম্মদ, শিগ্‌গির আয়—শিগ্‌গির আয়, রঘুনাথসিংহের লোক আমায় ধরতে এসেছে!

শোভা। থাম থাম! কি পাগলের মত চীৎকার ক'রছ? জঙ্গী খাঁ, তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি?

জঙ্গী। এঁ্যা—জ—জ—জঙ্গী খাঁ কার নাম বলছেন? আমি কিন্তু জঙ্গী খাঁ নই।

শোভা। তবে তুমি কে?

জঙ্গী। আমিত—আমিত—আমি। আমার নামত—এঁ্যা—জঙ্গলশা।

শোভা। চোপরাও বেয়াদব! আবার মিথ্যা কথা!

জঙ্গী। ওরে বাবা—ধমকায় যে! আমি পানি খাব, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে! (ঢোক গিলিয়া, উচ্চকণ্ঠে) ওরে সব শিগ্‌গির আয়! মস্ত জোয়ান, ভারি পলোয়ান! লম্বায় সাড়ে সাত হাত, চওড়াতেও পৌনে আট হাতের কম নয়! (সশস্ত্র মামুদ ও মহম্মদের প্রবেশ) এই যে এসেছিস্। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে সৈন্যদ্বয়ের পশ্চাতে গমনান্তে)। মারত, ধরত, বাঁধত ব্যাটাকে!

মহম্মদ। কেন জনাব, কি ক'রেছে ও?

জঙ্গী। কি ক'রেছে? ব্যাটা রঘুনাথসিংহের চর, আমায় ধরতে এসেছে।

সৈন্যদ্বয়। এঁ্যা—রঘুনাথসিংহের চর!

মহম্মদ। কাফেরকে খুন করেন নি জনাব?

জঙ্গী। তোরা না এলে—তাইত ক'রতুম! মার মার ব্যাটাকে!

সৈন্যদ্বয়। যো হুকুম জনাব।

(একসঙ্গে শোভাসিংহকে আক্রমনোদ্যম)।

শোভা। (অসি নিষ্কাসিত করিয়া) সাবধান! চিনতে পারনা আমি কে?

মহম্মদ। এঁ্যা—আপনি! বন্দেগী মহারাজ।

জঙ্গী। তাইত! এতক্ষণ চিনতে পারিনি। এযে সিংহ মহারাজ। আদাব আদাব। ভাগ্যিস্ হেতের হাকাইনিত।

শোভা। হ্যাঁ হেতের হাঁকাবার মত বীরপুরুষ বটে। কিন্তু তোমরা এখানে কি মনে ক'রে খাঁসাহেব?

মামুদ। আমরা আমাদের প্রভু হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই! তাই আমাদের ছত্রভঙ্গ পাঠানদের নিয়ে আমরা এক বাহিনী গঠন ক'রেছি।

মহম্মদ। কিন্তু উপযুক্ত নায়কের অভাবে আমরা আমাদের কাজ আরম্ভ ক'রতে পাচ্ছি না। আপনিও ত তাদের অত্যাচারে সর্ব্বশান্ত! আপনি আমাদের নায়কত্ব নিয়ে তার প্রতিশোধ নিন্ মহারাজ।

শোভা। নায়কত্ব? হ্যাঁ নায়কত্ব নিতে পারি, তোমাদেরও আমার স্বার্থ একই। কিন্তু তোমাদের সকলেই কি আমার আদেশ পালন করতে সম্মত হবে?

মহম্মদ। তারজন্য আপনি চিন্তা ক'রবেন না মহারাজ! আমরা জবান দিচ্ছি! আপনার হুকুম তামিল ক'রতে আমরা জান দোব!

শোভা। বেশ—তাহ'লে তোমাদের নায়কত্ব আমি গ্রহণ ক'রলুম।

মামুদ। খোদা আপনার মঙ্গল ক'রবেন মহারাজ। আসুন, ঐ অদুরেই আমাদের শিবির। সেখানে গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রবেন। (মহম্মদসহ প্রস্থান)।

শোভা। চল খাঁসাহেব। আজ হ'তে বৈরনির্য্যাতনই আমাদের ব্রত।

জঙ্গী। চলুন। কিন্তু সে বৈরি এখন আপনার পরম আত্মীয়! পারবেন তার সর্ব্বনাশ ক'রতে?

শোভা। পরম আত্মীয়! (ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) এ তুমি কি বলছ খাঁসাহেব!

জঙ্গী। ঠিকই বলছি মহারাজ। আপনি কোন সংবাদই রাখেন না দেখছি। আপনার কন্যার যে তার সঙ্গে সাদী হ'য়ে গেছে।

শোভা! সাদী হ'য়ে গেছে! কার সঙ্গে খাঁসাহেব?

জঙ্গী। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথসিংহের সঙ্গে।

শোভা। রঘুনাথসিংহের সঙ্গে!! আমার সর্ব্বনাশকারীর সঙ্গে আমার আমার কন্যার বিবাহ! এ সংবাদ তুমি কোথায় শুনলে খাঁসাহেব?

জঙ্গী। দেশময় যে রাষ্ট্র হ'য়ে, গেছে, কে না জানে। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন মহারাজ?

শোভা। আমি? ওঃ—কি ভয়ে ভয়ে দিন গুলো কেটে গেছে! গাছ হ'তে পাতা ঝরার শব্দে চমকে উঠেছি! একদিন গত হয়েছে যেন এক বৎসরের মত! বন্দী হবার ভয়ে—গভীর অরণ্যে, মানুষের অগম্য স্থানে মাথা লুকিয়েছিলাম। কিন্তু সেও সহনীয় ছিল। এ সংবাদ যদি সত্য হয় খাঁসাহেব; তাহ'লে—উঃ—কি মর্ম্মবেদনা! আমার কন্যা হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশকারীর গলায় মালা দিলে! এ সংবাদ শোনবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হওয়াও যে ভাল ছিল খাঁসাহেব।

জঙ্গী। আপনার কন্যার অপরাধ কি মহারাজ? বন্দিনি সে, সম্পূর্ণ নিরুপায়।

শোভা। নিরুপায়! কেন সে আত্মহত্যা ক'রতে পারত।

জঙ্গী। তাইবা কিরূপে ক'রবে? চারদিকেই প্রহরী।

শোভা। কেন বন্দীশালার দেওয়াল ছিল না? পৃথিবীর মাটি ছিল না? মাথা ঠুকে সে মরতে পারত! উঃ—কেন সুতিকাগারে নুন খাইয়ে শেষ করিনি, কেন দুধের সঙ্গে বিষ খাওয়াইনি! তাহ'লে আজ আমায় এমনভাবে অপমানিত হ'তে হত না। না না আমি তাকে অভিশাপ দোব! এই মর্ম্মাহত পিতার মর্ম্মদাহী বানী, তার জীবনে সত্য হ'য়ে উঠুক! যার জন্য আমার বুকে সে আজ বিষের বাতি জ্বেলেছে! সেই বড় সাধের স্বামী তার পর হবে!

আজীবন সে এইমত জ্বালায় জ্বলে মরবে! আর আমি—এই অপমান হত পিতা; দুর হ'তে সেই দৃশ্য দেখে—উল্লাসে করতালি দিয়ে নাচব! আর হাসব অট্ট অট্ট হাসি!!

হা হা হা হা!!

(উন্মত্তবৎ প্রস্থান)।

ড্রপ!

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

নূতন মহল।

দৃশ্য :—সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে শেতার, এসরাজ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র রক্ষিত। তার সন্নিকটে চিন্তামগ্না লালবাঈ উপবিষ্টা।

লাল। কি কুক্ষনে বিষ্ণুপুরে এসেছিলুম, কি কুক্ষনে তাকে ভালবেসেছিলুম! স্বপ্নেও ভাবিনি তখন, যে ভালবাসার পরিণাম অন্তরে আমার বিষের জ্বালায় সৃষ্টি ক'রবে! জানিনা—কবে তার পাষান হৃদয় গলবে, কবে আমার আকুল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে! খোদা খোদা—দীন দুনিয়ার মালেক, লালবাঈয়ের এ দুঃখের শেষ কোথায় একমাত্র তুমিই জান মেহেরবান।

(দরিয়ার প্রবেশ)।

দরিয়া। বেগমসাহেব! একি। একা চুপটি ক'রে বসে আছ যে? মহারাজ আসেননি বুঝি?

লাল। না। তিনি বোধ হয় এখানে আর আসবেন না দরিয়া। আমাদের কু অভিপ্রায় বোধ হয় তিনি বুঝতে পেরেছেন। তুই ঐ শ্যাম বাঁধের জলে এই যন্ত্রপাতিগুলো সব ভাসিয়ে দিয়ে আয়। আজই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

দরিয়া। সে ভয় তোমার নেই বেগমসাহেব। আমি বেশ লক্ষ্য ক'রেছি, তোমার গানে তার একটা আসক্তি এসেছে।

লাল। তাহ'লে তিনি আসবেন বলতে চাস্?

দরিয়া। নিশ্চয়! বোধ হয় জরুরী কাজে তিনি ব্যস্ত আছেন। তাই দেরী হচ্ছে। নৈলে—(শশবস্তে ইব্রাহিমের প্রবেশ)।

ইব্রা। মহারাজ আগিয়া বেগমসাহেব।

লাল। (সহর্ষে) এসেছেন—এসেছেন! যাও শিগ্‌গির তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

ইব্রা। বহুত আচ্ছা বেগমসাহেব। (প্রস্থান)।

দরিয়া। দেখলে বেগমসাহেব; সবেতেই তুমি ভেবেই সারা হও।

লাল। এ আমার অন্যায় ভাবনা কি দরিয়া?

দরিয়া। না। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক্ বেগমসাহেব। প্রস্তুত হও; আজ এর একটা হেস্ত নেস্ত করা চাই-ই!

(রঘুনাথসিংহের প্রবেশ)।

রঘু। বেগমসাহেব।

লাল। (অভিবাদন করিয়া, সহর্ষে) আসুন।

(আপন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আসন মুছাইতে মুছাইতে) আমি মনে করেছিলুম আজ আর বুঝি আসবেন না—বসুন।

রঘু। হ্যাঁ বসছি। তারজন্য তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না। (উপবেশন) সত্যই আজ আমার দেরী হ'য়েছে। নাও এবার তোমার মধু কণ্ঠের সুধাবর্ষণ সুরু কর।

লাল। হ্যাঁ—এই যে আরম্ভ ক'রছি। দরিয়া, তুই মহারাজের জন্য সরবত তৈরী ক'রে নিয়ে আয়।

দরিয়া। বহুত আচ্ছা বেগমসাহেব। (প্রস্থান)।

গীত।

লাল। (এসরাজ বাজাইয়া)

আকাশের চাঁদে ধরিবার আশে।
পাতিয়াছি আমি বাতাসে ফাঁদ!
কবে সে নিঠুর চাহিবে ফিরিয়া,
মেটাবে আমার সকল সাধ॥
সম্মুখে রহিতে সুশীতল বারি,
আকুল তৃষায় গুমরিয়া মরি!
মরমের ভাষা কহিবারে নারি,
সরম আমার সাধিছে বাদ॥

রঘু। (গীতান্তে) অদ্ভুত!! ভগবান তাঁর সৃষ্টির সমস্ত মাধুর্য্য তোমার কণ্ঠে নিঃশেষ ক'রে ঢেলে দিয়েছেন বেগমসাহেব!

লাল। (সলজ্জহাস্তে) আপনি আমায় ভালবাসেন কিনা মহারাজ তাই আমার গান ও আপনার এত ভাল লাগে। নৈলে—

রঘু। না না তা নয় বেগমসাহেব। সত্যই তোমার গান এ মর্ত্ত্যের সামগ্রী নয়, ও স্বর্গীয় সম্পদ! আমিত মানুষ। তোমার গানে পাষান গলে যাবে, বনের পশু পাগল হ'য়েছুটে আসবে!

লাল। তাহ'লেও আমার কাছে ওর কোন মূল্য নেই মহারাজ। আমার আশাত মিটল না।

রঘু। আশা! কি আশা বেগমসাহেব?

লাল। অন্য কিছুই নয়। আপনি আমার গানের প্রশংসা ক   কি না তাই দিন রাত্তির আপনাকে কাছে রেখে গান শোনাবার আমার বড় সাধ!

(রঘুনাথসিংহ নীরব। তাঁর মানসিক অবস্থা জানাবার জন্য লালবাঈ মাঝে মাঝে তাঁর পানে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন সময় পান পাত্র হস্তে দরিয়ার প্রবেশ)।

দরিয়া। (পান পাত্র লালবাঈয়ের হস্তে দিয়া, জনান্তিকে) বে—শ ক'রে খাওয়াও! তীব্র সরাব এতে মেশান আছে! (প্রস্থান)।

লাল। (পান পাত্র রঘুনাথসিংহের সম্মুখে ধরিয়া) নিন্ মহারাজ।

রঘু। দাও। (পান পাত্র গ্রহণ করিয়া) কিন্তু এর কোন প্রয়োজন ছিল না বেগমসাহেব। (সরবত পানান্তে) বাঃ—বড সুন্দর ত! এর মধ্যে এত মাধুর্য্য; তা জানতাম না। সত্যই বেশ তৃপ্তিদায়ক!

লাল। আর এক গ্রাস—

রঘু। না আর নয়। কিন্তু এই সরবতের সঙ্গে মাদক জাতীয় কোন পদার্থ নেই ত?

লাল। না না তা কি আমরা আপনাকে দিতে পারি মহারাজ! যাক্ এখন ওসব কথা থাক। এবার গান শুনুন।

গীত।

ধরা যদি দেবেনা প্রিয়
কেন এলে মন মজাতে?
কেন উতল্ করিলে হিয়া—
পাগল করা নয়ন পাতে॥
জীবন দিয়াছি ডালি—

তোমার—ঐ—পাদমূলে,
আকুল অর্ঘ্য মোর
দ'লনা চরণ তলে!
আমার মরম বাণী—
পশেনিকি তব প্রাণে?
ব্যাকুল করেনি হিয়া—
আশা মোর মেটাইতে॥

রঘু। (গীতান্তে) বাঃ—বাঃ—! চমৎকার!! সত্যই এ অপরূপ! এমন প্রাণস্পর্শী গান এর পূর্ব্বে আমি আর কোথাও শুনিনি। রাত্রি এখন কত বেগমসাহেব?

লাল। রাত্রি কিছু বেশীই হ'য়েছে মহারাজ।

রঘু। আমারও তাই মনে হয়। আমি তাহলে এখন আসি বেগমসাহেব।

(প্রস্থান। ও অপরদিক্ হইতে দরিয়ার প্রবেশ)।

লাল। (রঘুনাথসিংহের গমন পথে চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস সহ)। এ পাষাণ কখনও গলবে না দরিয়া!

দরিয়া। ভুল বেগমসাহেব! ও পাষাণ নয়; তবে সাধারণ মানুষের কিছু উর্দ্ধে বটে। কিন্তু তবুও তোমার ভয় নেই! আমি বেশ লক্ষ্য করেছি, ওর সংযমের বাঁধে ভাঙ্গন ধরেছে! তারপর এখনত সরবতের সঙ্গে সরাব। শুধু সরাব যেদিন ওর মুখের সামনে ধরতে পারব; সেদিন বোঝাব আমাদের আশা পূর্ণ হবে কি না। (প্রস্থান)

লাল। খোদা খোদা—দীন দুনিয়ার মালেক! সত্যইকি সেদিন আসবে লালবাঈয়ের এই আকুল আকাঙ্খার নিবৃত্তি হবে? (প্রস্থান)।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর রাজঅন্তপুর।

দৃশ্য :—চিন্তাযুক্তা চন্দ্রপ্রভা উপবিষ্টা।

চন্দ্র। শান্তির সঙ্গে যদি কুমারের বিয়ে হয়; তাহ'লে বেশ হয়, চমৎকার মানায়! এও যেমন সরলা, চপলা, সুন্দরী কিশোরী। সেও তেমনি গুনবান, রূপবান, সরল যুবক। শান্তি কুমারকে ভালবাসে জানি। কিন্তু কুমারের কিছু বোঝবার উপায় নেই। মেয়েদের বিশেষত শান্তিকে ত সে বোধ হয় এখনও ভাল ক'রে দেখেই নি।

হাস্যমুখী শান্তিপ্রভার প্রবেশ।

শান্তি। আমায় ডেকেছ দিদি?

চন্দ্র। হ্যাঁ ভাই, আয়।

শান্তি। (চন্দ্রপ্রভার কাছে উপবেশান্তে)। কি বলবে বল।

চন্দ্র। ইস্—ভারি কাজের মানুষ হ'য়েছিস্ দেখছি যে! তাড়াতাড়ির আর অন্ত নেই। আচ্ছা বল দেখি কুমার গোপালসিংহ দেখতে কেমন?

শান্তি। তা আমি কেমন ক'রে জানব।

চন্দ্র। জানবে না! কখনও দেখিস্ নি যেন। বলনা, ছেলেমানুষী করিস্ কেন! ওকে তোর পছন্দ হয়?

শান্তি। যাও! কি যে বল তুমি দিদি!

চন্দ্র। কেন—অন্যায় কি বললাম? বিয়ে ক'রতে হবে না?

শান্তি। না হবে না!

চন্দ্র। হবেনা! তবে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখিস্ কেন? (শান্তি লজ্জাবনতা হইল)। ছেলেমানুষী করিস্নে; লক্ষ্মী বোনটী আমার! বলনা, পছন্দ হয়?

শান্তি। ছাই হয়!

চন্দ্র। ছাই হয়—কি চুলো হয়, দেখাচ্ছি। মহারাজ আসুন, আজই এর ব্যবস্থা ক'রছি।

(এমন সময় নেপথ্য হইতে এক সঙ্গীত শোনা গেল)।

সঙ্গীত।

নেপথ্যে। রাধে আসবেনা আর কালশশী,
পোহাল তোর সুখের নিশি!
তোর কানাই আজ লুটছে মজা
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি॥

(উক্ত সঙ্গীত শ্রবনে চন্দ্রপ্রভার অন্তর যেন এক অজানা আশঙ্কায় হিম্ হইয়া আসিতে লাগিল।

শান্তি। একি দিদি! তোমার মুখখানা হঠাৎ এমন বিবর্ণ হ'য়ে গেল কেন? গান শুনে তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি?

চন্দ্র। ব্যাপার বড় গুরুতর শান্তি! নৈলে আজ আমি এত উতলা হতুমনা! এই কিছুদিন হ'তে, নূতন মহল থেকে মহারাজ বড় দেরী ক'রে ফিরছেন। তার ওপর এই কিছুদিন থেকে তাঁর মুখে মদের গন্ধ পাচ্ছি।

শান্তি। মদের গন্ধ!!

চন্দ্র। হ্যাঁ। চুপ্! একথা আর কেউ জানেনা, কাউকে বলিনী।

শান্তি। কিন্তু এত তাঁর ভারি অন্যায়! এর জন্য মহারাজকে তুমি কিছু বলনি দিদি?

চন্দ্র। না। তাঁর অন্তরে আঘাত লাগবার ভয়ে কিছু বলতে পারিনি

আমার মনে হয় তাদের কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে! তাই একটু একটু ক'রে তারা তাকে নেশা ধরাবার চেষ্টা ক'রছে।

পরিচারিকা। (নেপথ্যে)। মা!

চন্দ্র। কে রে? কি চাই? ভেতরে আয়! (লিপি হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)। হাতে ওটা কি তোর?

পরিচারিকা। একখানা পত্র। আপনাকে দেবার জন্য লালবাঈয়ের ভৃত্য দিয়ে গেছে।

চন্দ্র। লালবাঈয়ের ভৃত্য দিয়ে গেছে! কৈ দেখি। (পত্র গ্রহনান্তে) আচ্ছা তুই এখন যা।

(পরিচারিকার প্রস্থান। পরে পত্র পাঠ)।

শান্তি। কি হ'য়েছে—দিদি? তুমি অমন ক'রছ কেন?

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে শান্তি!

শান্তি। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! কৈ চিঠিখানা দেখি। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ)। এতে কি হবে? লিখেছেন হঠাৎ শরীর অসুস্থ হওয়ার জন্য, আজ আর এখানে আসতে পারবেন না। এতে ভয়ের কারণত কিছু দেখছিনা।

চন্দ্র। ওরে অবোধ কিশোরি! তুই কেমন ক'রে বুঝবি, এতে কত ভয়। লেখা দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি, আজ তারা মদ্ খাইয়েছে খুবই বেশী। কি করি শান্তি! আমি যে কিছুই স্থির ক'রতে পাচ্ছিনা! মা মা সতীকুলরাণী মৃন্ময়ী! একি করলি মা? স্বামীর সাধ মেটাবার জন্যই যে আমি তাঁকে সেখানে পাঠিয়েছিলুম! সেই বড় সাধের স্বামী আমার আজ পর হ'তে চলেছে! তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দে মা—ফিরিয়ে দে! (প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

নূতন মহল, লালবাঈয়ের কক্ষ।

দৃশ্য :—সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে মূল্যবান শয্যাপরি অর্দ্ধশায়িত রঘুনাথ সিংহকে লালবাঈ সরাব ঢালিয়া দিতেছিল। এবং তিনি তা পান করিতেছিলেন।

রঘু। (সরাব পানান্তে)। আজ তোমায় এত ক্লান্ত দেখছি কেন লালা?

লাল। শরীর একটু অসুস্থ আছে মহারাজ।

রঘু। অসুস্থ! কই দেখি। (উপবেশনান্তে লালবাঈয়ের ললাট স্পর্শ করিয়া)। কৈ না—কোন উত্তাপ নেইত।

লাল। (খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া)। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন বলুনত? অসুস্থতা মাত্রেই বুঝি উত্তাপ থাকতে হবে? অন্য কোনরূপ অসুস্থতা হ'তে নেই?

রঘু। অন্যরূপ অসুস্থতা! ও বুঝেছি; অসুস্থতা নয়, ছল। নাও একখানা গান শোনাও।

লাল। (সহাস্যে)। আশ্চর্য্য! এতকাল ধরে দিনরাত অবিশ্রান্ত গান শুনেও গান শোনার নেশা আপনার ক'মলনা মহারাজ। (ইব্রাহিমের প্রবেশ)।

ইব্রা। একঠো আদমী আপ্‌কা সাথ্ মুলাকাত মাংতা জনাব।

রঘু। কি নাম তার?

ইব্রা। কমলসিংহ জনাব।

লাল। কমলসিংহ? তাকে বলগে এখন সাক্ষাৎ হবেনা।

ইব্রা। বহুত আচ্ছা বেগমসাহেব। (প্রস্থান)।

রঘু। না না—শোন ইব্রাহিম! চলে গেছে? তাইত—এ তুমি কি করলে লালা? বোধ হয় কোন গুরুতর প্রয়োজন! নৈলে কমলসিংহের মত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিজে এখানে আসত না।

লাল। হ্যাঁ—প্রয়োজন না ছাই! আপনার ও সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করবার কোন দরকার নেই। গান শুনতে চাইছিলেন, শুনুন (ইব্রাহিমের পুন প্রবেশ)।

ইব্রা। সে আদ্‌মী ভাগবেনা বেগমসাহেব। বোলে বহুত জরুরী কাম আছে।

লাল। স্বেচ্ছায় না যায়, গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবে!

ইব্রা। বহুত আচ্ছা বেগমসাহেব! (প্রস্থান)।

লাল। দরিয়া, সরাব নিয়ে আয়।

দরিয়া। যাই বেগমসাহেব। (সরাব পূর্ণ হস্তে প্রবেশ। ও প্রদানান্তে প্রস্থান)।

লাল। (সরাব পূর্ণ পাত্র রঘুনাথসিংহের সম্মুখে ধরিয়া) নিন্ মহারাজ হাতে ব্যথা ধরে গেল যে।

রঘু। তাইত লালা—এসময়ে আবার সরাব!

লাল। বেশ—প্রয়োজন নেই! আমিও চললুম। (প্রস্থানোদ্যত)।

রঘু। না না কোথাও যেতে হবেনা! দাও। (সরাব পান)।

কমলসিংহ। (নেপথ্যে ক্রুদ্ধকণ্ঠে)। তবেরে শূয়োর! বেরো—তুই-ই বেরো!

ইব্রা। (নেপথ্যে আর্ত্তকণ্ঠে)। উঃ—!! মারিয়ে ফেললে জনাব, শালা দুষমন্ আদ্‌মী হামাকে মারিয়ে ফেললে! (শশব্যস্তে দরিয়ার প্রবেশ)।

দরিয়া। সেই জানোয়ারটা বোধ হয় ইব্রাহিমকে মারছে বেগমসাহেব।

লাল। অসম্ভব নয়! তুই যা দরিয়া, শয়তানকে পয়জার মেরে দূর করবি!

দরিয়া। বহুত আচ্ছা বেগমসাহেব। (প্রস্থান)।

কমলসিংহ। (নেপথ্যে) বড় দুঃসংবাদ আছে মহারাজ! আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অত্যন্ত প্রয়োজন।

রঘু। কে—কমলসিংহ? ভেতরে এস। (ক্রুর কটাক্ষ হানিয়া লাল বাঈয়ের প্রস্থান। ও অপরদিক্ হইতে কমলসিংহের প্রবেশ)।

কমল। বড় দুঃসংবাদ আছে মহারাজ!

রঘু। দুঃসংবাদ!

কমল। হঁ্যা মহারাজ। এই দেখুন এই পত্র মধ্যে সব লেখা আছে। (রঘুনাথসিংহকে পত্র দান)।

(রঘুনাথসিংহ পত্র গ্রহনান্তে পাঠোদ্যত; ইত্যবসরে শশব্যস্তে ইব্রাহিমের প্রবেশ)।

ইব্রা। জল্‌দি আইয়ে জনাব—জলদি আইয়ে! বহুত জলদি যাইয়ে বেগমসাহেব গির গিয়া! শিরপর্ খুন নিকালতা!

রঘু। এঁ্যা—লালা আছাড় খেয়েছে? সর্ব্বনাশ! চল চল! (ইব্রাহিম সহ টলিতে টলিতে প্রস্থান)।

কমল। (ক্রোধে অধর দংশন করিতে লাগিলেন! চোখ দিয়ে যেন তাঁর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল)। উঃ—এতদূর শয়তানী!! না সেনাপতি শ্যামসিংহের কথাই সত্য! এ নরককুণ্ড হ'তে জীবন্তে এর মুক্তিলাভ অসম্ভব! না—আর বেশীক্ষণ এই সর্পিনীর বিবরে অপেক্ষা করা উচিত নয়। (প্রস্থান। ও অপরদিক্ হইতে কথা কহিতে কহিতে লালবাঈ, ও রঘুনাথসিংহের প্রবেশ। লালবাঈ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল)।

রঘু। ইব্রাহিম্ যখন বললে আছাড় খেয়ে তুমি আহত হয়েছ; উঃ—তখন আমার কি ভয়ই না হয়েছিল! (উপবেশন করিয়া পত্র পাঠ করিতে উদ্যত হইলেন)।

লাল। ওকি, আবার পত্র খুলছেন যে ? গান শুনবেন না ?

রঘু। তুমি গাও ; আমি পড়তে পড়তেই শুনব ! (নীরবে পত্র পাঠ)।

লাল। এতক্ষণ ধরে কি ছাই পড়ছেন বলুনত ? পরে দেখবেন ; এখন ওটা আমায় দিন্। (বলপূর্ব্বক পত্র গ্রহণ)।

রঘু। আজ কতদিন বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দিয়েছি ! এমন কি সেখানের কোন সংবাদ পর্য্যন্ত রাখিনি। তাই সব ওলট পালট হবার উপক্রম হয়েছে !

লাল। ওলট পালট না! ছাই ! এতে মিথ্যা ক'রে কতকগুলো যা তা—

রঘু। না না মিথ্যা নয় ! গোপাল অসুস্থ, পাঠান দস্যুর উপদ্রবে প্রজা উৎপীড়িত ! এবার আমায় যেতেই হবে লালা। (প্রস্থানোদ্যত)

লাল। বেশ—দরকার হয় যাবেন। (রঘুনাথসিংহের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)। এখন গান শুনতে চাইছিলেন শুনুনত।

রঘু। গাইবে ? বেশ গাও। (উপবেশন)।

লাল। (উপবেশনান্তে এসরাজ লইয়া)। দরিয়া সরাব নিয়ে আয়।

দরিয়া। (নেপথ্যে) যাই বেগমসাহেব।

রঘু। আবার সরাব ?

লাল। নৈলে একাগ্রতা আসবেনা, গান ভাল লাগবেনা।

(সরাব লইয়া দরিয়ার প্রবেশ। ও প্রদানান্তে প্রস্থান)।

রঘু। বেশ—তবে দাও, আর দ্বিরুক্তি ক'রবনা। (সরাব পান)। আঃ—! এটা বড় তীব্র ! (মুখ বিকৃত করিলেন)। নাও এবার আরম্ভ কর আমার সেই প্রিয় গান। মন বাগানের ফুল কাননে—

গীত ঃ

লাল। মন বাগানের ফুল কাননে
এস ওগো মধুপ রাজ !

বাজাও তোমার মোহন বেণু
সে গুল্‌বনে রাজাধিরাজ ॥
তোমার প্রেমে ভরাও হৃদি,
জাগো সেথায় নিরবধি ;
তোমার রূপের রত্ন প্রদীপ,
জ্বালাও প্রিয়ার হিয়ার মাঝ ॥

(সঙ্গীতের মধ্যমাবস্থা হ'তেই রঘুনাথসিংহ ঝিমাইতেছিলেন)।

রঘু। (গীতান্তে জড়িতস্বরে) ওঃ—বড় ঘুম আসছে! আর থাক লালা! (শয়ন করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন)।

লাল। দরিয়া।

দরিয়া। যাই বেগমসাহেব। (প্রবেশ)।

লাল। এই বুঝি তোর সেই সরাব? কিন্তু এমনভাবে কতক্ষণ ওকে আটকে রাখবি দরিয়া? জ্ঞান হ'লেইত এখনই ও আবার দরবারে যেতে চাইবে।

দরিয়া। যাতে না চায়, এবার তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। এতদিন পরের হাতে চিঠি পত্র আসছিল, দিব্যি লুকিয়ে দেওয়া চলছিল। কিন্তু এবার ওরা নিজেরা আসতে আরম্ভ ক'রেছে। এখন থেকে বিশেষ সাবধান হ'তে না পারলে, পরিণাম বড় ভয়ানক হবে।

লাল। হবে কি দরিয়া; ভয়ানকত হয়েছেই! এখন এর প্রতিকারের উপায় কি হবে বল?

দরিয়া। দরিয়া থাকতে তারজন্য তোমায় চিন্তা ক'রতে হবে না। তারও এক সহজ উপায় আমি স্থির ক'রে রেখেছি। শোন, এখন যে কোন উপায়ে হোক মহারাজের মনকে ওদের ওপর বিষিয়ে দিতে হবে। আর সেই সঙ্গে কুমার গোপালসিংকে এরাজ্য থেকে সরাবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

লাল। গোপালসিংকে!

দরিয়া। হ্যাঁ গোপালসিংহকে। দেখছনা, সব গেছে; কিন্তু গোপাল সিংহের নামে অজ্ঞান। একেবারে বাঁধন কাটতে চায়।

লাল। হ্যাঁ তা চায়। কিন্তু তাকে সরান কি সম্ভব হবে? সেইত এখন এরাজ্যের প্রকৃত রাজা। এত নামে মাত্র মহারাজ।

দরিয়া। জোর জুলুমে কি হবে বেগমসাহেব; কৌশলে কাজ হাসিল ক'রতে হবে। এখনই জ্ঞান হ'লেই মহারাজকে বোঝাও; যে গোপালসিংহ অতি হীন চরিত্র! কু অভিপ্রায় নিয়ে প্রায়ই সে তোমার কাছে আসে।

লাল। তারপর? তার প্রমান দেখাতে হবে?

দরিয়া। হ্যাঁ তাত হবেই। কিন্তু তারও এক সহজ উপায় রয়েছে। মহারাজের হাতের লেখার অনুকরণে এমনভাবে তাকে একখানা পত্র লিখ; যেন জরুরী কাজে মহারাজ এখানে তাকে আহ্বান ক'রেছেন।

লাল। তারপর?

দরিয়া। তারপর সে এখানে এলে, বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে রেখে মহারাজকে দেখাও; সে তোমার প্রেম ভিক্ষা ক'রতে এসেছে। কেমন—হবেত? মুখে হাসি আর ধরেনা যে বেগমসাহেব।

লাল। সাবাস্ সাবাস্ দরিয়া! পুরুষ মানুষ হ'লে, তুই একটা বিশাল রাজ্যের উজীরি নিতে পারতিস্!

দরিয়া। এর চেয়ে সে সহজ ছিল বেগমসাহেব। এখন আমি যা বললুম, তার যেন ভুল না হয়।

লাল। ভুল হবে? এ তুই কি বলছিস্ দরিয়া? আমি এখন এখান থেকে কোথাও যাচ্ছিনা। মহারাজের জ্ঞান হওয়ার অপেক্ষায় এইখানেই রইলুম।

দরিয়া। হাঁ। আর জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দেওয়া বিষ-বাক্য পূর্ণ মাত্রায় তার অন্তরে ঢেলে দেবে! দেখবে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া সুরু হবে! (স্বগত) জনাব জনাব, মেহেরবাণী কর! আমার এ আয়োজন যেন ব্যর্থ না হয়!

(প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দিরাভ্যন্তর।

দৃশ্য :—বিগ্রহ সম্মুখে সখীগণের গীত।

গীত।

সখীগণ। ওগো মোদের প্রাণের ঠাকুর
একি তোমার সাধ?
যারা তোমার লাগি সকল ত্যাগী
তাদেরই সাধ বাদ॥
মিত্রে তুমি দাও বেদনা,
শত্রুরে দাও কোল;
শুনতে তুমি ভালবাস
মিত্র রোদন রোল!
ক'রবনা কলরোল,
আর বলবনা হরিবোল।
এবার হব হরি তোমার অরি,
ক'রব শুধু অপরাধ॥

(গীতান্তে চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ)।

চন্দ্র। ওঁর প্রতি এ তোদের অন্যায় দোষারোপ ভাই। এরজন্য প্রকৃত দায়ী—আমার দুর্ভাগ্য, আমার অক্ষমতা! এবার তোরা বাইরে যা ; আমায় একটু একা থাকতে দে।

(সখীগণ প্রস্থান করিল। চন্দ্রপ্রভা বিগ্রহ সম্মুখে উপবিষ্টা হইলেন)।

চন্দ্র। ঠাকুর ঠাকুর, তুমিত জান এই অন্তরের কথা ; অহরহ কি ব্যথা জাগিছে সেথায়! নির্ম্মল বাসনা শূন্য ক'রে দাও অন্তর আমার হরে নাও হৃদয়ের তীব্র হাহাকার! শান্তি দাও, সুপ্তি দাও, বিস্মৃতি দাও এ অবস্থার! (পরিচারিকার প্রবেশ)।

পরি। কুমার বাহাদুর এসেছেন মা। মন্দিরের দোরে অপেক্ষা করছেন।

চন্দ্র। আসতে বল। (পরিচারিকার প্রস্থান)।

গোপাল। (নেপথ্যে) দেবী!

চন্দ্র। এস ভাই। (লিপিহস্তে গোপালসিংহের প্রবেশ)। হাতে তোমার ও লিপি কিসের কুমার?

গোপাল। মহারাজের দেওয়া লিপি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য তিনি আমায় অনুরোধ করেছেন।

চন্দ্র। অনুরোধ করেছেন? কৈ দেখি। (পত্র গ্রহনান্তে নীরবে পাঠ)। হুঁ! কিন্তু—এত মহারাজের হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছেনা কুমার।

গোপাল। তাঁর হাতের লেখা নয়?

চন্দ্র। সন্দেহ হয় কুমার। তবে—(পুনরায় পত্র দেখিয়া) মত্ত অবস্থায় যদি লিখে থাকেন, তাহ'লে হয়ত হতে পারে।

গোপাল। কিন্তু এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই দেবী। তাঁর সঙ্গে

আমরা সাক্ষাৎ করি, এ শয়তানীর মোটেই ইচ্ছা নয়। কমল সিংহকে দিয়ে আমরা যে লিপি পাঠিয়েছিলুম, এ তারই সুযোগ।

চন্দ্র। অল্প বুদ্ধি নারী আমি! আমার মন কিন্তু একথায় সায় দিচ্ছেনা

কুমার। আমার মনে হচ্ছে নূতনভাবে আমাদের বিপদে ফেলবার জন্য, এ সেই কুহকিনীরই কোন নূতন কৌশল। লিপি নয়, এ যেন আমাদের নূতন অমঙ্গল আগমনের অগ্রদূত।

গোপাল। জানিনা দেবী তোমার এই ভবিষ্যত বাণীই সত্য কিনা কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমাদের মন্ত্রণাসভা হয়েছিল। সকলেই একবাক্যে সম্মতি দিয়েছেন, সেখানে যাওয়া আমার বিশেষ প্রয়োজন।

চন্দ্র। বিচক্ষণ তাঁরা, জ্ঞানী তাঁরা! তাঁদের উপদেশ মতই কাজ কর

কুমার। যদি মদনমোহন দেবের, মৃন্ময়ী মায়ের ইচ্ছা হ'য়ে থাকে তাহ'লে সুফল হওয়া অসম্ভব নয়। যাও কাজ শেষ ক'রে ফিরে এস। আমি এই শ্রীমন্দিরেই তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রব! এস দেবতার প্রসাদ নির্ম্মাল্য নেবে এস। (গোপালসিংহকে প্রসাদ নির্ম্মাল্য দিলেন। তিনি তাহা গ্রহনান্তে চন্দ্রপ্রভাকে প্রণাম করিলেন)। আমায় প্রণাম ক'রতে হবেনা কুমার; প্রণাম কর ঐ দেবতাকে। ওঁর চরণে আকুল আগ্রহে মনের কামনা নিবেদন কর! প্রার্থনা কর—তোমার এ অভিযান যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

গোপাল। দেবতা মাথায় থাকুন। কিন্তু তোমায় প্রণাম ক'রবনা?

তুমি যে এ রাজ্যের জাগ্রতা দেবী।
পুরাণ যদি আমাদের সত্য হয়,
সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী আদি
সত্য যদি ছিল দেবীসমা; বাক্য
ছিল অব্যর্থ তাঁদের! তাহ'লে
তোমার ও বাণী হইবে অমোঘ।

আশীর্ব্বাদ কর দেবী ; তব
আশীর্ব্বাদে পূর্ণ হবে কামনা
আমার। (দেবতার প্রতি)। সত্য
যদি হও তুমি সর্ব্বশক্তিমান,
সত্য যদি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
তব ইচ্ছাধীন। তাহ'লে হে ইচ্ছাময়,
সেবক-সেবিকারে তব—কেন
কর হেন নির্যাতন? মঙ্গল কর
হে মঙ্গলময় এ মল্লভূমির,
গ্রহণ কর গোপালসিংহের
সভক্তি প্রণাম! (দেবতার প্রণামান্তে প্রস্থান)।

চন্দ্র। (দেবতার সন্নিকটে গিয়া)। ওগো অনাথবন্ধু, পতিতপাবন, রাহু মুক্ত কর মল্লেশ্বরে! অহরহ স্বামী নিন্দা কত সহি আর! দয়া কর—দয়া কর শ্রীমধুসূদন!

(দেবতার পূজাবেদীমূলে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন)।

পঞ্চম দৃশ্য।

নূতন মহল। কক্ষ।

দৃশ্য :—সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে মূল্যবান আসন রক্ষিত।

লালবাঈয়ের প্রবেশ।

লাল। এই যে—এখানেও সব প্রস্তুত! এবার বোঝাব গোপালসিংহ আমার বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি কি ভয়ানক।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)।

ইব্রা। হামারে তলব করিয়েছে বেগমসাহেব?

লাল। হ্যাঁ। শোন ইব্রাহিম্, আমি যা বলি মন দিয়ে শুনে যাও। কিন্তু সাবধান! এর সামান্ত মাত্র ব্যতিক্রম হ'লে, এই বুড়ো বয়সে তোমার চাকরী যাবে।

ইব্রা। আপ্কা হুকুম তামিল্ করনে কেলিয়ে হামি জান কবুল ক'রবে বেগমসাহেব!

লাল। তাহ'লে প্রচুর পুরস্কার পাবে! শোন ইব্রাহিম্, আমি সংবাদ পেয়েছি, মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদর শয়তান গোপালসিংহ, এখনই এখানে আসবে। তখন তাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে আসবে। বুঝেছ?

ইব্রা। হ্যাঁ বেগমসাহেব।

লাল। মহারাজের কাছে নিয়ে যাবার জন্য সে তোমায় বলবে। কিন্তু সাবধান! তাহ'লে আমাদের সব আয়োজন পণ্ড হবে। আর সেই সঙ্গে তোমারও—

ইব্রা। কুচ্ হবেনা বেগমসাহেব। আপ্কা বাত হাম্ ঠিক সমঝ্ করিয়েছে। (প্রস্থান)।

লাল। দরিয়া—দরিয়া!

দরিয়া। যাই বেগমসাহেব। (প্রবেশ)।

লাল। তোর সংবাদ কি দরিয়া?

দরিয়া। আমার সব প্রস্তুত বেগমসাহেব।

লাল। শুধু প্রস্তুত বলে আর অপেক্ষা করা চলবে না; কাজ আরম্ভ কর। তার দাদার আহ্বান, সে এল বলে। মহারাজকে নেশায় ভরপুর ক'রে রাখবি। মনুষ্যত্ব বলে কোন পদার্থ তার ছিল, সে যেন তা বুঝতে না পারে। স্নেহ, মমতা, দয়া, মায়া, সব যেন তার অন্তর হ'তে নিঃশেষ হ'য়ে যায়।

দরিয়া। দরিয়া থাকতে তার কোন ত্রুটী হবেনা বেগমসাবেব। (প্রস্থান ও অপরদিক হ'ইতে শশব্যস্তে ইব্রাহিমের প্রবেশ)।

ইব্রা। কুমার বাহাদুর আগিয়া বেগমসাহেব।

লাল। এসেছে? যাও শীঘ্র যাও! সসম্মানে এখানে তাকে নিয়ে এস।

ইব্রা। বহুত আচ্ছা বেগমসাহেব! (প্রস্থান)।

লাল। আজ শেষ মীমাংসা। হয় আমাদের সাজান বাগান শুকিয়ে মরুভূমি হবে! নয় তাদেরই—

ইব্রা। (নেপথ্যে)। আইয়ে আইয়ে জনাব, ইধার আইয়ে।

(পুন পুন কুর্নিশ করিতে করিতে অগ্রে ইব্রাহিম, ও তৎপশ্চাৎ গোপাল সিংহের প্রবেশ।

গোপাল। (স্বগত) একি! এযে শয়তানী: (প্রকাশ্যে) মহারাজ কোথায় ইব্রাহিম? তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমি তোমায় বলেছিনা? এখানে নিয়ে এলে কেন?

ইব্রা। কসুর মাফ্ কি জীয়ে জনাব! বুড্ঢা আদমী, মেজাজ বিগড় গিয়া! ঠিক্ সামঝতা নেহি। (প্রস্থান)।

লাল। (এতক্ষণ নীরবে ক্রূর হাসি হাসিতেছিল। এক্ষণে সেভাব গোপন করিয়া)। দুঃখীত হবেননা কুমার! বসুন। আমি নিজে মহারাজকে সংবাদ দিচ্ছি। (ক্রূর কটাক্ষ হানিয়া প্রস্থান)।

গোপাল। (উপবেশনান্তে)। জানিনা তাঁর মনের অবস্থা এখন কিরূপ! হে বিশাল মল্লভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ী, হে বিশ্ব বিশ্রুত কীর্ত্তি মদনমোহন! অন্তর্হিত কি তোমরা এই বিষ্ণুপুর হ'তে? জাগো কুলকুণ্ডলিনী, জাগো চক্রধারী! এই পাপ লীলার অবসান ক'রে মুক্ত কর মল্লভূমিশ্বরে।

লালবাঈ। (নেপথ্যে)। এগিয়ে যান্ মহারাজ, ঐ কক্ষে।

রঘু। (নেপথ্যে মত্তজড়িতস্বরে)। না না তুমিও আমার সঙ্গে এস। (মত্তাবস্থায় লালবাঈ সহ প্রবেশ)।

গোপাল। (শশব্যস্তে উঠিয়া)। এই যে এসেছেন!

রঘু। চোপ্‌রাও! গোপালসিংহ, বিষ্ণুপুরের ভাবী মহারাজ! ওঃ—এই পরিণতি তোর! শিশুকাল হ'তে সন্তান বাৎসল্যে যাকে পালন ক'রেছি, আজীবন দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র ভেবে যাকে ভালবেসে এসেছি! তার কিনা আজ—না না এ আমি ভাবতে পারিনা—ভাবতে পারিনা! কিন্তু—এযে প্রত্যক্ষ! কেমন ক'রে অবিশ্বাস ক'রি? না না সব ভণ্ড, সব শয়তান, সব প্রবঞ্চকের দল! (ক্রূর হাস্যমুখে লালবাঈয়ের প্রস্থান)।

গোপাল। একি বলছেন আপনি?

রঘু। চোপ্‌রাও! আমি কোন কথা শুনতে চাইনা! সাধুতার আবরণে নিজেকে আবৃত ক'রে, যে শয়তান নীচতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে! তাকে আমি ভাই বলিনা! সে আমার কেউ নয়। এখনই এই মুহূর্ত্তে, আমার রাজ্য হ'তে তুই বেরিয়ে যা! আজ হ'তে তুই নির্ব্বাসিত!

গোপাল। নির্ব্বাসিত!! কোন অপরাধে দেব?

রঘু। কারণ জিজ্ঞাসা ক'রতে লজ্জা করেনা? যা—বেরিয়ে যা! আর আমি তোর মুখ দেখতে চাইনা! (গোপালসিংহ বজ্রাহতের মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন)। কি! এখনও দাঁড়িয়ে রইলি! ইব্রাহিম!

ইব্রা। জনাব? (প্রবেশ)।

গোপাল। থাক্—কাউকে দিয়ে দূর ক'রতে হবেনা! আমি নিজেই যাচ্ছি। (রঘুনাথসিংহকে প্রণামান্তে)। আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আপনার এ দণ্ডাদেশ যেন অম্লান বদনে পালন ক'রে যেতে পারি। (সাশ্রুনেত্রে প্রস্থান)।

রঘু। উঃ—কি শয়তানী! মনে ক'রেছিল এ লুকোচুরির খেলা কেউ কোন দিন জানবেনা! কিন্তু মানুষে না জানলেও, ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মের কাছে—(ঝড়ের বেগে রুদ্রমূর্ত্তি সদানন্দদেবের প্রবেশ)।

সদা। স্তব্ধ হও রাজা!! রঘুনাথসিংহ, আর যাই কর, ধর্ম্মের পবিত্র নাম তোমার ঐ পাপ জিহ্বায় উচ্চারণ ক'রনা! জিভ খসে যাবে! ধার্ম্মিক চূড়ামণি, শুনতে পাই কি? বিষ্ণুপুর রাজ অন্তপুরে সতীর তপ্ত অশ্রুজলে, আজ যে বন্যা বহে যাচ্ছে, তার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে যে দাবানল সৃষ্টি হবার উপক্রম হ'য়েছে! সে কোন মহাধার্ম্মিকের ধর্ম্মাচরনের ফলে? দেবচরিত্র গোপালসিংহ লম্পট! আর পরস্ত্রী যবনীর প্রেমাসক্ত তুমি, তুমি মহাসৎ! ভেবেছ বুঝি এই পাপ, এই অত্যাচার অবিচার, বৃথা যাবে? মনেও ক'রনা! তোমারও অন্তরে বিষের বাতি জ্বলবে! আর তার তাপে, তিল্ তিল্ ক'রে পুড়ে তুমি ছাই হ'য়ে যাবে!!

(ঝড়ের বেগে প্রস্থান)।

ড্‌প।

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

অরণ্য।

দৃশ্য :—অন্ধকারময় বনভূমির মধ্যে ঝড়, বৃষ্টি, মুহুর্মুহু মেঘ গর্জ্জন, ও বিদ্যুৎ চমকীতেছিল। এমন সময় গীতকণ্ঠে বনদেবীর প্রবেশ।

গীত।

বনদেবী। নিখিল ভরে করুণ সুরে
ব্যথার বাঁশী বাজিছে রে!
তরু-লতা-পাতা আদি ব্যথা হতা
আকুল বেদনা ভারেতেরে॥
বাতাস বহিছে হুতাস স্বরে,
আকাশ কাঁদিছে বাদলধারে!
নিখিল ভুবন বেদনা মগন,
প্রকৃতি বিয়োগ বিধুরারে॥

(গীতান্তে বনদেবীর প্রস্থান ও অপরদিক্ হইতে গোপালসিংহের প্রবেশ। এবং অন্ধকারে পথহারা অবস্থায় দণ্ডায়মান।

গোপাল। দুর্য্যোগময়ী রাত্রি!
ঝটিকার সন্ সন্ রব,
মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন,
অশান্ত ধারে ঝরিছে বাদল,
চারিদিক হ'তে ভেসে আসে

হিংস্র শ্বাপদের তীব্র
কোলাহল! গভীর অরণ্য
মাঝে হারায়েছি পথ! কোন্
দিকে যাই? কোথায় আশ্রয়
পাই? মদনমোহন, বিপদবারণ!
একি সীমাহীন ছলনা তোমার?
দয়া কর, রক্ষা কর ভাগ্য
হীন সেবকে তোমার!
পথহারা পথীকেরে আশ্রয়
দাও শ্রীমধুসূদন! কেহ
নাই, কেহ নাই, বাতাসের
আর্ত্তস্বর শুধু ফিরে যায়!

(এমন সময় মেঘ গরজিল, ও বিদ্যুৎ চমকিল। এবং সেই আলোকে মদনমোহনের জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রকাশ পাইল)।

না না তুচ্ছ করি বিদ্যুৎ
বিকাশ, উদ্ভাসিয়া বনভূমি
ঐ যে কার অপূর্ব্ব প্রকাশ!
গহন অরণ্যে, দুর্য্যোগময়ী
রাত্রিকালে, কে তুমি শিখিপুচ্ছধারী
জ্যোতির্ম্ময় সুঠাম কিশোর?
বিদ্যুৎ বিকাশেরই মত চকিতে
দিলে দরশন? বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ
আর একবার অন্ধকারের
ঘন স্তর দাও সরাইয়া!
দেখি—এ আমার মনের

বিকার, অথবা সত্যই ধ্যানের
ধন মদনমোহন সম্মুখে
আমার।

(এমন সময় কিয়দ্দূর হইতে বংশীধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল)।

একি! তমসাচ্ছন্ন গহন কাননে
কাহার এ বাঁশরী নিশ্বন?

(এমন সময় দৈববানীর মত অন্ধকার ভেদ করিয়া এক সঙ্গীত জাগিয়া উঠিল)।

সঙ্গীত।

এগিয়ে চল্‌রে অন্ধ পথিক,
করিস্ কেন ভয়?
শুধু ডাকরে তাঁরে-স্মরনে যারে
সকল ভয়ের অন্ত হয়॥
তোর পথের বাধা সরাতে আজ
বাধাহারী গহন বনে,
অন্ধকারের অন্তরালে
বাজায় বাঁশী আপন মনে।
ওরে ভক্ত যেথায় বিপদ মাঝে
সেথায় যে তাঁর চরণ রাজে।
শোনরে ঐ বাঁশীর সুরে
বাজিছে বরাভয়॥

গোপাল। (গীতান্তে)। পতিতপাবন, এত দয়া
যদি তব পতিতের প্রতি,

এ বিপদে তার কর চিরসাথী।
তোমার এ করুনা হ'তে
বিচ্যুত ক'রনা প্রভু
ভাগ্যহীন সেবকে তোমার !

(বংশীধ্বনি অন্ধকার ভেদ করিয়া ক্রমাগত গহন অরণ্য পানে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং গোপালসিংহ অন্ধেরমত তাহার অনুসরণ করিয়া বনমধ্যে অদৃশ্য হইলেন)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজঅন্তপুর।

দৃশ্য :—বিষাদমগ্না শান্তিপ্রভা উপবিষ্টা। চক্ষে তার শ্রাবণের ধারা।

শান্তি। কুমার কুমার, আজ তুমি কোথায় ? তোমার সেই ভুবন ভোলান রূপ আর কি কখনও দেখতে পাবনা ? আর কি কখনও—

(চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ)।

চন্দ্র। শান্তি। একি! কাঁদছিস্ ? কাঁদ। হয়ত কেঁদেই আমাদের জীবন যাবে। প্রজাদের অনুনয়, আমার অশ্রু, গুরুদেবের অনুরোধ কেউ তাকে এখানে রাখতে পারলেনা। রাজ আজ্ঞা, জ্যেষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে সে চলে গেল। তখন যদি জানতুম সর্ব্বনাশ আমাদের সঙ্গে এমনি মর্ম্মান্তিক শত্রুতা সাধবে ! তাহ'লে

কি তখন আগুন নিয়ে খেলতে যেতুম! তোর এ মর্ম্মবেদনার কারণওত একমাত্র আমিই। আমারই মনে তখন লক্ষ আশা বাসা বেঁধেছিল, আমিই তোর কুমারী মনের আঙ্গিনায় তার ভুবনমোহন মুর্ত্তি এঁকে দিয়েছিলুম! জানতুম আমার স্বপ্ন একদিন সফল হবে, আমার সংসারে আমি স্বর্গ রচনা ক'রব; কিন্তু তার পূর্ব্বেই আমার সব আশা ধুলিসাৎ হ'য়ে গেল! এ রাজ্যের কুগ্রহ আমি! আমারই জন্য যত সর্ব্বনাশ।

(সদানন্দদেবের প্রবেশ ও তাহাকে দেখিয়া শান্তির প্রস্থান)।

সদা। ছি মা, এত অধীরা হ'তে নেই! সংসার আলোয় অন্ধকারে ভরা। চিরদিন কখনও সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; অনাদিকাল হ'তে এই সংসারের নিয়ম। এই শাশ্বত সত্যকে অহরহ স্মরণ রেখে সংসারের পথে চলতে হবে। আজ দুঃখের তুফান যেমন তোমার ওপর দিয়ে চলেছে দুর্নিবার বেগে কাল সুখের জোয়ার আসবে হয়ত আরও দুর্ব্বার গতিতে! তাই বলি মা, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস অবিচলিত রেখে সব দুঃখ-দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে, কর্ত্তব্য ক'রে যাও। তিনি তোমার কল্যান ক'রবেন।

চন্দ্র। বেশ—তাই হোক? আর আমি দুঃখ ক'রবনা। আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আপনার এই অমূল্য উপদেশ যেন অম্লান বদনে পালন ক'রে যেতে পারি! যত নিষ্ঠুর কর্ত্তব্যই হোক, আমায় যেন বিচলিত ক'রতে না পারে!

সদা। ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমার অন্তরে শক্তি যোগাবেন মা। এরপর আমার আর একটি আর্জ্জি তোমায় শুনতে হবে। বরপক্ষের অনুরোধে ছোট মা শান্তিপ্রভার বিবাহের দিনস্থির ক'রতে বাধ্য হ'য়েছি।

চন্দ্র। এরই মধ্যে অতদূর এগিয়ে বোধ হয় ভাল করেননি বাবা।

সদা। ভাল করিনি! এ তুমি কি বলছ মা? এখনও কি তুমি কুমার গোপালসিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হবার আশা রাখ? সে জীবিত কিনা, তার পর্য্যন্ত স্থিরতা নেই। কিন্তু ছোট মা আমার বয়স্থা মেয়ে; আর কি বেশী দিন তাকে অবিবাহিতা রাখা ঠিক্ হবে মা?

চন্দ্র। না তা হবেনা। কিন্তু সে যে কিছুতেই এতে সম্মতি দিচ্ছেনা বাবা।

সদা। আরত সম্মতি দিচ্ছেনা বললে চলবে না মা। এরপর সম্মত না হ'লে, কৌশলে কাজ উদ্ধার ক'রতে হবে। কিন্তু এতে তোমারত অসম্মতি নেই মা?

সদা। তা কুমারের সঙ্গে বিয়ে হওয়া যখন অসম্ভব! আর এ পাত্রও যখন শান্তির অনুপযুক্ত নয়। তখন আমার অসম্মতির ত কোন কারণ নেই বাবা।

সদা। বেশ মা, এবার নিশ্চিন্ত হলাম। (প্রস্থান)।

চন্দ্র। সম্মতি দিলাম। কিন্তু এতে কি শুভ হবে? সে এখন আর বালিকা নয়; কৌশলে কাজ উদ্ধার করা কি সম্ভব হবে?

(প্রস্থান ও অপরদিক হইতে শান্তিপ্রভার পুন প্রবেশ)।

শান্তি। সম্ভব হবার পূর্ব্বেই তোমাদের সব আশা সে নির্ম্মূল ক'রবে! আমারই জীবনের সুখ শান্তির জন্য আমার মতামতের কোন মূল্য নেই। অদ্ভুত ওদের যুক্তি, অদ্ভুত ওদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি! ওদের এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ক'রব! আজ রাত্রেই আমি এখান থেকে চলে যাব। যদি তিনি জীবিত থাকেন; তাহ'লে আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত যেরূপে হোক আমি

তাঁকে খুঁজে বার ক'রবই! হে সর্ব্বশক্তিমান মদনমোহন, সতীকুলরাণী মৃন্ময়ী, তোমরাই একমাত্র ভরসা আমার।

(প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

দৃশ্য :—সশস্ত্র জঙ্গী খাঁ, মহম্মদ খাঁ, ও মামুদখাঁয়ের প্রবেশ।

জঙ্গী। তোরা ঠিক্ জানিস্ত এই জঙ্গলেই সেই শয়তান গোপালসিংহ থাকে?

মহম্মদ। আলবাত থাকে! কিন্তু সিংহমহারাজকে আমাদের সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল। কাফের হ'লেও, সে জোয়ান ছিল।

জঙ্গী। ছাই ছিল! তোরা বুঝিস্‌নে কেন বল দেখি? সে হ'ল হিন্দু কাফের গোপালসিংহের স্বজাত। সে কি আমার মত হেনস্তা ক'রতে পারত! এই দেখিস্‌না, আমি প্রথমে এমনি ক'রে তার কানে ধরে, (মামুদের কর্ণধারনান্তে) এই ওঠ্-আর ব'স্, ব'স-আর ওঠ্! এই—

মামুদ। আঃ—ছাড়ুন ছাড়ুন জনাব, বড় লাগে!

জঙ্গী। (মামুদের কর্ণ ছাড়িয়া)। আচ্ছা থাক্। কিন্তু এতেই কি তাকে

ছাড়ব মনে করছিস্? তারপর এই তার গলাতে না ধরে, (মহম্মদের গলা ধরিয়া) এই হেঁইও—আর হেঁইও! এই—

মহম্মদ। আঃ—ছাড়ুন ছাড়ুন জনবাব! আর আপনার বীরত্বে কাজ নেই!

জঙ্গী। (মহম্মদের গলা ছাড়িয়া দিয়া) হে হে হে হে—তখন যে বড় সঙ্গে নিতে চাস্নি; দেখ্ এবার আমি রিতীমত বীরপুরুষ হ'য়েছি কিনা তোদের মত দু দুটো পলোয়ানকে সঙ্গে সঙ্গে কুপোকাত!

মহম্মদ। চুপ্ করুন জনাব! ঐ সেই শয়তান এই দিকেই আসছে।

জঙ্গী। (সত্রাসে) এঁ্যা—ব—ব—বলিস্ কিরে! একেবারে সোজা সুজি এইদিকেই আসছে। (সৈনিকদ্বয়ের পশ্চাতে আত্মগোপন)।

মামুদ। একি জনাব, বীরপুরুষ হয়ে পিছনে দাঁড়াচ্ছেন যে?

জঙ্গী। আরে তা জানিস্না? আমি তাকে এত হেনস্তা ক'রব; আমায় দেখলে সে আসবে কেন।

মহম্মদ। কিন্তু ব্যাপার বড় সুবিধে নয় জনাব! শয়তানের সঙ্গে হেক্তের রয়েছে দেখছি।

জঙ্গী। এঁ্যা—হে—হে—হেক্তের! ব—ব—বলিস্ কিরে! (মামুদকে ধরিয়া কম্পন)।

মামুদ। একি জনাব, কাঁপছেন যে? ভয় পেলেন নাকি?

জঙ্গী। ধেৎ! ভয় পাব কেন। হেক্তেরের নাম শুনে গা টা শীত শীত ক'রছে! না না—ওরে বাবা! এযে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে! আমি পানি খাব!

মহম্মদ। ভয় কি জনাব! আমরা তিনজন, ও একা।

জঙ্গী। আর ভরসাই বা কি! আমরা তিনজনত ওর এক কোপের খদ্দের!

মামুদ। তবে যে এতক্ষণে বড় বীরত্ব দেখাচ্ছিলেন জনাব ?

জঙ্গী। এমন হবে বলেকি জানি। ভেবেছিলুম ব্যাটা জঙ্গলে এসে সন্ন্যাসী হ'য়েছে ; হেতের রাখবে কি ! তা নয়, ব্যাটার ধর্ম্মজ্ঞান একেবারেই নেই ! সন্ন্যাসী হ'য়েও হেতের ছাড়েনি ! পালিয়ে চল্ মামুদ, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে !

মহম্মদ। শয়তানের মুণ্ড নিতে এসে শুধু হাতে ফিরে যাব ? তাহ'লে আমাদেরই যে হেনস্তা হবে জনাব !

জঙ্গী। শুধু হেনস্তা কি ; শিগ্‌গির পালিয়ে চল্ ! নৈলে সায়েস্তা ক'রে দেবে !

মহম্মদ। ছিঃ—! সিংহ মহারাজকে সঙ্গে নিলে এমনভাবে আমাদের ফিরতে হতনা।

জঙ্গী। মোটেই না। সব স্কন্ধ কাটা হ'য়ে এখানে গড়াগড়ি যেতে !

(সকলের প্রস্থান ও অপরদিক হ'তে চিন্তামগ্ন গোপালসিংহের প্রবেশ)

গোপাল। বাঁশরীর আকর্ষণে আসিয়াছি
এ মায়া কাননে ! দুর্ভেদ্য
রহস্যাচ্ছন্ন অন্তর—বাহির !
নিত্য কোথা হ'তে ভেসে আসে
এক অপরূপ সুর, নিত্য ললিত
মধুর ছন্দে বাজে বাঁশী কোন
অরূপের, অদ্যাবধি পারিনি
বুঝিতে ! দিবস-যামিনী স্মরি
মদনমোহনে, নাম তাঁর ধ্যান
মন্ত্র মোর ! তাঁরই কি এ লীলা ?
অথবা—

(এমন সময় কিয়দ্দূর হইতে বংশীধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল)।

ঐ—ঐ ধ্বনিত সে স্বর! মধুর মধুর!!
না না, নিঃসন্দেহ হ'য়েছি এবার,
উদ্‌ঘাটিত রহস্যের দ্বার।
এ সেই অরূপেরং অব্যক্তের
বাঁশরী ঝঙ্কার! এই সুরেই
একদিন উজান বহিত যমুনা,
এই সুরেই ব্রজগোপী হইত
পাগল, এই সুরেরই ধারা
ভিন্ন রূপে বেজেছিল কুরুক্ষেত্রে,
পাঞ্চজন্য মুখে! এই সুরেরই
স্পর্শে চলিছে এই বিশাল জগৎ!
যাই, দেখি আজ পাই কিনা
দরশন তাঁর। (প্রস্থানোদ্যত ও বংশী নীরব)
একি হ'ল! কোথায় লুকাল
অপূর্ব্ব মাধুর্য্যভরা সে সুর
নির্ঝর? না না চাহিনা হেরিতে
আর! বাজাও—বাজাও
দেব বাঁশরী তোমার! (প্রস্থান)।

অপরদিক হইতে কিশোর বেশে শান্তিপ্রভার প্রবেশ)।

শান্তি। কি করি? আর যে বাজেনা বাঁশী! কোন পথে যাই?
ওরে কে ডাকিলি বাঁশরীর সুরে?
বাজা—আবার বাজা, বলে দে
কোথা প্রিয় মোর।

(বাঁশরী হস্তে ভীলবালক বেশী মদনমোহন কিষনের প্রবেশ)।

তুমিই কি বাঁশরীর সুরে
আনিলে মোরে এ গহন বনে ?
কিবা নাম ? কোথায় নিবাস
তব ?

কিষণ। হামার নাম কিষণ আছেরে—কিষণ আছে। হামি ভীলের ছাওয়াল আছে, জঙ্গলেই হামার বাস আছে।

শান্তি। সন্ধ্যে হ'য়ে এল! তাহ'লে আজকের মত আমায় একটু আশ্রয় দেবে কিষণ্ ?

কিষণ। আরে তুইত বাউরা আছিস্! হামারে আশ্রয় দিতে হোবে কেনরে! তুহার কিসের অভাব আছে ?

শান্তি। কত অভাব—তুমি কেমন ক'রে জানবে ভীল সন্তান।

কিষণ। না হামিত তুহার কুচ্ অভাব দেখছিনারে—কুচ্ অভাব দেখছিনা। সবি সময় দিল্ ভরিয়ে যে মদনমোহন ঠাকুরজীকো ডাকে; তার কুচ্ অভাব হবেনারে কুচ্ অভাব হবেনা। (প্রস্থান)।

শান্তি। বুঝেছি, তুমি আশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু কি করি ? বাঁশরী সুরের আকর্ষনেতে বনের মাঝে এলুম; এখন কোথায় যাই ? মদনমোহন—মদনমোহন, হে বিশ্ব দেবতা! বলে দাও কোন পথে যাব, কোথায় গেলে আমার বাঞ্ছিতের সাক্ষাৎ পাব।

(গোপালসিংহের প্রবেশ)।

গোপাল। কে তুমি কিশোর একাগ্র চিত্তে মদনমোহনকে ডাকছ ?

শান্তি। (স্বগত) একি! এযে সত্যই ধ্যানের ধন সম্মুখে আমার! সত্যইত আর আমার কোন অভাবই নেই। তাহ'লে কে সে কিশোর কুমার ?

গোপাল। কি ভাবছ কিশোর? মদনমোহনের কাছে তুমি কি চাও?

শান্তি। আমি? (স্বগত) না এর কাছে সত্য প্রকাশ করা হবেনা। (প্রকাশ্যে)। আমি চাই বিষ্ণুপুরের নির্ব্বাসিত যুবরাজ মহাপ্রাণ গোপালসিংহ দেবকে।

গোপাল। কেন—সে হতভাগ্যের সঙ্গে তোমার প্রয়োজন? তার দুশ্চরিত্রের কথা শোননি?

শান্তি। শুনেছি। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনা।

গোপাল। বিশ্বাস করনা? যাক্ কি প্রয়োজন তাকে? তুমি কে?

শান্তি। আমি একজন অজ্ঞাত কুলশীল হতভাগ্য কিশোর! শুনেছি তিনি খুব দয়ালু, আর বীর্য্যবান পুরুষ। আমি তার সেবা ক'রতে চাই, আর অবসর মত তাঁর কাছে যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে চাই?

গোপাল। কি নাম তোমার?

শান্তি। কিশোররাও।

গোপাল। কিশোর? বা—বেশ মিষ্ট নামটিত! আমিই সেই হতভাগ্য গোপালসিংহ কিশোর।

শান্তি। আপনিই? তাহ'লে আপনার কাছে আমি আশ্রয় চাই কুমার।

গোপাল। তুমি এই গহন বনে কেমন ক'রে এলে কিশোর?

শান্তি। বাঁশীর সুরে।

গোপাল। বাঁশীর সুরে!! তুমিও শুনেছ সেই সুর? আশ্চর্য্য!

শান্তি। শুধু শুনেছি নয়, কুমার, তাকে আমি দেখেছি। সেও আমারই মত এক কিশোর কুমার।

গোপাল। কিশোর কুমার! তাহ'লে সেই রাত্রে—বিদ্যুতালোকে যে কিশোর মূর্ত্তি দেখেছি; এ আর কেউ নয়; এ সেই। তোমায় আমি আশ্রয় দোব কিশোররাও, পুণ্যবান তুমি। (আপন মনে)

তবে আর ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান কেন। আজ হ'তে সবই বিসর্জ্জন দোব। (কটি হইতে তরবারী খুলিয়া) বহুদিনের সাথী তুমি, বন্ধু তুমি, আজ তোমার মুক্তি! (তরবারী অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন)।

শান্তি। একি কুমার! ক্ষত্রিয় হ'য়ে অস্ত্র ত্যাগ ক'রলেন যে? প্রয়োজন হ'লে আত্মরক্ষা ক'রবেন কেমন ক'রে?

গোপাল। আত্মরক্ষার আমি এক মহান অস্ত্র আবিষ্কার ক'রেছি কিশোররাও। সর্ব্বজয়ী-সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন সে আয়ুধ আমার। এ অস্ত্র যার আয়ত্বাধীন; ত্রিভুবনে সে সবার অজেয়!

শান্তি। কি সে অস্ত্র কুমার?

গোপাল। চপলমতি কিশোর তুমি; তুমি হয়ত এর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝবে না। সে অস্ত্র আমার সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন সর্ব্বশক্তিমান মদনমোহন। আজ হ'তে তাঁর হাতে স'পে দিয়েছি আমার জীবনের সব শুভাশুভ ভার।

শান্তি। কেন কুমার?

গোপাল। একদিনের বিপদোদ্ধারে আমার মহাজ্ঞান লাভ হ'য়েছে কিশোররাও। যেদিন নির্ব্বাসিত অবস্থায় এখানে আমি প্রথম আসি। উঃ—কি ভীষণ সেদিন! দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতে সূচীভেদ্য জমাট অন্ধকারের মাঝে—শ্বাপদ সঙ্কুল গহন অরণ্যে পথহারা হ'য়ে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি! সেদিন আমার সঙ্গে ঐ তরবারী ছিল। কিন্তু কোন উপায় সে ক'রতে পারেনি। তারপর কোথা হ'তে মাভৈঃ রবে বেজে উঠল বাঁশী। তার সুরের রশি ধরে এলাম, ঐ দূরের পাতার কুঁড়ের আশ্রয়ে। তখন হ'তে আমার মনের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দের এক মহাযুদ্ধ চলছিল কিশোর। আজ

তোমার আগমনে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে, সে যুদ্ধে আমি জয়ী হয়েছি! আজ বুঝেছি, নিতান্ত অসহায়কে ভিন্ন তিনি ধরা দেননা। তাই অস্ত্র ত্যাগ করলুম, অসহায় হ'য়ে তাকে ধরবার জন্য। চল কিশোর আমার ঐ আশ্রয়ে। আজ হ'তে সেই বিপদবারন মদনমোহনের দর্শন লাভই হবে আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত!

(উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাঠান শিবির।

দৃশ্য :—সরাব পান রত জঙ্গী খাঁ। সম্মুখে নৃত্য গীতরতা নর্ত্তকীগণ।

গীত।

নর্ত্তকীগণ। স্বপনভরা মধু যামিনী
মৃদুল গমনে বহিয়া যায়।
মত্ত শিহরণ হানিতেছে সমীরণ,
আকুল ক'রিছে তুলি প্রেমিক প্রেমিকায়॥
সুনীল গগন পরে হাসিতেছে শশধর,
স্নিগ্ধ জোছনা রাশি উছলিছে ধরাপর।

রজত বরনা ধরার আঙিনা,
ঝরিছে রজত ধারা অবনীর গায় ॥
(গীতান্তে শোভাসিংহের প্রবেশ)

শোভা। প্রমোদ উৎসব এখন বন্ধ কর খাঁসাহেব। বিলাস ব্যসনের এসময় নয়। বহু কাজ এখনও আমাদের বাকী।

জঙ্গী। নিশ্চয়ই! বলুননা কি ক'রতে হবে? এখনই তারজন্য আমি আপনাদের হুকুম করছি। বিবিজান, শিগ্‌গির এখান থেকে বিদায় নাও।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ও মহম্মদখাঁর প্রবেশ)।

মহম্মদ। বন্দেগী মহারাজ।

শোভা। বিষ্ণুপুরের সমস্ত অবস্থা পরিদর্শন ক'রে এসেছ মহম্মদখাঁ?

মহম্মদ। হ্যাঁ মহারাজ। কোন বিষয়ে কোন ত্রুটী নেই। কিন্তু সেখানের রাজার অবস্থা আরও অবনত।

শোভা। আরও অবনত!

মহম্মদ! হ্যাঁ মহারাজ আরও অবনত। লালবাঈয়ের গর্ভে তাঁর এক পুত্র সন্তান হয়েছে। একের মায়া ছাড়তে পারেননি; এ আবার তার ওপর আরও এক নতুন বন্ধন।

শোভা। বিষ্ণুপুরের দুর্ভাগ্য মহম্মদখাঁ। নৈলে রঘুনাথসিংহের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—চরিত্রবান ব্যক্তির এমন শোচনীয় অধঃপতন হবে কেন। যাক্—এখন তুমি যেতে পার মহম্মদখাঁ। (অভিবাদন করিয়া মহম্মদখাঁর প্রস্থান)। শোন খাঁসাহেব, এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য কুমার গোপালসিংহ। বিষ্ণুপুরের এই চরম দুঃসময়ে আমরা যদি গোপালসিংহের ছিন্ন শির গুপ্তভাবে বিষ্ণুপুর বাসীদের সামনে উপস্থিত ক'রতে পারি। তাহ'লে আমাদের অর্দ্ধেক কাজ

আমরা সেইখানেই শেষ ক'রতে পারব। সেই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে বিষ্ণুপুর যখন শোকে—হতাশায় মুহ্যমান হ'য়ে থাকবে! সেই সময় অতর্কিতে আক্রমন ক'রে আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব।

জঙ্গী। নিশ্চয়ত! তাইত ক'রতে হবে। ঐ গোপলা শয়তানের মুণ্ডটা আগে চাই।

শোভা। মুণ্ড ও চাই, আর তার জন্য সৈন্য ও গেছে। কিন্তু খাঁসাহেব—

জঙ্গী। এঁ্যা—সৈন্য গেছে? তাহ'লে আর চিন্তা কি মহারাজ! এখনই শয়তানের মুণ্ডটা ধড় ছাড়া ক'রে নিয়ে এল ব'লে।

শোভা। ততদূর সহজসাধ্য নয় খাঁসাহেব! চার চারটে পলোয়ান আস্ফালন ক'রে গেছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত কেউ ফিরলনা। অন্তে যা করুক, মামুদ গেছে; তার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস খাঁসাহেব! অন্তের তুলনায় সে চতুর, সুকৌশলি, বীর।

(মহম্মদখাঁর পুন প্রবেশ)।

মহম্মদ। মামুদ ফিরেছে মহারাজ।

শোভা। এসেছে? কৈ—কোথায় সে? (মামুদখাঁর প্রবেশ) এই যে মামুদ! সংবাদ কি মামুদখাঁ?

মামুদ। বড় দুঃসংবাদ মহারাজ!

শোভা। দুঃসংবাদ! তাহ'লে কি বলতে চাও মামুদখাঁ, তুমি ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এসেছ?

মামুদ। শুধু ব্যর্থ নয় মহারাজ; সঙ্গী তিনজনকে হারিয়ে এসেছি।

শোভা। হারিয়ে এসেছ!! মামুদখাঁ মামুদখাঁ! নিঃস্বহায়-বনবাসী গোপালসিংহের—

মামুদ। গোপালসিংহের জন্ত নয় মহারাজ। সে হেতের ধরেনি।

জঙ্গী। এঁ্যা—হেতের ছেড়েছে? হাম্ যায়েঙ্গা—হাম্ যায়েঙ্গা! এবার ব্যাটাকে এমন হেনস্তা করেঙ্গা।

শোভা। আঃ—স্থির হও খাঁসাহেব! সমস্ত সংবাদ দিতে দাও। গোপাল সিংহ যদি নিরস্ত্র। তাহ'লে কে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রলে মামুদখাঁ?

মামুদ। কিশোররাও নামে এক কিশোর। দ্বিতীয় গোপালসিংহের মত সে শয়তান! অদ্ভুত অস্ত্র চালাবার কৌশল, অদ্ভুত শক্তি তার! আমাদের মত হাজার যোদ্ধার মহড়া, বোধ হয় সে একা নিতে পারে।

শোভা। আশ্চর্য্য! সে আবার কোথা থেকে এল?

মামুদ। জানিনা মহারাজ। (শোভাসিংহ চিন্তামগ্ন)।

জব্বী। (স্বগত) ওরে বাবা! গোপলা হেতের ছাড়লেত আবার কিশরে এসে জুটল। না শয়তানকে হেনস্তা করা আর হ'লনা দেখছি!

শোভা। উত্তম! তুমি এখন বিশ্রাম করগে মামুদখাঁ।

মামুদ। যো হুকুম মহারাজ। (প্রস্থান)।

জব্বী। তাইত মহারাজ—

শোভা। এখন চিন্তার সময় নেই খাঁসাহেব। ছলে-বলে-কৌশলে, যেরূপে হোক তাকে ধরাশায়ী করতেই হবে! গোপালসিংহের ছিন্ন শির চাই-ই! (উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

নূতন মহলের একাংশ।

দৃশ্য :—শিশু সন্তান ক্রোড়ে দরিয়া, ও তৎপশ্চাৎ লালবাঈয়ের প্রবেশ।

লাল। এ তুই অন্যায় বলছিস্ দরিয়া!

দরিয়া। না না কিছুই অন্যায় নয়। এই আসমানের চাঁদ যে তোমার কোলে এল, তারজন্য একটা উৎসব হবেনা?

লাল। কিন্তু মহারাজ এতে রাজি হবেন কেন? তুই যে এর সঙ্গে হিন্দু প্রজাদেরও জড়াতে বলছিস্।

দরিয়া। শুধুই কি বলছি? এতেও আমার এক উদ্দেশ্য আছে বেগম সাহেব। এই উৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের মুসলমান বাবুর্চ্চির হাতের তৈরী খানা হিন্দু প্রজাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়ে, তাদের যদি জাতি ধর্ম্মের দেমাক নষ্ট ক'রে রাখতে পার। তাহ'লে ভবিষ্যতে তোমার এই সোনার চাঁদ, বিষ্ণুপুরের রাজ তক্তের মালিক হ'তে পারবে। হিন্দুর দল, মুসলমানীর ছেলে বলে আর কোন আপত্তি ক'রতে পারবেনা।

লাল। হ্যাঁ—তা হয়ত হবে। কিন্তু হিন্দু প্রজারা আমাদের এ ফাঁদে পা দেবে কেন?

দরিয়া। ইচ্ছা ক'রে দেবেনা। তাইত তোমায় বলছি। মহারাজের সাহায্যে জোর ক'রে তাদের বাধ্য ক'রতে হবে! রাজার হুকুম অমান্য ক'রবার শক্তি এরাজ্যে কারও নেই।

লাল। না সত্যই তা নেই। সাবাস্ দরিয়া! এও তোর এক অপূর্ব্ব কৌশল! এতে শুধু আমার রাজমাতা হবার সম্ভাবনাই থাকবেনা এতে আমার এক কীর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা হবে। তুই নিশ্চিন্ত থাক

দরিয়া! এরজন্য মহারাজকে আমি সময় মত নিশ্চয় অনুরোধ ক'রব।

দরিয়া। না না সময় মত বললে হবেনা, এখনই বলতে হবে। মহারাজ এখন নেশায় ভরপুর হ'য়ে আছেন! এখন তাঁর কাছে যা আব্‌দার ক'রবে, তিনি না ক'রতে পারবেননা। এস—আর দেরী করনা বেগমসাহেব।

লাল। আচ্ছা তাই চল্। (দরিয়াসহ প্রস্থান ও পরে দরিয়ার পুন প্রবেশ)

দরিয়া। আমার পরলোকগত জনাব, দরিয়ার মা বাপ, মেহেরবানী কর, এ আশা যেন আমার পূর্ণ হয়। এই সুযোগে তোমাব মুক্তি পথ যেন সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ক'রতে পারি।

(দরিয়ার প্রস্থান ও অপরদিক হ'তে লালবাঈ আর রঘুনাথসিংহের প্রবেশ)।

রঘু। (মদ্য জড়িতস্বরে) এ তোমার অন্যায় আবদার লালা! সেবার বললে তোমার এক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। তখন কোন দ্বিরুক্তি করিনি। প্রচুর অর্থব্যয়ে গড়ের দক্ষিন দিকে বিশাল এক দীঘি খনন করিয়ে, বিষ্ণুপুর বাসীর কাছে তোমার নামকে অমর ক'রে রাখবার জন্য, তোমার নামে তার নাম দিলাম লালবাঁধ। সেই মত যদি হ'ত, বিনা বাক্য ব্যয়ে আমি তা করিয়ে দিতুম। কিন্তু এযে আমার সাধ্যের অতীত লালা।

লাল। বেশ থাক। এখনত আমি আপনার চক্ষুশূল হয়েছি! আমার আবদারত এখন সাধ্যের অতীত হবেই। (ক্রন্দন)।

রঘু। ছি লালা, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়! না না চোখ মোছ। আমি আর সব সইতে পারি; সইতে পারিনা তোমার চোখের জল। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এ বিষয় নিয়ে সময় মত চিন্তা ক'রে দেখব।

লাল। না আর আপনাকে চিন্তা করতে হবেনা! আজই আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যতা)।

রঘু। সত্যই চললে যে! শোন শোন। (লালবাঈকে ধরিয়া) তুমি বড় সুন্দর লালা!

লাল। না না আমি আর আপনার কোন কথা শুনতে চাইনা। হাত ছাড়ুন, এখনই আমি এখান থেকে চলে যাব। (হাত ছাড়াইবার মৃদু চেষ্টা)।

রঘু। আচ্ছা তাই হবে! কোথাও যেতে হবেনা।

লাল। হবে নয়। তাহ'লে এখনই আপনি দরবারে আদেশ পত্র পাঠিয়ে দিন।—ইব্রাহিম।

ইব্রা। যাভা হ্যায় বেগমসাহেব। (প্রবেশ)।

রঘু। আচ্ছা তাই হোক। ইব্রাহিম চল, ভেতরে চল! আমার আদেশ পত্র নিয়ে এখনই তোমাকে দরবারে যেতে হবে।

ইব্রা। যোহুকুম জনাব! (প্রস্থান)।

রঘু। এবার হয়েছে ত?

লাল। (সহাস্তে) হ্যাঁ হ'য়েছে।

রঘু। বেশ—এবার তবে সরাব দেবে চল। সব চিন্তা বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়ে দিইগে।

(লালবাঈসহ প্রস্থান ও অপরদিক হইতে উল্লসিতা দরিয়ার প্রবেশ)।

দরিয়া। হা হা হা হা—বাজীমাৎ!! আর যাবে কোথায়! এবার দেশ শুদ্ধ সমস্ত হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত ক'রে, এই বিষ্ণুপুরে আমি পাঠান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ক'রব! জনাব, এবার বোধ হয় তোমার বেহেস্তে যাবার পথ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ক'রতে পারব! এবার

বোধ হয় দরিয়ার প্রতিশোধ পিপাসাতুর অন্তর তৃপ্ত হবে! হা হা হা হা! (উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান)।

ড্রপ!!

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

অরণ্য।

দৃশ্য :—কিশোর বেশী শান্তিপ্রভা ও গোপালসিংহের প্রবেশ।

শান্তি। অস্ত্র ত্যাগ ক'রে আপনি অন্যায় করেছেন কুমার।

গোপাল। কেন? পাঠান দস্যুদের জন্য তুমি কি চিন্তিত কিশোর?

শান্তি। না তারজন্য নয় কুমার। তাদের গতিরোধ করবার মত শক্তি আপনার এই ক্ষুদ্র সেবকের বাহুতে যথেষ্ট আছে! সে বিষয়ে এই কিশোররাও আপনার শিক্ষাদানের অমর্য্যাদা করবেনা। কিন্তু কুমার রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর আপনি; দুদিন পরে আপনাকে রাজদণ্ড ধারণ করতেই হবে!—সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী!

গোপাল। একান্তই যদি তা হয়। তাহ'লে মদনমোহনের নামে সে রাজ্য শাসিত হবে।

শান্তি। হ'লেও, সবাইত আপনার মত ভক্ত চূড়ামনি নয় কুমার। যদি বিপদ আসে? কোন শত্রু যদি রাজ্য আক্রমন করে?

গোপাল। বিপদ যদি আসে, স্মরণ ক'রব বিপদবারন মদনমোহনকে। মদনমোহনই আমার ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, লক্ষ্য, সব। সমগ্র দেশ আমি হরিনামে প্লাবিত ক'রব! আমার রাজ্য শাসনের প্রধান লক্ষ্য হবে, ছলে—বলে—কৌশলে, সকলকে ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত করা।

শান্তি। আপনার দণ্ড ভয়ে ভীত হ'য়ে, সমস্ত প্রজা হয়ত হরিনাম ক'রবে। কিন্তু তার লাভ কি হবে?

গোপাল। মহালাভ হবে! ইচ্ছায়—অনিচ্ছায়—শ্রদ্ধায়—অবজ্ঞায়, যেরূপে হোক, অমৃত উদরস্থ হলেই তার অমরত্ব লাভ হয়। সেই মত ইচ্ছায়—অনিচ্ছায়—শ্রদ্ধায়—অবজ্ঞায়, যেমন ক'রে হোক, ঐ মহামৃত মদনমোহনের নাম গ্রহণ করলেই হবে তার মুক্তি।

কিশোর। (নেপথ্যে) ধন্য—ধন্য হে মহাসাধক! পূর্ণ লোক, পুণ্য ইচ্ছা তব!

গোপাল। কে—কে—তুমি কিশোর বালক?

শান্তি। কাকে কি বলছেন কুমার? কোথায় আপনার কিশোর বালক?

গোপাল। ঐ—ঐ—তরুর আড়ালে!

শান্তি। তরুর আড়ালে! কৈ—আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা কুমার! (প্রস্থান)।

গোপাল। বল বল কিশোর তুমি কে? ঐ অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি নিয়ে কি জন্ত এসেছ এই শ্বাপদ সঙ্কুল গহন অরণ্যে?

গীত।

কিষণ। (নেপথ্যে) ভক্ত যেথায় আমিরে সেথায়,
আমি যে চির ভক্তাধীন!
ভক্ত আমার মাথার মনি,
ভক্ত কাছে আমিরে দীন॥
এসেছিরে ভক্ত তরে—
এই গহন বনের অভিসারে।
ভক্ত বাধা করিতে বিনাশ,
আমি যে চির নিদ্রাহীন!
ভক্ত আমার মাথার মনি,
ভক্ত কাছে আমিরে দীন॥

গোপাল। ভক্তাধীন! হাঁ। সত্যই তুমি ভক্তাধীন। মুখে তোমার দেবভাব, চোখে তোমার দেবদীপ্তি! মুর্খ আমি, অন্ধ আমি! তাই এতক্ষন তোমায় চিনতে পারিনি। কৈ—কোথায় তুমি? একি! এরই মধ্যে হ'লে অন্তর্হত! মদনমোহন, মদনমোহন, একটিবার—আর একটিবার শুধু দিয়ে যাও দেখা!

উন্মত্তবৎ প্রস্থান ও পরে অপরদিক হ'তে সশস্ত্র শোভাসিংহ,
জব্বার্খাঁ, মহম্মদ, মামুদ, ও অন্যান্য পাঠান সৈন্যগনের প্রবেশ)।

শোভা। আক্রমন কর, আক্রমন কর! ঐ দেখ, শয়তান মদনমোহন মদনমোহন বলে উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে! এই সুযোগে, ঐ নিরস্ত্র অবস্থায় শয়তানকে পশুর মত হত্যা কর!

(পাঠানগণ অগ্রসরোদ্যত। এমন সময় তাদের সম্মুখভাগে
উন্মুক্ত তরবারী হস্তে সদর্পে শান্তি প্রভার প্রবেশ)।

শান্তি। কে নিঃসহায়? কার স্পর্দ্ধা ওঁকে হত্যা করে। সাবধান। আর এক পাও এগিয়ে এলে তোমাদের আমি পশুর মত হত্যা ক'রব!

মামুদ। এই সেই কিশোররাও মহারাজ! এই সেই শয়তান!

জঙ্গী। (স্বগত) ওরে বাবা—এইটেই সেই কিশরে! না—এদের সঙ্গে এসে আমি ভাল করিনি। (সৈন্যদের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া কম্পন)।

শান্তি। দেখছ কি শয়তানের দল! শীঘ্র এখান থেকে সরে যাও! তোমাদেব হত্যা ক'রে আমার এই পবিত্র তরবারী আমি কলঙ্কিত ক'রতে চাইনা! (প্রস্থান)।

জঙ্গী। তাইত সিংহ মহারাজ, ব্যাটা নাকের সামনে পাঁই পাঁই ক'রে হেতেরটা ঘুরিয়ে দিয়ে গেল যে! করুন—এবার হেনস্তা করুন।

শোভা। সামান্য বালকের আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা!

জঙ্গী। এই সময় সরে পড়ুন মহারাজ। নৈলে ও যে সে ছেলে নয়, সায়েস্তা ক'রে দেবে! না কাজ নেই বাবা, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা সময় থাকতে সরে পড়াই ভাল। (প্রস্থান ও পরে নেপথ্যে জঙ্গীখাঁর আর্ত্তনাদ)। উঃ!!

শোভা। একি!

পাঠানগণ। সর্ব্বনাশ! (জঙ্গীখাঁর গমন পথে দ্রুত প্রস্থান)।

শোভা। উঃ—কি নির্ব্বুদ্ধিতা! সামান্য বালক বিবেচনায় উপেক্ষা করার শোচনীয় ফল! শয়তান এখান থেকে গিয়ে ধনু শর নিয়েছে। (তীর বিদ্ধ রক্তাক্ত কলেবর জঙ্গীখাঁকে লইয়া পাঠান গণের প্রবেশ)। যাও, ওকে ঐ নদী তীরে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করগে। আমি আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমন ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি, এই অপরিনামদর্শিতার শাস্তি কি ভয়ানক!

(সকলের প্রস্থান ও মদনমোহনের আবির্ভাব)।

মদন। এবার দেখব গোপালসিংহ আমার ওপর তোমার নির্ভরতা কতদূর

(অন্তর্দ্ধান ও পরক্ষণেই নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি ও কোলাহল ও অপরদিক হ'তে গোপালসিংহ প্রবেশ)।

গোপাল। সর্ব্বনাশ! এযে অসংখ্য দস্যু! কাতারে কাতারে বন হ'তে বেরুচ্ছে! বুঝেছি মদনমোহন এ তোমারই লীলা। কিন্তু প্রভু এতে গোপালসিংহ ভীত নয়। দস্যুত অতি তুচ্ছ! তোমার নামে সে যমকে পর্য্যন্ত ভয় করেনা! কিন্তু কিশোররাও কোথায় গেল?

(কটিতে তরবারী ও হস্তে ধনুশর লইয়া শান্তি প্রভার প্রবেশ)।

শান্তি। আমার জন্ত চিন্তিত হবেননা কুমার, নিজে আত্মরক্ষা করুন! অসংখ্য দস্যু!

(উদ্যত পিস্তল হস্তে শোভাসিংহের প্রবেশ)।

শোভা। (গোপালসিংহকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উত্তোলাস্তে) মরবার জন্ত প্রস্তুত হও শয়তান!

শান্তি। (গোপালসিংহকে আড়াল করিয়া) সাবধান দস্যু!

শোভা। বটে শয়তান! তবে তুই-ই মর!

(পিস্তল ছুড়িয়া প্রস্থান। পিস্তল ছুড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির ধনুশর হস্তচ্যুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কটি হইতে ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড লইয়া সে রক্তাক্ত মনিবন্ধ বাঁধিতে সচেষ্ট হইল)।

গোপাল। একি কিশোর! তুমি আহত হ'য়েছ! (ক্ষিপ্র হস্তে শান্তির ক্ষত স্থান বাঁধিতে বাঁধিতে) আমি মনে করলুম পিস্তল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়েছে। (এমন সময় নেপথ্যে পুনরায় তূর্য্যধ্বনি ও কোলাহল)।

শান্তি। আর নয়, হাত ছাড়ুন! ঐ দেখুন উন্মত্ত পাঠানের দল এই দিকেই ছুটে আসছে। (উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দ্রুত প্রস্থান)।

গোপাল। তাইত! কি করি! অসংখ্য দস্যুর সঙ্গে ক্ষুদ্র বালক কত ক্ষণ যুদ্ধ ক'রবে! মদনমোহন-মদনমোহন, একি সীমাহীন ছলনা তোমার! ওঃ—আমি সম্মুখে থাকতে আমারই রক্ষায়, আমার বালক শিষ্য দস্যুর হাতে প্রান দেবে? এযে অসহ্য! না না আমি তা হ'তে দোবনা! অস্ত্র-অস্ত্র! কে কোথায় আছ আমায় একখানা তরবারী দাও! (প্রস্থানোদ্যত ও পরে পুনরায় ফিরিয়া) না না একি ভ্রম, একি অবিশ্বাস! যা করেন মদনমোহন, সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশন ঐ আয়ুধ আমার। ঐ যে যুদ্ধ চলেছে। উঃ—কি ভীষণ দৃশ্য! একদিকে এক দুগ্ধপোষ্য বালক, অন্যদিকে অসংখ্য দানব! মদনমোহন মদনমোহন, কোটি মত্ত হস্তীর শক্তি দাও কিশোরের দেহে! বাঃ—ধন্য কিশোর, ধন্য মদনমোহন অপার করুনা তোমার! ঐ যে দস্যুদল এবার ছত্রভঙ্গ হ'য়ে এসেছে। যাই, কিশোর নিত্য তুই আমার জন্য মালা গাঁথিস্, আজ আমি তোর জন্য মালা গাঁথব তোর গৌরবে আজ আমি গরীয়ান, তোর মহত্ত্বে আমি মহীয়ান। প্রস্থান ও অপরদিক হইতে আহত শোভাসিংহকে ধরিয়া লইয়া শান্তিপ্রভার প্রবেশ)।

শোভা। কে তুমি বীরশ্রেষ্ঠ মহানুভব কিশোর? তোমায় দেখে আজ আমার বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি জেগে উঠেছে, বহুদিনের অতি পরিচিত একখানি মুখ আমার মনে পড়ছে! সত্য বল তুমি কে?

শান্তি। বলেছিত আমি কুমারের শিষ্য, নাম আমার কিশোররাও।

শোভা। কিশোররাও? যাক্ যেই হও, এবার তুমি যেতে পার। বড় ক্লান্তি! আমি এখানে একটু বিশ্রাম ক'রব। (উপবেশন করিবার জন্য শান্তির স্কন্ধ হইতে হাত তুলিয়া লইবার কালে শান্তির উষ্ণিষে আঘাত লাগিয়া তাহা মস্তকচ্যুত হইয়া শান্তির স্বরূপ প্রকাশ পাইল)। না না একে শান্তি!! শান্তি শান্তি!! (শান্তিকে বক্ষে জড়াইয়া

ধরিলেন। শান্তি তাঁহার বুকে মুখ লুকাইল)। এ বেশে তুই এখানে? (শান্তি নীরব, নত দৃষ্টি) ও—বুঝেছি! তুই উপযুক্ত পাত্রেই আত্মসমর্পন করেছিস্ মা! গোপালসিংহ আমাদের শত্রু হলেও, সে মানব সমাজের এক উজ্জল রত্ন। তোর দিদির ভাগ্যে যা ছিল, তা হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি তুই সুখী হ। এক ভুলে বহু সর্ব্বনাশ ক'রেছি! নিজের জীবনকে শ্মশান ক'রেছি, তোর জীবন দুঃখময় ক'রেছি, একমাত্র কন্যার জীবন মরুভূমি ক'রেছি! কিন্তু আর না। জজীথাঁ মরেছে, অধিকাংশ সৈন্য মরেছে, এখন থেকে শোভাসিংহ ও মরল। আজ থেকে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত এ রাজ্যে আর কেউ দেখতে পাবেনা। (প্রস্থানোদ্যত)।

শান্তি। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) জেঠামশায়!

শোভা। (পুনরায় ফিরিয়া) একি! কাঁদছিস্? চুপ্ কর পাগলী! তোর নিজেরই সর্ব্বনাশ হবে যে। এ অবস্থায় গোপালসিংহ এখানে এসে পড়লে তোর কি সর্ব্বনাশ হবে একবারও ভেবে দেখেছিস্ কি মা? আমিত তার চরিত্র জানি। হয়ত তোকে তার সঙ্গ পর্য্যন্ত হারাতে হবে। কাঁদিস্ নে মা, আয় উষ্ণিষটে পরিয়ে দিয়ে তোকে পূর্ব্বের মত কিশোররাও সাজিয়ে দিয়ে যাই। (শান্তির মাথায় উষ্ণিষ বাঁধিয়া দিয়া) আর কাঁদিস্‌নে মা! ওরে—তাহ'লে মরণেও আমার শান্তি আসবেনা! (প্রস্থান)।

শান্তি। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) জেঠামশায়—জেঠামশায়!! না না ওরে মন স্থির হ—স্থির হ! এতদিনের এত আশা, এত সংযম, এক লহমায় চূর্ণ ক'রে দিস্‌নে! (উপবেশনান্তে নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় পুষ্প মাল্য হস্তে গোপালসিংহের প্রবেশ)।

গোপাল। এইযে কিশোর। বিজয়ী বীর, এমন বিমর্ষভাবে এখানে বসে কেন ? ওঠ। (শান্তির হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া) গ্রহণ কর প্রিয়তম গুরুর দেওয়া এই উপহার। (শান্তির কণ্ঠে পুষ্প মাল্য প্রদান ও নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) একি ! বনের মাঝে এসময় শাঁখ বাজায় কে ?

কিষণ। (নেপথ্যে) ভবিতব্য ! (খিল্ খিল্ করিয়া হাস্ত)।

শান্তি। ও—কিষণ। (লিপি হস্তে সাংবাদিকের প্রবেশ)।

সাংবা। (অভিবাদনান্তে) মহারাণীমায়ের এক লিপি আছে কুমার।

গোপাল। মহারাণীর লিপি ! আশ্চর্য্য ! তিনি কেমন ক'রে আমার এই অজ্ঞাত বাসের সংবাদ সংগ্রহ করলেন ?

সাংবা। কিষণ নামে এক ভীল বালকের কাছ থেকে আমরা এখানের সংবাদ সংগ্রহ করেছি কুমার।

গোপাল। ভীল বালকের কাছ থেকে ! যাক্—তুমি পত্র দাও। তিনি কি লিখেছেন দেখি। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) একি ! এযে মহা সর্ব্বনাশ !

শান্তি। কি হয়েছে কুমার ? তিনি ভাল আছেন ত ?

গোপাল। হ্যাঁ তিনি ভাল আছেন। কিন্তু অন্য এক ভীষণ সর্ব্বনাশ সেখানে সুরু হ'য়েছে ! মহারাজ জোর ক'রে হিন্দু প্রজাদের ধর্ম্মনাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। সেইজন্য ধর্ম্মনাশের ভয়ে দলে দলে তারা বিষ্ণুপুর ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে। তাই সেখানে যাবার জন্য মহারাণী আমায় অনুরোধ করেছেন। কিন্তু নির্ব্বাসিত যে আমি। কেমন ক'রে তাঁর অনুরোধ রক্ষা ক'রব।

শান্তি। নির্ব্বাসিত সত্য। কিন্তু সেত অন্যায় অপবাদে কুমার। একমাত্র কর্ত্তব্য বোধেই আপনি সে দণ্ডাদেশ পালন ক'রেছেন। এও কি

সেই মত কর্ত্তব্য নয়? আপনার জন্মভূমি আজ বিপন্ন, ধর্ম্মনাশ ভীত প্রজা দলে দলে দেশত্যাগী। দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশবাসীর ধর্ম্ম রক্ষায় সহায়তা করা কি আপনার কর্ত্তব্য নয় কুমার?

গোপাল। (চিন্তিত চিত্তে) কর্ত্তব্য? হঁ্যা সত্য বলেছ কিশোর, এ আমার কর্ত্তব্য। চল আমি যাব।

শান্তি। চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আপনার জন্মভূমি আমার তীর্থভূমি! (সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মৃন্ময়ী মন্দির।

দৃশ্য :—মন্দিরাভ্যন্তরে মহিষাসুর হননোদ্যতা সিংহবাহিনী দশভুজা দেবীমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। মোট্ পেটরা ইত্যাদি লইয়া দেশত্যাগে অভিলাষী প্রজাগনের প্রাঙ্গন মধ্যে প্রবেশ ও আনীত সামগ্রী প্রাঙ্গন মধ্যে নামাইয়া মৃন্ময়ীকে প্রণাম।

১ম প্রজা। (প্রণমান্তে) মাগো—এখানে আমাদের বহুদিনের বাস! আজ বড় দুঃখে—অত্যাচারী রাজার ভয়ে আমরা ভিটে ছাড়া হ'য়ে চলেছি! এর সুবিচার তুমি কোরো মা তুমি কোরো!

(আনীত সামগ্রী প্রাঙ্গন হইতে তুলিয়া লইয়া প্রজাগণ প্রস্থানোদ্যত এমন সময় মন্দিরের মধ্যে সদানন্দদেব, শ্যামসিংহ, দেবলসিংহ, ও কমলসিংহের প্রবেশ)।

সদা। (মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রজাগণের প্রতি) দাঁড়াও! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর যেখানে ইচ্ছা যেও, আমরা বাধা দোবনা। (প্রজাগণ পুনরায় মোট্‌ পেট্‌রা নামাইয়া প্রাঙ্গনে উপবেশন করিল। সদানন্দদেব মন্দির মধ্যে চলিয়া গেলেন)।

সদা। (মৃন্ময়ীকে প্রণাম করিয়া) মা মা সত্যই কি পাষানী জননী তুই? সন্তানের কাতর আহ্বানেও ভাঙ্গিবেনা যোগনিদ্রা তোর? মঙ্গল কর মা মঙ্গলময়ী, অসহায় সন্তানদের রক্ষা কর সঙ্কটতারিণী! মোহ গ্রাস হ'তে মুক্ত করি মল্লভূমিশ্বরে, শান্তি আন মাগো সাধের লীলা ক্ষেত্রে তোর।

(প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়া গোপালসিংহের প্রবেশ ও মৃন্ময়ীকে প্রনামান্তে মন্দির মধ্যে গমন, ও সদানন্দদেবের পদধূলি গ্রহণ)।

সদা। কে তুমি যুবক?

গোপাল। আমি। আপনার সেবক গুরুদেব।

সকলে। (সহর্ষে) যুবরাজ!

সদা। তাইত! (সহর্ষে) কুমার কুমার, তুমি এসেছ? (মৃন্ময়ীর প্রতি) মা মা কে বলে পাষাণী জননী তুই! অপার করুনা তোর করুনাময়ী তোরই কৃপায় আমাদের হারান মানিক্‌ আজ আমরা ফিরে পেলুম। বৎস, বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের বিষয় বোধ হয় তুমি অবগত?

গোপাল। হ্যাঁ অবগত দেব। কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় করেছেন?

সদা। না এখনও কিছুই স্থির ক'রতে পারিনি। কিন্তু সময় মাত্র এক দিন আর। আগামী কাল সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরবাসী হিন্দুর গৌরবরবি তার ধর্ম্ম, চিরকালের জন্য অস্তমিত হ'য়ে যাবে! বিষ্ণুপুর প্রায় জনশূন্য। শঙ্কিত প্রজা দলে দলে নগর ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে। ঐ মন্দির প্রাঙ্গনে যাদের দেখছ; ওরাও ঐ পথের যাত্রী। অভয় পায় থাকবে, নয় সব চলে যাবে।

গোপাল। বুঝেছি। কিন্তু রাজার আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কে ওদের অভয় দেবে ?

চন্দ্রপ্রভা। (যবনিকার অন্তরাল হইতে) মহারাণী! আমি অভয় দিচ্ছি! আমার আদেশ, একজনও রাজকর্ম্মচারী জীবিত থাকতে যেন প্রজার ধর্ম্মনাশ না হয়! ছলে—বলে—কৌশলে, যেরূপে হোক প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করা চাই-ই! জগন্মাতা মৃন্ময়ী দেবীর এই শ্রীমন্দিরে দাঁড়িয়ে আমি শপথ ক'রছি! এরজন্য যদি আমায় বৈধব্যকেও বরণ ক'রে নিতে হয়! তাতেও আমি পশ্চাৎপদা হবনা। (প্রস্থান)

সদা। ধন্যা ধন্যা জননী আমার!

প্রজাগণ। জয় মহারাণী মায়ের জয়!

গোপাল। তাহ'লে মহারাণীর আদেশই কি পালন ক'রবেন গুরুদেব ?

সদা। নৈলে উপায় কি—বৎস ? ধর্ম্মরক্ষা ক'রতে হবেত ?

গোপাল। হবে। কিন্তু কি উপায়ে তা সম্ভব হবে দেব ?

সদা। প্রথমত যে কোন উপায়ে হোক, মহারাজকে সেই সর্পিনীর বিবর থেকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তারপর উপদেশ, অনুরোধ, অনুনয়, যে কোন প্রকারে হোক, এই সর্ব্বনাশা আদেশ বাণী তাকে প্রত্যাহার করাতেই হবে!

গোপাল। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয় ? ও আদেশ যদি তিনি প্রত্যাহার না করেন ?

সদা। তাহ'লে তার কাছ থেকে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নিতে হবে।

গোপাল। ছিনিয়ে নেওয়া কি সম্ভব হবে দেব ?

সদা। শুধু সম্ভব নয়। যদি প্রয়োজন হয়, তাহ'লে তোমাকেই তা সম্পন্ন ক'রতে হবে।

গোপাল। আমাকে!

সদা। হ্যাঁ তোমাকে। বুক বাঁধ! পশ্চাৎপদ হওয়া চলবেনা। (মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রজাদের প্রতি) স্বয়ং মহারাণীমা তোমাদের অভয় দিয়েছেন। এবার তোমরা নিশ্চিন্ত মনে তোমাদের ঘরে ফিরে যাও।

প্রজাগণ। জয় মহারাণী মায়ের জয়! (মৃন্ময়ীকে প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান ও পরে মন্দির মধ্যে চিন্তাযুক্তা চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ)।

চন্দ্র। ভাল করলুম, কি মন্দ করলুম. কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনাত! এক দিকে প্রজার ধর্ম্ম, অন্যদিকে স্বামী! একদিকে অসংখ্য, অন্যদিকে এক। কিন্তু সে এক, আমার জীবন সর্ব্বস্ব, আমার ইহকাল-পরকাল আমার স্বর্গ-মোক্ষ, আমার সীমন্তের সিন্দূর রেখা! কি কর্ত্তব্য আমার? কাকে রাখি? স্বামী? না না ধর্ম্ম ধর্ম্ম! ভুল বশত তিনি আজ পথহারা! নৈলে ধর্ম্ম যে তাঁর মর্ম্ম! শক্তি দাও সর্ব্ব শক্তিময়ী! যেন প্রজাদের ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে পারি, যেন স্বামীর পুত্রতুল্য প্রজাদের মুখে হাসি আনতে পারি। (গোপালসিংহের পুন প্রবেশ)।

গোপাল। প্রজাদের মুখে হাসি আনবার জন্য এই নিষ্ঠুর কর্ম্মে ব্রতী হ'য়েছ দেবী?

চন্দ্র। কে? কুমার? এস। কিন্তু একি বলছ তুমি? এযে আমার কর্ত্তব্য। ভুল বশত তিনি আজ বিপথগামী. হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য! তাই বলে আমিও যদি অন্ধের মত তাঁর অনুসরণ করি। তাহ'লে কে এই সর্ব্বনাশের গ্রাস হ'তে তাঁর সাধের বিষ্ণুপুরকে রক্ষা ক'রবে? ইহকালত তাঁর গিয়েছেই। এখনও যদি তিনি বাধা না পান; তাঁর উদ্যত খড়্গ ধর্ম্মের শিরশ্ছেদ করে! তাহ'লে ধর্ম্মের অভিশাপে, ধর্ম্মচ্যুত প্রজার অভিশাপে, পরকালও তাঁর

ছারখার হবে! তাঁর আত্মার মুক্তিপথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হবে। আমি তাঁর অনুপযুক্তা স্ত্রী, ইহকাল তাঁর রক্ষা ক'রতে পারিনি। সম্মুখে প্রশান্ত—উজ্জ্বল পরকাল। তা আর ভারাক্রান্ত হ'তে দোবনা।

গোপাল। পরকাল!

চন্দ্র। হ্যাঁ পরকাল। ভুল বোঝনা কুমার। মনে রেখো আমরা হিন্দু, আত্মার উপাসক। পরকালে বিশ্বাস আমাদের অটুট! তাই আমার এই চেষ্টা কুমার।

গোপাল। পরকাল পরকাল!! স্বামী বলি দিতে পারবে দেবী?

চন্দ্র। স্বামী বলি!

গোপাল। হ্যাঁ—স্বামী বলি। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমার এই পরকাল রক্ষার ব্রত উদ্‌যাপনে তোমার সিঁথির সিন্দুর মুছে দিতে হবে। তোমার এই ব্রত সমাপ্তির প্রধান অর্ঘ্য হবে তোমার বৈধব্য। বুক বেঁধেছ? পারবে সে আঘাত সহ্য ক'রতে?

চন্দ্র। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যদি তাই হয়; তা হ'লে যে কোন রূপে হোক, তা পূর্ণ হবেই। কিন্তু আমি জানি, স্বামী পদে যদি আমার ঐকান্তিক ভক্তি থাকে; তাহলে তুমি স্থির জেনো কুমার! জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত, সীমন্তের সিন্দুর রেখা আমার উজ্জ্বলই থাকবে!

(প্রস্থানোন্মতা ও পশ্চাৎভাগে ছদ্মবেশ মুক্তা শান্তি প্রভার প্রবেশ)।

শান্তি। দিদি দিদি!

চন্দ্র। (শান্তির কণ্ঠস্বর শুনিয়া তড়িৎ পৃষ্ঠার মত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) কে? শান্তি! শান্তি শান্তি!! (উন্মাদিনীর মত তিনি শান্তির দিকে ছুটিয়া গেলেন। এবং শান্তি তাঁর দিকে ছুটিয়া আসিল।

মধ্যপথে তাঁহাদের মিলন হইল। চন্দ্রপ্রভা শান্তিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, শান্তি তাঁহার বুকে মুখ লুকাইল। গোপাল সিংহ অবাক হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন)।

তৃতীয় দৃশ্য।

নূতন মহল।

কক্ষ।

দৃশ্য :—শয্যাপরি শায়িত রঘুনাথসিংহ নিদ্রিত। ক্রমে তাঁহার শিয়রের দিকে ধীরে ধীরে জ্যোতির বিকাশ ও তন্মধ্য হইতে ত্রিশূলধারিনী মৃন্ময়ীদেবীর আবির্ভাব।

মৃন্ময়ী। রঘুনাথসিংহ!

রঘু। (তন্দ্রাঘোরে নিদ্রাজড়িত স্বরে)।

কে তুমি দিব্য জ্যোতি
বিভূষিতা রমণী?

মৃন্ময়ী। হায় মোহান্ধ!—
তোরে কিবা দোব পরিচয়।
আমি মূলাধার। আমিই
পুরুষ, আমিই প্রকৃতি।
ব্রহ্মারূপে আমি স্রষ্টা,
বিষ্ণুরূপে আমিই সবে

করিরে পালন, আমিই
সংহার করি মহাকালরূপে!
আমারই ইচ্ছায় চলিছে
এই বিশাল জগৎ।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ,
চলিতেছে আমারই ইঙ্গিতে ;
আমি সর্ব্বশক্তিময়ী!

রঘু। (পূর্ব্ববৎ স্বরে) তুমি?

মৃন্ময়ী। হ্যাঁ আমি।
যেদিন এই বিষ্ণুপুরের—
আদি রাজা রঘুনাথমল্লের
তীর্থ যাত্রী পিতা, সদ্য প্রসূতা
সহধর্ম্মিনী সহ, আত্মজরে
বনমাঝে করি পরিত্যাগ—
তীর্থাভিমুখে করেন প্রস্থান ;
রাত্রিকালে হিংস্র শ্বাপদগণ,
মৃতা জননীরে করিয়া ভক্ষণ,
শিশুরে যখন করে আক্রমন!
তখন আমিই—ধরি ভয়ঙ্করী
রূপ, রক্ষা করি সে শিশুরে
শ্বাপদের কবল হইতে।
আমিই তখন বৃক্ষশাখে
মধুচক্র করিয়া সৃজন,
ক্ষুধাতুর শিশু মুখে সেই
মধু করিয়া বর্ষণ, রক্ষা
করি জীবন তাহার।

রঘু। (পূর্ব্ববৎ স্বরে)　　তুমি ?

মৃন্ময়ী।　　　　　　　　হঁ্যা আমি।
বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে, গোচারণ
কালে রঘুনাথ, যবে
বনমধ্যে হয় নিদ্রাগত।
তখন আমিই ধরি ভুজঙ্গের
রূপ, রৌদ্রতপ্ত মুখ তার
দিবাকর কর হ'তে করি
আচ্ছাদন! আমিই রাখাল
রঘুনাথমস্তে দিছি রাজ সিংহাসন।
আমিই চাকলৃতা বৃক্ষশিরে
বকরূপে বাজ পক্ষী করেছি
সংহার, আমিই করি প্রত্যাদেশ,
শ্বাপদ সঙ্কুল গহন অরণ্য
মাঝে গড়িয়াছি বিষ্ণুপুর
নাম্মে এই সোনার নগর।
সেইখানে—বড় সাধের সেই
লীলাক্ষেত্রে মোর, তুলেছিস্
আজ তুই অধর্ম্মের প্রলয়
তুফান! কিন্তু সাবধান! এখনও
ও পাপ সঙ্কল্প করি পরিত্যাগ,
দিকে দিকে অভয়বানী কর
বিঘোষিত; হাসি আন—
সন্ত্রাসিত প্রজাদের মুখে।

নহে জানিবি নিশ্চয়! মৃত্যু
দ্রুত শিয়রেতে তোর! (অন্তর্দ্ধান)।

রঘু। (উপদেশনান্তে চারিদিক্ নিরীক্ষণ রত অবস্থায়)।
আশ্চর্য্য! কোথা গেল সেই—
কুহকিনী? শিরশ্ছেদ করিব
তাহার!

(শিয়র হইতে তরবারী লইয়া, উন্মুক্ত কৃপান হস্তে যেন কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় লালবাঈয়ের প্রবেশ)।

লাল। মহারাজ।

রঘু। এইযে পেয়েছি! (উত্তেজনা বশে ক্রুদ্ধ বাঘের মত লালবাঈয়ের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন)। শয়তানী! হুমকী দিয়ে রঘুনাথসিংহকে ভয় দেখাতে চাস্!

(লালবাঈকে আঘাত করিবার জন্য তরবারী উত্তোলন করিলেন)

লাল। (রঘুনাথসিংহের বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্ত হইবার জন্য এতক্ষণ প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছিল। তাই এক্ষণে কতকাংশে সফল হইয়া তার স্বর ফুটিল)। দরিয়া দরিয়া, শিগ্‌গির আয়! মহারাজ আমায় খুন ক'রলেন!

রঘু। (লালবাঈয়ের আর্ত্তস্বর শ্রবণে তাঁর চৈতন্য হইল, কণ্ঠ ছাড়িয়া দিলেন তরবারী হস্তচ্যুত হইল)। ক্ষমা কর লালা, আমি অপ্রকৃতিস্থ! রাত্রি এখন কত লালা?

(দরিয়ার প্রবেশ)।

দরিয়া। রাত্রি কোথায় মহারাজ? প্রভাত হয়েছে যে।

রঘু। প্রভাত হয়েছে? (ইব্রাহিমের প্রবেশ)।

ইব্রা। একঠো ফকির আদ্‌মী আপ্‌কা সাথ্ মুলাকাত মাংতা জনাব।

রঘু। ফকির আদ্‌মী! কি জাতি?

ইব্রা। হিন্দু আছে জনাব।

রঘু। হিন্দু সন্ন্যাসী? (চিন্তিতচিত্তে পদচারণ)। উত্তম! নিয়ে এস।

ইব্রা। বহুত আচ্ছা জনাব! (প্রস্থান)।

দরিয়া। এত কি ভাবছ বেগমসাহেব?

(লালবাঈ এখনও হাঁপাইতেছিল। সেই অবস্থাতেই বলিল)।

লাল। ভাবছি—এতক্ষণ যদি চীৎকার ক'রতে না পারতুম! তাহ'লে কি সর্ব্বনাশই না হ'ত!

দরিয়া। যাক্—হয়নিত? এখন চল। (লালবাঈসহ প্রস্থান ও অপর দিক্ হইতে সদানন্দদেবের প্রবেশ)।

সদা। কল্যান হোক বৎস! মহারাণী মায়ের অনুরোধ, একবার তোমায় অন্তপুরে যেতে হবে।

রঘু। অন্তপুরে? (চিন্তিত হইলেন)। হ্যাঁ—যেতে পারি। কিন্তু বৃথা এ চেষ্টা গুরুদেব! আপনার প্রিয় শিষ্য বিষ্ণুপুরের ভাগ্য বিধাতা সে রঘুনাথসিংহ আর নেই। আছে মদ্যপায়ী, লম্পট, তার প্রেতমূর্ত্তি!

সদা। থাক্ বৎস। অতীতের তিক্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবার কোন প্রয়োজন নেই। যা হবার হয়ে গেছে। দুঃস্বপ্নের মত মন হ'তে তাকে মুছে ফেলে দিয়ে আবার মানুষ হও।

রঘু। মানুষ হব আমি? হায় গুরুদেব! না না আমার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিয়ে, অন্তরের মাঝে আর নরকের আগুন জ্বালিয়ে দেবেন না! ওঃ—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা গুরুদেব!! ওরে, কে আছিস্? সরাব দিয়ে যা! অনুশোচনায় সমস্ত অন্তর আমার দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে! (সরাব লইয়া ইব্রাহিমের প্রবেশ)।

ইব্রা। জনাব।

রঘু। এইযে, নিয়ে এসেছিস্? দে। (সরাব দিয়া ইব্রাহিমের প্রস্থান ও রঘুনাথসিংহের সরাব পান) আঃ—! বড় তৃপ্তি গুরুদেব! তাপ দগ্ধ অন্তরের শীতলতা আনবার এমন সুন্দর বস্তু বোধ হয় আর আবিষ্কৃত হয়নি। (পুনরায় সরাব পান)।

সদা। (রঘুনাথসিংহের হস্ত ধরিয়া) কর কি বৎস? আরও—ও বিষ পান—ক'রলে যে—

রঘু। অতীতের বহু স্মৃতি! তার হাত হ'তে মুক্তি চাই! বিস্মৃতি চাই, বিস্মৃতি চাই!

সদা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ। এযে হিতে বিপরীত হ'ল! মা মা সঙ্কট তারিণী, এই কি তোর মনে ছিল?

রঘু। কি ভাবছেন গুরুদেব? কতদূর নিচে নেমেছি? আচ্ছা হাত ছাড়ুন; আজ থেকে আর আমি মদ্ খাব না। (হাতের সরাব পাত্র ছুড়িয়া দিলেন) কিন্তু যার জন্য আপনি এখানে এসেছেন, সে আসা আপনার ত্যাগ ক'রতে হবে। রঘুনাথসিংহ এই অপকীর্ত্তির মাঝেই তার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে যাবে! সে মরবে, তবু তার আদেশ প্রত্যাহার করবেন না! যান্, আমি আরও আদেশ দিচ্ছি; রাজ কর্ম্মচারীদের জানিয়ে দেবেন। কিম্বা থাক, আমি নিজেই যাচ্ছি। যে সমস্ত প্রজা ধর্ম্মনাশ ভয়ে নগর ত্যাগ ক'রে চলে গেছে; আমি তাদেরও চাই! আমার উদ্যত খড়্গ একসঙ্গে সবারই শিরশ্ছেদ ক'রবে! (প্রস্থান)।

সদা। অসম্ভব মূর্খ! তাদের নয়। তোমার উদ্যত খড়্গ—তাহ'লে তোমারই শিরশ্ছেদ করবে! (প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর মন্ত্রণাগার।

দৃশ্য:—শ্যামসিংহ, কমলসিংহ, দেবলসিংহ, ও সদানন্দদেব উপবিষ্ট।

কমল। এযে হীতে বিপরীত হল দেব। দরবারে এসে তিনি আদেশ দিয়েছেন, ধর্ম্মনাশ ভয়ে যে সমস্ত প্রজা বিষ্ণুপুর ত্যাগ ক'রে চলে গেছে। তিনি তাদেরও চান।

সদা। আমিও তা জানি কমলসিংহ। এখন আমার প্রথম প্রশ্ন, তোমরা কি চাও? একদিকে রাজা, অন্যদিকে জাতি ধর্ম্ম!

দেবল। মহারাণী মায়ের আদেশই আমরা পালন ক'রব দেব। প্রাণ থাকতে আমরা ধর্ম্মনাশ হ'তে দোবনা।

সদা। ধন্যবাদ তোমাদের! তাহ'লে প্রস্তুত হও!

কমল। আপনার আদেশ আমরা মাথা পেতে গ্রহণ ক'রলুম!

দেবল। আমাদের কি ক'রতে হবে দেব?

সদা। হত্যা!

সকলে। হত্যা!!

সদা। হ্যাঁ—হত্যা! দ্বিতীয় উপায় নেই। কেন? কুণ্ঠা কিসের? অন্নদাতা বলে? কিন্তু উপায় নেই। দেহের যদি কোন স্থান পচতে আরম্ভ করে, আর কোন ঔষধই যদি তার প্রতিকার ক'রতে না পারে। তাহ'লে অন্য অঙ্গের রক্ষায়, সেই দূষিত অঙ্গ দেহচ্যুত ক'রতে হয় তা জান?

সকলে। হ্যাঁ—তা জানি।

সদা। এও জানবে সেইমত পুতিগন্ধময় গলিত অঙ্গ! এর উচ্ছেদ ক'রতে না পারলে, জাতির সমস্ত শরীর গলে গলে পড়বে! বল—এরমধ্যে ধর্ম্মকে, জাতিকে, কে বেশী ভালবাস? ধর্ম্মের, জাতির কল্যান কল্পে কে পারবে এই মহাব্রত উদ্‌যাপন ক'রতে?

দেবল। আমি পারব! আমি ধর্ম্ম চাই, জাতি চাই!

কমল। আমিও পারব! প্রাণ থাকতে ধর্ম্ম লুন্ঠিত হ'তে দোবনা!

সদা। উত্তম! তাহ'লে প্রস্তুত হও! (গোপালসিংহের প্রবেশ)

গোপাল। সাবধান! এইজন্য আমার অজ্ঞাতসারে আপনাদের এই গুপ্ত মন্ত্রণা? আর কমলসিংহ, দেবলসিংহ, শ্যামসিংহ, আপনারাও এই হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? অন্নদাতার বিরুদ্ধে এই হীন অভিযান? ছিঃ—এত নীচ, এত হৃদয়হীন আপনারা?

সদা। শুদ্ধ হও কুমার! ওরা আর যাই হোক, তোমার মত স্বার্থপর নয়। নিজের জেষ্ঠের জন্য তুমি একটা জাতির উচ্ছেদ ক'রতে চাও, একটা রাজ্যের সর্ব্বনাশ ক'রতে চাও! একের জন্য তুমি লক্ষবলি দিতে চাও কুমার?

গোপাল। লক্ষবলি! (চিন্তাযুক্ত হইলেন)।

সদা। হ্যাঁ লক্ষবলি! একটা বিরাট জাতির ধ্বংস! তুমি কি জাননা গোপালসিংহ? হিন্দু প্রাণ দেবে, তবু ধর্ম্ম দেবনা। তাই আমি বহু চিন্তার পর এই মহাসত্যের আবিষ্কার ক'রেচি, লক্ষের রক্ষায়—একের ক্ষয়!

গোপাল। (স্বগত) লক্ষের রক্ষায় একের ক্ষয়! তাহ'লে আমিই কি ভুল পথে চলেছি? না আর ভাবতে পারিনা! মদনমোহন চিরউপাস্য দেবতা আমার! তোমার ওপরই জেষ্ঠের সমস্ত শুভাশুভ ভার আমি অর্পণ ক'রলাম। (প্রস্থান)।

শ্যাম। তাইত! কি হবে দেব?

সদা। ভয় নেই! ওর দ্বারায় আমাদের কোন অনিষ্ট হবেনা। আর দেরী করা চলবেনা। চল, মৃন্ময়ীমায়ের প্রসাদী সিন্দুর তোমাদের ললাটে পরিয়ে দিইগে। (সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তপুর তোরণ সম্মুখ।

দৃশ্য :—অগ্রে সদানন্দদেব, ও তৎপশ্চাৎ ললাটে সিন্দুর লেপিত অবস্থায় ধনুর্ব্বান হস্তে কমলসিংহ, ও দেবলসিংহের প্রবেশ।

সদা। জগন্মাতা মৃন্ময়ীদেবী, আর মদনমোহনদেবের নাম স্মরণ ক'রে এগিয়ে যাও! মহারাজ প্রাসাদের ওপরাংশে আছেন। অনুরোধ অনুনয়, মিনতি, যে কোন উপায়ে হোক, মহারাণী মা যদি তাঁকে ঐ সর্ব্বনাশা আদেশ প্রত্যাহার ক'রাতে পারেন, উত্তম! নয়, সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি ক'রে নিজের ব্যর্থতা তিনি আমাদের জানিয়ে দেবেন। তারপরের ব্যবস্থা ক'রতে হবে তোমাদের।

দেবল। আমাদের কি ক'রতে হবে দেব?

সদা। তাও আমাকে বলে দিতে হবে? শঙ্খধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গেই, উভয়ে উভয়দিক্ হ'তে মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে সকলে তীর চালাবে! সাবধান! মনে থাকে যেন, তোমাদের কর্ম্ম তৎপরতার ওপরেই, সমগ্র জাতির উত্থান পতন নির্ভর ক'রছে! লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'লে সর্ব্বনাশ হবে!

কমল। আশীর্ব্বাদ করুন দেব! আপনার আশীর্ব্বাদই আমাদের এক মাত্র ভরসা!

সদা। ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমাদের জয়যুক্ত ক'রবে! তোমাদের আয়ুধমুখে বজ্র আবির্ভূত হবে! দেবতারা একাজে তোমাদের সহায় হবেন। নৈলে—আজকের এই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর হ'তে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব চিরকালের জন্য লোপ হ'য়ে যাবে!

দেবল। ভয় নেই গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের জয়যুক্ত ক'রবেই!

(সদানন্দদেবের পদধূলি গ্রহনান্তে কমল ও দেবলসিংহের প্রস্থান)।

সদা। (পাদচারণ করিতে করিতে) জানিনা—আমার এই আরব্ধ কর্ম্মের শেষ কোথায়। কি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়েছিলুম; আর আজ কালের আবর্ত্তে পড়ে কতদুর নীচে নেমেছি! সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী আজ একটা বিশাল রাজ্যের পরিচালক! অহিংসা-ধর্ম্মাবলম্বী বিশ্বের মঙ্গলব্রতী সদানন্দদেব, হিংসায় আজ নরখাদক পশুরও অধম। নারায়ণ, চক্রধারী, আরও কত করাবে? (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) ঐ—ঐ—শঙ্খধ্বনি! উঃ—কি গভীর নির্ঘোষ! যেন কুরুক্ষেত্র মাঝে দর্পহারীর পাঞ্চজন্য নাদ!

রঘু। (নেওথ্যে) উঃ!! কে রে শয়তান!

(নেপথ্যে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ। পরে দ্রুতবেগে কমল ও দেবলসিংহের প্রবেশ)।

সদা। সংবাদ কি দেবলসিংহ?

দেবল। সংবাদ আশাতীত গুরুদেব! দূর হ'তে ওরূপ অব্যর্থ লক্ষের আমরা আশা করিনি।

সদা। কিসের পতন শব্দ হ'লনা?

কমল। হ্যাঁ। তীরবিদ্ধ হয়ে মহারাজ ওপর থেকে নীচে পড়েছেন বোধ হয় হরিণ পিঞ্জরের ওপরে।

সদা। উত্তম! যাও, অস্ত্রত্যাগ ক'রে তোমরা এখন বিশ্রাম করগে। আমি এখন সেইখানেই চললুম। দুঃখিত হয়োনা। তোমাদের ওপর সমগ্র জাতির আশীর্ব্বাদ আজ অজস্র ধারায় বর্ষিত হবে!

(একদিকে সদানন্দদেব ও অন্যদিকে কমল ও দেবলসিংহের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজ অন্তপুর।

দৃশ্য :—চন্দ্রপ্রভার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া রক্তাক্ত কলেবর রঘুনাথসিংহ শায়িত। চন্দ্রপ্রভার সখীগণ শুশ্রূষা রত। এবং পদতলে গোপালসিংহ উপবিষ্ট।

রঘু। ওঃ—! গুরুদেব গুরুদেব! কৈ—এখনও তিনি আসেননি?

(সদানন্দদেবের প্রবেশ)

সদা। এই যে এসেছি বৎস।

রঘু। এসেছেন? আততায়ী—আততায়ী গুরুদেব! অনুসন্ধান করুন।

সদা। অনুসন্ধান ক'রতে হবেনা রাজা; দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা কর! মরণে শান্তি পাবে। আততায়ী তোমার দুষ্কর্ম্ম, তোমার কর্ম্মফল।

চন্দ্র। কিন্তু বাবা, বন্দী ক'রলে কি—

সদা। উপায় ছিলনা মা। মহারাজ রঘুনাথসিংহকে বন্দী ক'রবার মত বীর এখনও জন্মায়নি।

চন্দ্র। কিন্তু তাকে হত্যা ক'রবার বীরের বুঝি অভাব হ'লনা বাবা?

সদা। ভুল বোঝনা মা। তোমারইত আদেশ যেরূপে হোক ধর্ম্মরক্ষা করা চাই। তুমিই শঙ্খধ্বনি ক'রে পুনরায় সে আদেশ আমাদের জানিয়ে দিয়েছ।

চন্দ্র। ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমি যে কোন উপায় অবলম্বন করবার আদেশ দিয়েছিলাম সত্য। কিন্তু শঙ্খধ্বনি আমিত করিনি বাবা।

সদা। করনি। কিন্তু গভীর নির্ঘোষে শঙ্খ যে বেজে উঠল, সেত আমাদের ভুল নয় মা?

চন্দ্র। না। আমিও শুনেছি শঙ্খনাদ। আমি শঙ্খ গ্রহণ ক'রবার পূর্ব্বেই, মনে হ'ল যেন প্রাসাদ শিখর হ'তে কে শঙ্খধ্বনি ক'রলে।

সদা। প্রাসাদ শিখর হ'তে! আশ্চর্য্য! প্রাসাদ শিখর হ'তে কে শঙ্খধ্বনি করলে?

(অন্তরীক্ষে মদনমোহনের আবির্ভাব)।

মদনমোহন। আমি আমি!

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামী যুগে যুগে॥

আমি সেই গীতার পুরুষ।

দ্বাপরের প্রান্তভাগে, পাপে

যবে পূর্ণ ছিল সসাগরা ধরা!

ধর্ম্মরক্ষা তরে সেই সময়

কুরুক্ষেত্র মাঝে গভীর আরাবে

বেজেছিল পাঞ্চজন্য মোর!

আজি পুন ধর্ম্মেরই রক্ষায়

পুনরভ্যুদয় হ'ল তার

এই বিষ্ণুপুরে।

(সকলে রোমাঞ্চিত দেহে দৈববানী উদ্দেশে প্রণাম করিলেন)

রঘু। মৃত্যুপথের যাত্রী আমি! মরনের দ্বারে দাঁড়িয়ে আজ আমার চৈতন্য হ'য়েছে। তোমার এই তেজস্বিতা, ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখে আমি বড় আনন্দিত হ'য়েছি মহারাণী। কিন্তু বড় দুঃখ! দেবতার নির্ম্মাল্যের মত নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানে শিশুকাল হ'তে সন্তান বাৎসল্যে যাকে পালন করেছি। সেই সন্তান অধিক প্রিয়তম গোপালসিংহ, আমার সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়ে—

সদা। ভুল বৎস! দেবতা হ'তেও মহান, ভীষ্মদেবের মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তার। শুধু সেই পিশাচীর পৈশাচিক ছলনায় তোমার চক্ষে অপরাধী সে। এই দেখ সে লিপি। যার জন্য সে নূতন মহলে গিয়েছিল।

(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে লিপি বাহির করিয়া রঘুনাথসিংহকে দান)।

রঘু। (লিপি গ্রহণ করিয়া পাঠ) তাইত! গুরুদেব গুরুদেব! এ আমি কি ক'রেছি! এযে মিথ্যা এযে ভীষণ ষড়যন্ত্র! ওঃ বড় জ্বালা বড় জ্বালা গুরুদেব। প্রতিবাদ ক'রবার অবসর পর্য্যন্ত আমি তাকে দিইনি! নীরবে অধোবদনে সে চলে গেছে! ওরে আজ আমি অন্তিম শয্যায়! ফিরে আয়—ফিরে আয় ভাই। সে ভুল সংশোধন করবার আমায় অবসর দে!

গোপাল। এইযে আমি তোমার পদতলে দেব।

রঘু। গোপাল—গোপাল!! এ আমি স্বপ্ন দেখছিনাত?

গোপাল। না দেব স্বপ্ন নয়, সত্যই আমি; সেবক তোমার।

রঘু। না না সেবক নস্, অনুজ নস্, তুই আমার সন্তান সমান। গুরুদেব গুরুদেব, সকলে মিলে আমায় একবার ধরে বসিয়ে দিন! মৃত্যুর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের শূন্য সিংহাসন আমি পূর্ণ ক'রে যাব।

গোপাল। সিংহাসন আমি চাইনে। যারা ষড়যন্ত্র ক'রে তোমায় এই অন্তিম শয্যায় শায়িত ক'রেছে! তাদের মাথায় পরিয়ে দাও ঐ উষ্ণিষ তোমার।

রঘু। ক্ষুব্ধ হ'স্‌নে ভাই! ওঁরা আমার মহাবন্ধু! সর্ব্বনাশের গ্রাস হ'তে ওঁরা আমার সাধের বিষ্ণুপুরকে রক্ষা ক'রেছেন, মহা অভিশাপ হ'তে ওঁরা আমায় বাঁচিয়েছেন। অবাধ্য হ'স্‌নে! আমার অন্তিম ইচ্ছা আমায় পূর্ণ ক'রতে দে। মাথা নীচু কর, অতদূর হাত উঠবেনা ভাই। (গোপালসিংহ মাথা নীচু করিয়া উষ্ণিষ গ্রহণ করিলেন) পদধূলি দেন গুরুদেব, জীবন দীপ—আমার—নিভে—এসেছে! (সদানন্দদেবের পদধূলি গ্রহণ) বিদায়—দাও চন্দ্রপ্রভা। দুঃখ ক'রনা সতী, মৃত্যু নয়, এ অ—মা—র—ম—হা—মু—ক্তি! জ—ন—নী—মৃ—ন্ম—য়ী! (মৃত্যু)।

চন্দ্র ও গোঃ। মহারাজ মহারাজ !! (চন্দ্রপ্রভা রঘুনাথের বুকে ও গোপাল তাঁর পায়ের ওপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)।

চন্দ্র। ওগো দেবতা আমার! না না একি দুর্ব্বলতা! (বলিতে বলিতে সোজা হইয়া বসিলেন। চোখে অশ্রু, মুখে তাঁর উন্মাদিনীর ভাব)। ক্ষণিকের বিচ্ছেদ একি হাহাকার! কর্ত্তব্য কর কর্ত্তব্য কর, কর্ত্তব্যময়ী অন্তর আমার! অনন্ত মিলন ক্ষেত্র সম্মুখেতে তোর! শোকের এসময় নয় কুমার; মহারাজ এগিয়েছেন। এবার আমার যাবার আয়োজন কর।

গোপাল। (জ্যেষ্ঠের পদ প্রান্ত হ'তে অশ্রু মাখা মুখ তুলিয়া। না না ও আদেশ ক'রনা দেবী! তুমিও ওঁর সহগামিনী হ'লে, আমাদের কে দেখবে? না না ও সর্ব্বনাশা সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর! পিতৃতুল্য অগ্রজহারা এ হতভাগ্যকে আর মা হারা ক'রনা দেবী।

চন্দ্র। এ তোমার নিষ্ফল চেষ্টা কুমার! আদেশ, উপদেশ, অশ্রু, অনুনয়, কেউ আমার গতি রোধ ক'রতে পারবেনা।

গোপাল। তাহ'লে আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নাও দেবী।

চন্দ্র। অসম্ভব কুমার! যাদের রক্ষার জন্য নিজের রক্ত পান ক'রে আজ আমি ছিন্নমস্তা সেজেছি! সন্তান অধিক প্রিয়তম সেই প্রজাদের পালনের জন্য নিজের হাতে তিনি তোমায় রাজ মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেছেন। না না কোন কথা শুনতে চাইনা! আমার আদেশ! চিতা প্রস্তুত কর!

গোপাল। ওঃ—জানিনা কোন মহাপাপে এই অভিশাপ!

(সাশ্রুনেত্রে প্রস্থান)।

সপ্তম দৃশ্য।

শ্মশান ক্ষেত্র।

দৃশ্য :—প্রজ্জলিত চিতার চতুষ্পার্শে সদানন্দদেব, গোপালসিংহ, শ্যামসিংহ. কমলসিংহ, দেবলসিংহ, ও অন্যান্য সামন্তগণ নগ্নপদে বিমর্ষচিত্তে দণ্ডায়মান। এমন সময় সখীগণ পরিবৃতা পুষ্পভূষিতা চন্দ্রপ্রভা, ও রোরুদ্যমানা শান্তিপ্রভার প্রবেশ।

শান্তি। মা নেই, বাবা নেই. সংসারের মধ্যে আছ শুধু তুমি! তুমিও চলে গেলে—সমস্ত সংসার যে আমার শূন্য হ'য়ে যাবে দিদি!

চন্দ্র। সবই বুঝি শান্তি। কিন্তু কোন উপায় নেই! বহুদিন তাঁর অঙ্কচ্যুত হয়েছি। বাসরের দিন, ফুলশয্যার দিন, যেমন ক'রে সকলে মিলে তাঁর কাছে আমায় পৌছে দিয়েছিলি; আজও তেমনি ক'রে আমায় যেতে দে! আজ যে আমার মহাবাসর! আমি যে আজ তীর্থযাত্রী!

শান্তি। বেশ—তাহ'লে আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও। ঐ জলন্ত চিতায় তোমার সঙ্গে আমারও সব শেষ হ'য়ে যাক্! তোমাকে ছেড়ে আমি যে থাকতে পারবনা দিদি।

চন্দ্র। কিন্তু এতদিনত পেরেছিস্ ভাই। (শান্তি নত দৃষ্টি) অবাধ্য হস্‌নে শান্তি, আমায় শান্তিতে যেতে দে। এতদিন নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে যার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিস্, পরিচর্য্যা ক'রেছিস্; জানিস্‌ত সে কেমন আত্মভোলা পুরুষ! তাই আজীবনের জন্য তার সব কিছু ভার তোর ওপর অর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। কুমার, আমার এই অন্তিম সময়ের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রনা ভাই! এই শ্মশান ভুমি আজ বাসর ভুমিতে পরিণত হোক। (গোপাল

গোপাল সিংহ নীরব নত দৃষ্টি। চন্দ্রপ্রভা, শান্তি ও গোপালসিংহের হাত একসঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা চন্দ্রপ্রভাকে প্রণাম করিলেন। তিনি উভয়ের মাথায় হাত দিয়া নীরবে তাঁদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে—ঐ অন্তরীক্ষ হ'তে ভেসে আসে তাঁর আবাহন! যাই যাই প্রিয়তম। (সদানন্দদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া চিতাসমীপে গমন করিলেন)। মা মা সতীকুলরাণী মৃন্ময়ী, শক্তি দে মা শক্তি দে! আমার স্বামীর কোলে আমায় পৌঁছে দে। (প্রজ্জলিত চিতায় ঝম্পপ্রদান করিলেন। চিতাগ্নি দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন)।

শান্তি। দিদি দিদি!! (শান্তি ও গোপাল চিতাসমীপে আছাড় খাইয়া পড়িলেন)।

গোপাল। দেবী দেবী!!

অন্যান্য সকলে। মা মা!! (অশ্রু মুছিতে লাগিলেন)।

সদা। (অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে) যাও মাতা সতীসিমন্তিনী কীর্ত্তি কিরীটিনী! প্রজার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নিঃশেষে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে, বিশ্বের বুকে যে মহান আদর্শ আজ রেখে গেলে! সারা পৃথিবীর ইতিহাসে তা দুর্ল্লভ! হে বিশ্ব বন্দিতা—অতুলনীয়া কীর্ত্তিময়ী জননী! তোমার এই পূত কীর্ত্তি, ইতিহাসে তোমায় চিরস্মরণীয়া ক'রে রাখবে "পতিঘাতিনী সতী" নামে!!

যবনিকা পতন।